যাঁহাকে

—পণ্ডিত বলিয়া ভক্তি করিয়াছি, অনুজের ন্যায় স্নেহ
করিয়াছি, এই নাট্য-লীলাখানি রচনার সময় পাছে
আমার লেখার ব্যাঘাত হয় বলিয়া যিনি লুকাইয়া
আমার কুশল সংবাদ লইয়া যাইতেন, দেখা
দিতেন না, এবং সেইরূপ গ্রন্থ শেষের
পূর্ব্বেই যিনি আমাকে লুকাইয়া ইহধাম
হইতে চলিয়া গিয়াছেন, সেই পরম
ভাগবত স্বধাম-প্রাপ্ত প্রভুপাদ
বলাইচাঁদ গোস্বামীর স্মরণার্থ
এই পুস্তক উৎসর্গ
করিলাম।

S K Sarkar

স্ত্রীগণ।

শ্রীমতী মোক্ষদাসুন্দরী চক্রবর্ত্তী	...	শ্রীযুক্তা বসন্তকুমারী।
,, গিরিবালা দেবী	...	,, সুশীলাবালা।
,, বিধু	...	,, মৃণালিনী।
,, আহ্লাদী	...	,, কুমুদিনী।
,, লাবণ্যলতা লাহিড়ী	...	,, কোহিনুরবালা। (পরে)
	...	,, কিরণকুমারী।
,, মহালক্ষ্মী মুন্সী	...	,, পান্নারাণী।
,, বিভাষ মজুমদার	...	,, হেমন্তকুমারী।
,, মৃণালকুমারী মিত্র	...	,, নন্দিনীবালা। (পরে)
	...	,, পুঁটুরাণী।

শিবু-সাহেব, বঙ্গচন্দ্র, তোত্‌লা-প্যারী, খোঁড়া-লোচন, খোনা-নেপাল, সেবকরাম, গোকুল, ভদ্রলোকত্রয়, মাধা, পুষ্প, চারু, রতি-সঙ্গিনীগণ, গোয়ালিনীগণ ইত্যাদি।

ঘটনাস্থল—কলিকাতা। কাল—বর্ত্তমান।

অপেরা-অয়েল।

চাঁচর চিকুরের আলুলায়িত শোভা মনোমোহিনী সুরভি-সম্পদে যে লাবণ্যবতী প্রফুল্লতর করিতে চাহেন, জলদজাল-নিভ কুন্তল-দল সুন্দরী যদি যোজন-গন্ধা কবরী-কমলে পরিণত করিতে চাহেন, চিরুণীর চুল-চুরি যে চতুরা কামিনী নিবারণ করিতে চাহেন, আবার পাঠাদি কর্ম্ম-ক্লান্ত মস্তিষ্ক যে যুবক ত্বরিতে শীতল করিতে চাহেন তাঁহারা সকলেই একবার "অপেরা-অয়েল" ব্যবহার করিয়া দেখুন।

শিশি খালি হইলে তাহাতে শুদ্ধ নারিকেল তৈল কয়েকদিন রাখিয়া দেখিবেন তাহারও কত সুগন্ধ হয়। মূল্য প্রতি শিশি এক টাকা।

ক্রীষ্টয়ান-ক্যাবিন।
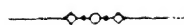
(ষ্টার থিয়েটার)

নানাবিধ সৌখীন ও আবশ্যকীয় দ্রব্যের বিপণি।

নাট্য-মন্দির।

[illegible]ন্দর চিত্রসহ রঙ্গালয় সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা। প্রতি সংখ্যার [illegible]।/০ বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা।

খাস-দখল।

নাট্যলীলা।

শ্রীঅমৃতলাল বসু প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

ষ্টার রঙ্গমঞ্চে প্রথম অভিনীত—১৭ই চৈত্র, ১৩১৮ সাল।

কলিকাতা।

ভাদ্র—১৩১৯ সাল।

মূল্য বার আনা মাত্র।

প্রকাশক — শ্রীকেতনভূষণ বসু।
কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, ষ্টার থিয়েটার,
কলিকাতা।

কলিকাতা, ৬নং সিম্‌লা ষ্ট্রীট,
এমারেল্ড্ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস,
শ্রীবিহারীলাল নাথ-কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

খাস-দখল।
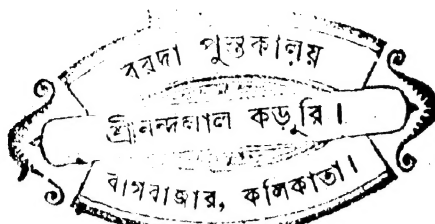
(পূর্ব্ব-রঙ্গ)

কলি-কামিনীগণ

গীত।
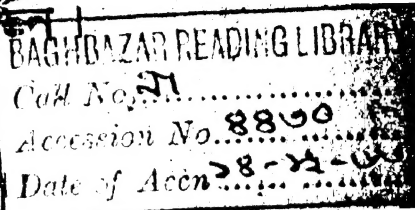
এই যায় যায় যায় ;—
কলির রাজত্ব বুঝি যায় যায় যায়।
পাপ পুণ্য দুটো কথা আজো রয়েছে ধরায় ॥
শঙ্খ-ঘণ্টাধ্বনি শুনি সন্ধ্যাকালে,
শিব-শিরে নারী আজো বারি ঢালে,
(যায়) অকাল-কুষ্মাণ্ড কত পিণ্ড দিতে এখনো গয়ায় ॥
শুনিলে শিহরে অঙ্গ দেখি সব শূন্য,
গঙ্গাস্নানে হরিনামে বলে আছে পুণ্য,
ক'রে ছিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র পুঁথি আজো ফেলেনি পদ্মায় ॥
বেড়েছে বটে অনেক বর্ম্মা,
চর্ম্মকার তো হয়নি শর্ম্মা,
(এখনো) নেয় না ঘোষাল জুতোর মাপ কর্ম্মকারের পায় ॥
বুক ফেটে যায় বেঁধে বিষবাণ অঙ্গে,
ছি ! ব্রহ্মচারিণী বিধবা আজো এত বঙ্গে,
নব নব এডিসনে পতি য়্যাডিসন নাহি হায় হায় হায় ॥

প্রেমের কূজনে কুঞ্জের কভারে,
নাহি লীলাখেলা লইয়া লভারে,
না হ'তে যৌবন বালিকা-কলিকা (আহা) ফেলে পতি পায় ॥
এখনো দেখেছি অনেক পাজিতে,
বাপেরে বলেনা তামাক সাজিতে,
যদিও বাসন মাজিতে তা'রা বলেগো আপন মা'য় ;—
দাসী যবে প্রেয়সীরে হেসে সাবান মাখায় ॥

(প্রস্থান।)

(কলির প্রবেশ।)

কলি। আহা সোণার বাংলা। আহা আমি বড় যত্নে বড় আশায় এই জায়গায় আমার সোণা তৈরির বড় কারখানাটী বসিয়েছিলেম, এখান থেকে আমি বঙ্গের ভঙ্গ অঙ্গে প্রত্যহই রাশি রাশি সোণা যোগাচ্ছি! আহা ঐটি মেডিক্যাল কলেজ, বেঁচে থাক বাছা মেডিক্যাল কলেজ—চিরজীবী হ'য়ে বেঁচে থাক! তোমার সোণার মড়ার মাথা হোক, তোমার ফাঁড়বার ছুরি দশফলা হোক, তোমার ইন্‌জেক্সনের পিচকিরি বারোমুখো হোক্! জোঁকটা এত কমিয়ে দিলে কেন বল দেখি? ওঃ বুঝিছি বুঝিছি, ঐ যে কাছেই ল-কলেজ, আর ডাক্তারির জন্যে এদেশে জোঁক পাওয়া যাবে কেমন ক'রে! আহা শস্য-শ্যামলা সোণার বাংলা, মামলা আর শামলা ব'লে কি দুটী মুখ-রোচক শস্যই তৈয়ের কচ্ছে তোমার ঐ—ল-কলেজ! আর তুমি প্রেসিডেন্সি আমার একেবারে বিবিধ বিদ্যার ফ্যান্সী-ফেয়ার! কি জবর-জবর বয়-ই তোমার সব ষ্টলে সাজিয়ে রেখেছ,—ফ্যান্সী বরের ফ্যান্সী

City of Palaces and Policies? This Sanititarium of Stables and Statues? On this Town of Taxes and Taxicabs? Of Rates and Rats, of Riches and Diches, of Rupees and রূপসীজ্——

তপস্বী। Havn't secured a house yet?

মুচি। ভাবনা কেয়া? ম্ হুচ্চি Stationerier, Perfumerier, Carriagier, House-to-let-getter, Municipal Vote-Collector and Advice Gratisier; I can দিতে পার্তা হ্যায় তোম্—আপ্‌কো the most Sweet Auburn house in this Deserted Village,—no—no—no, cultivated Calcutta; very কম ভাড়া, only Rupees five thousand for a week of six days,—most nearliest, 45 Starvation Street.

কলি। বলি বাপু, সকল রকম ভাষার ভোজ-বাজিতে আমায় যে একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা লাগিয়ে দিলে!

তপস্বী। আপনি বাংলা ব'ল্‌ছেন, তবে কি আপনি বাঙ্গালী রাজা?—স্বদেশী?

মুচি! আর রাখুন ম'শায় আপনার স্বদেশী!—বাঙ্গালী রাজা? এখন আর বাঙ্গালী রাজা-ফাজা গ্রাহ্য হচ্ছে না, এখন গরম বাজার, আপনাদের অভ্যর্থনা আবার সেই বর্ষাকালে হবে।

কলি। তোমরা দু'জনেই শোন—আমি কলিরাজ।

মুচি। কলিঙ্গরাজ? Then your most Patent Highness—

তপস্বী। কলিরাজ? কলি, সেটা কি বম্বে-প্রেসিডেন্সিতে?

কলি। আশ্চর্য্য! তোমরা হিঁদুর ছেলে হ'য়ে—

মুচি। কি! আপনি গাল দেন যে?

কলি। বাপু হিঁদুর ছেলে ব'লেছি, তোমায়তো হিঁদু বলিনি। দেখ এই যে তোমাদের একটু-আধটু দুর্দ্দশা হচ্চে এর কারণ কি জান? আমিই তোমাদের তৈরি কল্লুম, আমার প্রভাবেই তোমাদের এই সব বিত্তে প্রকাশ হচ্চে, আর আমাকেই তোমরা মান না!

মুচি। আমরা কা'কেও মানিনি—জানেন আমরা স্বাধীন।

কলি। হ্যাঁগা তোমাদের স্বাধীন আমিই ক'রে দিলুম আর আমিই জানিনি। এই যে বাপ হ'ক খুড়ো হ'ক,—ভাই হ'ক ভগ্নিপতি হ'ক —নিদেন গ্রাম সম্পর্কে পিসে-মহাশয়, এই রকম যে হ'ক একজন না একজনের স্কন্ধে ভর ক'রে দিব্বি লম্ফ-ঝম্ফ ক'রে যে বেড়াচ্চ, এ স্বাধীনতাটা আমি যদি না শেখাতুম তা'হ'লে কোথেকে শিখ্‌তে? এই কলিযুগ জানতো, তারই রাজা আমি কলি!

মুচি। কলি! Then My Lord—

তপস্বী। কলি! তা'হ'লে বামুনদের বইয়ে ঐ যে কলি লেখা আছে সেটা কি সত্যি?

কলি। হাঁ বাপু! আমি সত্যি না হ'লে তোমরা এলে কোথেকে? বাপু, আমি তোমাদের ব'ল্‌ছিলুম কি তোমরা এত নিরাশ হ'য়ে পালাবার চেষ্টা কচ্চ কেন? রাজনীতি নিয়ে আন্দোলন নাই বা ক'ল্লে, বড় ধর না, গোড়ায় কোপ দাও না, তোমরা এমন লায়েক লায়েক লোক থাক্‌তে সেই কবে-কোথাকার উয়ে-খেগো সব ধর্ম্ম এখনও রয়েছে? নতুন নতুন ধর্ম্ম তৈরি কর; সমাজের বন্ধন একেবারে ছিঁড়ে দাও; কি রাজনৈতিক স্বাধীনতা নিয়ে বকো? মানুষকে একেবারে স্বাধীন ক'রে দাও, তোমাদের সুখের জিনিস চারদিকে ছড়াছড়ি যাচ্ছে, অথচ হয় ধর্ম্মের ভয়ে, নয় সমাজের শাসনে সেই সব সুখে বঞ্চিত রয়েছ, একি কম দুঃখের কথা!

মুচি। ঠিক ব'লেছেন ঠিক ব'লেছেন কলিরাজ, বুক ফেটে যায়!

তপস্বী। তবে এক কাজ করা যাক, আসছে শনিবার যদি আপনার নরক টরক অঞ্চলে বিশেষ কোনও এন্‌গেজ্‌মেণ্ট্‌ না থাকে, তা'হ'লে এইখেনে একটা মিটিংয়ের আয়োজন করি, আপনি এই সব কথা একটা লেকচার দিয়ে বলুন, তা'হ'লে একদিনে ভারত-উদ্ধার হ'য়ে যাবে।

মুচি। Yes yes Monster Meeting—রাক্ষুসে সভা, yes yes!

কলি। না, শোন বলি, দেবতা পৃথিবীতে এসে নিজে হাতে-পায়ে কাজ করেন না, আমি মনে ক'রেছি আমায় অবতার হ'তে হবে,—নানা অংশে ;—তোমরা দেখ্‌ছি বেশ উপযুক্ত, আরও গুটি চার-পাঁচ লোক আমার চাই, আমি তোমাদের এক-একটির দেহের মধ্যে সশরীরে প্রবেশ ক'রে কার্য্য কর্ব্বো; কোন দেহে ধর্ম্ম-সংস্কার, কোন দেহে সমাজ-সংস্কার, কোন দেহে দেশোদ্ধার, বিদ্যাবিস্তার, গ্রন্থ-প্রচার, ঔষধ-আবিষ্কার এই রকম এক এক দেহে এক একটি লীলা কর্ব্বো!

তপস্বী। প্রথমেই কি লীলাটা কর্ব্বেন?

কলি। সে অমাবস্যার রাত্রে গোপনে তোমাদের ব'লে দেব, কিন্তু তোমাদের মত উপযুক্ত লোক আর ক'টি আছে?

তপস্বী। সে আর ব'ল্‌ব কি। যে সব মহাত্মা আছেন আমরা তাঁদের দাসানুদাসের উপযুক্ত নই।

মুচি। ও ইয়েস, তাঁ'দের তুলনায় আমরা তালগাছের কাছে বিছুটী, পাহাড়ের কাছে ইঁদুরমাটী, অজাগরের কাছে কেঁচো, হনুমানের কাছে মর্কট!

কলি। আচ্ছা এখন তবে তোমরা যাও, অমাবস্যার দিন রাত্তির

দুপুরের সময় তাঁ'দের নিয়ে এইখানে আমার সঙ্গে দেখা ক'রো। কিন্তু দেখো কার্য্যক্ষেত্রে তোমরা বড় দেখা দিও না, আপনারা তফাতে থেকে বোকা লোক গুলোকেই হেঙ্গামে ঠেল্‌বে ; মনে থাকে যেন, "চাচা আপনা আপনি বাঁচা" এইটি হচ্চে কলিবেদের সিদ্ধ মন্ত্র।

মুচি ও তপস্বী। তবে আসি। (উভয়ের ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম ও প্রস্থান।)

কলি। এইবার, এইবার দেখ্‌বো দেবতারা! তোমাদের সাধের আর্য্যাবর্ত্তে ধর্ম্মের ভিত্তি বড় পাকা—না? অশ্বত্থগাছের শেকড়ের মত মজ্জায় মজ্জায় প্রবেশ ক'রে অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত আঁকড়ে রেখেচে—না? (নেপথ্যাভিমুখে দেখিয়া) ও কেও? নারীর বেশ, কিন্তু যেন কোন উচ্চ লোকের জ্যোতি একটু-একটু ফুটে বেরুচ্চে। এই-দিকেইত আস্‌চেন—

(রতির প্রবেশ।)

রতি। কি কলিরাজ—ধরাতলে যে?—নিশাচর-বৃত্তি কতদিন আরম্ভ ক'রেছ?

কলি। (ইতস্ততঃ ভাবে) আপনি—আপনি কে?

রতি। রতি, রতি! মদন-প্রিয়া! চিন্তে পাচ্চেন না? কেন বেশটা কি এতই অনুপযুক্ত হ'য়েছে?—যাহ'ক আপনি এখানে কি মনে ক'রে?

কলি। স্বকার্য্যে—স্বকার্য্যে! পরের কার্য্যে কলিকে কি কখন পরিশ্রম কর্ত্তে দেখেছ?

রতি। বুঝিচি বুঝিচি, আমিও তোমার সহায়তা কর্ত্তে প্রস্তুত আছি।

কলি। তুমি—তুমি! তুমি সহায় হ'লেত' আমি একদিনে বিশ্ববিজয় কর্ত্তে পারি।

রতি। সেই জন্যেইত আমি এসেছি; পার্ব্বতীনাথ আমায় অনাথ

ক'রেছেন, মহাদেব মনে ক'রেছেন যে কামকে অনঙ্গ ক'রে দিলে আর মানব অঙ্গের সুখের প্রতি লক্ষ্য কর্ব্বে না, ইন্দ্রিয়-লালসা বিসর্জ্জন দিয়ে প্রাণের ভিতর বিশুদ্ধ-প্রেম পুস্‌বে, কিন্তু রমণীর প্রকৃতি যে শিবেরও অগোচর তা'তো তিনি জানেন না। প্রতিহিংসা! আমি আগুন ছড়াতে এই নিকৃষ্ট মাটিতে পা দিয়েছি; লোকে দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা সহ্য কচ্ছে, মরুভূমির তৃষ্ণা সহ্য কচ্ছে, কিন্তু যে পিপাসা রতি জাগাবে তা'র তাড়নায় অন্ধ হবে, উন্মাদ হবে, বিষ খাবে---বিষ বিলুবে!

কলি। আমি রাজা, কিন্তু রতি তোমার দাস এই জান্‌বে।

(প্রস্থান।)

রতির গীত।

লালিত্য আধার অতি সুকুমার
নারী ফুলহার।
কিন্তু দেখো দেখো কভু মরমেতে ব্যথা
দিওনাকো তা'র॥
স্নেহ মায়া মমতা প্রেম করুণার খনি,
সুখ আশা ভালবাসার সুমধুর ননী,
দাগা পেলে সেই নারী একা কোটী বিষধর ফণি,
নিশ্বাসে করে বিশ্ব ছারখার॥
বিশ্ববিমোহন রূপ এ চির-যৌবন আমার,
সুরঙ্গী পতিরে অনঙ্গ করি করেছ অসার,
(দেখ সতীপতি) একা রতি কি বিষ-বৃষ্টি করে সৃষ্টিতে তোমার ;—
আমার ভ্রূভঙ্গে অঙ্গ সুখের তরঙ্গে ডুবিবে সংসার॥

(প্রস্থান।)
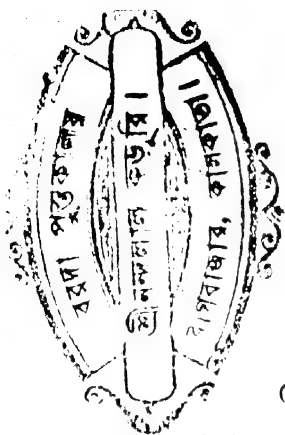
প্রথম অঙ্ক।

—ঃ*ঃ—

প্রথম দৃশ্য।

লোকেন্দ্র বাবুর বসিবার ঘর।

(লিখিবার টেবিল, চেয়ার, বুক-সেল্ফ ইত্যাদি।)

লোকেন্দ্র, মোহিত, রমেশ ও নিতাই।

লোকেন। তবে রামকমল বাবু পেছিয়ে পড়্লেন?

রমেশ। উনি বরাবর-ই দু'দিক্ রাখ্তে চা'ন, বাইরে বক্তৃতার জোর দেখে কে! উনি যে সভায় উঠে দাঁড়ান সেখানে হাততালি ওঁর-ই একচেটে, আর কারুর তুড়িটা-আসটা পাবারও যো থাকে না; সমাজ-সংস্কার কর, আঠার বৎসর বয়সের আগে কন্যার বিবাহ, দিও না, বামুনদের পৈতে পুড়িয়ে দাও, পোদেদের পৈতে দাও বিধবার বিবাহ দাও,—কিন্তু নিজের বেলা একেবারে আঁট-সাঁট, সেই সেকেলে কৌলীন্যটুকু পর্য্যন্ত ঠিক বজায় রাখা আছে; পাব্লিক ডিনারে পরিষ্কার বসে খান কিন্তু বাড়ীতে প্যাঁজটী পর্য্যন্ত ঢোক্বার যো নাই; একটা ওজর করা হয় কি—"আমাদের বড় পুরাতন বংশ!"

নিতাই। পুরাতন বংশ! Therefore is the double-barrel reason যে ঐ পচা পুরণো বংশ ইজ্‌দি দূর ক'রে ফেলে দিয়ে বিধবা-বিবাহ রূপ আয়রণ-জয়েষ্ট সমাজ-সংস্কার রূপ বামার-লরির বাড়ী থেকে ইজ্‌দি আনিয়ে নিজের পারিবারিক ইমারত ইজ্‌দি ভাল ক'রে দৃঢ় ক'রে নেওয়া। আমি একবার দেশে গিয়ে দেখি

জ্যাঠাই-মা কাটারি দিয়ে একখানা বাঁশ কাট্‌ছেন, আমি বল্লুম "জ্যাঠাই মা—are you is the cutting বাঁশ? জ্যাঠাই মা কি বাঁশ কাট্‌ছ?" জ্যাঠাই মা বল্লেন "হাঁ বাবা, এই উনুনে দেব", আমি বল্লুম "নো ইজ্‌ দি জ্যাঠাই মা, বংশ ইজ্‌ দি লোপ, এখন থেকে কোক্-কয়লা ইজ্‌ দি সভ্যতা, তাই দিয়ে শুধ ইজ্‌ দি জ্বাল দাও।"

(ঠাকুরদার প্রবেশ।)

ঠাকুরদা। কি নিতাইচরণ খুব ইংরিজি ঝাড়চো যে, কি বক্তৃতা কোচ্চো?

নিতাই। ওঃ—ঠাকুরদা মশাই, আর ইউ ইজ্‌ দি গঙ্গাস্নান? স্নান ক'রে এলেন?

লোকেন। আসুন ঠাকুরদা বসুন।

নিতাই। ঠাকুরদা is the Prejudice, that dirty ইজ্‌ দি গঙ্গা, ঐ ন্যোংরা গঙ্গা তাইতে রোজ রোজ ইজ্‌ দি স্নান! কেন বাড়ীতে ইজ্‌ দি কলতো আছে, refine is the water—রিফাইন করা জল ইজ্‌ দি।

ঠাকুরদা। কি জান নিতাইচরণ আমি সেকেলে মানুষ, তোমাদের মতন অত বুদ্ধি-শুদ্ধি কি আছে, তাই এই ভুলগুলো ক'রে ফেলি।

নিতাই। নো নো! আপনি ইজ্‌ দি গুড্‌ ম্যান, হিঁদু ইজ্‌ দি যদিও আপনাকে ইজ্‌ দি আমি ভক্তি করি।

ঠাকুরদা। আমার সৌভাগ্য ইজ্‌ দি, বুঝ্‌লে নিতাইচরণ; মোদ্দাৎ তুমি যে রকম ইংরিজিতে লায়েক হ'য়ে উঠেছ দেখ্‌ছি, আমার পরামর্শ তুমি শিগ্‌গির একখানা ইংরাজি বই লিখে ফেল।

নিতাই। "সুরঙ্গিনী"র ইজ্‌ দি এত কাজ পড়েছে, বিশেষতঃ বিষ্ণু-বাবু ইজ্‌ দি চাঁদা আদায়ে মফঃস্বলে গিয়ে অবধি, আমার ইজ্‌ দি নো অবকাশ, না হ'লে আমিও একখানা ইংরাজি বই ইজ্‌ দি লিখ্‌বো মনে কচ্ছিলুম।

রমেশ। তা' তামাসা নয়, নিতাইবাবু যে রকম ইন্‌টেলিজেণ্ট উনি যদি দিনকতক একটু ইংরিজিটা ভাল ক'রে পড়েন তা'হ'লে বোধ হয় একটু-আধটু লিখ্‌তে পারেন।

নিতাই। ইউ আর ইজ্‌ দি ভুল রমেশ বাবু, ইউ আর ইজ্‌ দি ভুল; পড়্‌লেই সব ইজ্‌ দি মাটী! ভুল হলো-হলো ব'লে মন ইজ্‌ দি খুঁৎ খুঁৎ এণ্ড কলম ইজ্‌ দি নট্‌ এক পা এগোয়।

মোহিত। নিতাই বাবুর সঙ্গে এ বিষয়ে আমার একমত, উর্ব্বরা জমীতে আবার চাষের আবশ্যক কি? আমি বই নিয়ে পড়ে থাক্‌লে কি এত কাব্য লিখ্‌তে পার্‌তুম? বানান, সন্ধি, সমাস, কর্ত্তা, ক্রিয়া, কর্ম্ম একেবারে হুড়োহুড়ি ক'রে এসে আমার ব্যস্ত মস্তিষ্ক বিলোড়িত ক'রে দিত; কল্পনা, ভাব, উচ্ছ্বাস একেবারে কঙ্করিত কর্দ্দম হ'য়ে——

নিতাই। ইয়েস্‌ ইয়েস্‌! আপনার পোইট্‌ ইজ্‌ দি স্বভাবদত্ত মোহিত বাবু, দাঁত-ওঠা কথা-ফোটার মত আপনা-আপনি গজিয়েছে; fools rush in where স্কুল ইজ্‌ দি হোঁচোট খায়; আমি হোঁচোট খেতে চাইনি, মোহিত বাবুর-ও ইজ্‌ দি সেই মত।

লোকেন। ঠাকুরদা শুনেছেন, রামকমল বাবু পঞ্চান্ন বছরের বুড়োর সঙ্গে তেরো বছরের মেয়ের বিবাহ দিয়েছিলেন, সেই মেয়ে এখন বিধবা হ'য়েছে!

ঠাকুরদা। বটে বটে? আহা-হা!

লোকেন। মেয়েটীর বয়স এখন বড় জোর একুশ বাইশ বৎসর মাত্র হবে, কিন্তু তার আর বিবাহ দিতে চাচ্ছেন না!

ঠাকুরদা। কেন তিনি তো তোমাদের দলভুক্ত নন, তবে এ বিবাহ দিতে যাবেন কেন?

লোকেন। কেন আপনি কি জানেন না যে বিধবা বিবাহের পক্ষে উনি

কত বক্তৃতা করেছেন, নিজে উদ্যোগ ক'রে সভা করেছেন সে'বার যা'রা সেই বরানগরের বিধবা-বিবাহে নিমন্ত্রণ যায়নি তা'দের কত গালাগালি দিয়েছেন ?

ঠাকুরদা। তা' বেশইত করেছেন, তা'তে কি এসে যায়।

রমেশ। ঠাকুরদামশাই আপনি আমাদের ভালবাসেন, অনুগ্রহ ক'রে আসেন-যান, কিন্তু আপনি সেই সেকেলে পুরণো হিঁদুয়ানি চালেই চলেন, তা'র জন্যে আমরা তো কখন আপনাকে চাল বদলাতে অনুরোধ করিনি, এমন কি আমাদের অনেক ব্যবহার সম্বন্ধে আপনি মুখের ওপরই শ্লেষ-বিদ্রূপ করেন, তা'তেও আমরা কখন রাগ বা দুঃখ করিনি, কেননা আমরা জানি আপনার মত-ই ঐ, কথায়ও যা' কাজেও তা' ; কিন্তু রামকমল বাবুর যা' নিজে করবার সাহস নেই তা' তিনি অপরকে কর্ত্তে বলেন কেন ?

ঠাকুরদা। তুমি এই উকিল হ'য়ে অবধি শামলা-চাপকান পরে কাছারি যাও কেন রমেশ ?

নিতাই। বিকজ্ সেটা ইজ্ দি কাছারির পোষাক।

ঠাকুরদা। 'তা' রামকমলবাবুর-ও সমাজ-সংস্কারটা ইজ্ দি কাছারির পোষাক ! যেমন রমেশ কাছারির পোষাক পরে ভাত-ও খায় না, নাতবউএর সঙ্গে বসে গল্প-গুজব-ও করে না, তেমনি রামকমল-বাবু-ও আপনার বাড়ীর ভেতর সমাজ-সংস্কার করেন না।

লোকেন। ঠাকুরদার লজিক্ অকাট্য।

নিতাই। নো কটিং ইজ্ দি !

ঠাকুরদা। মোহিতবাবু, ও কড়িকাঠ পানে চেয়ে কি দেখ্‌চো ? ওখানে টিক্‌টিকি-ফিক্‌টিকি কিছু বেড়াচ্ছে নাকি ? প্রাণী-বৃত্তান্ত অধ্যয়ন হচ্ছে ?

মোহিত। আপনারা কড়িকাঠ-ই দেখ্‌ছেন, আমার-ও দৃষ্টি কি ঐ কড়ি-কাঠেই আবদ্ধ মনে কচ্চেন? কড়ি, বরগা, টাইল, খোয়া, ছাদ ভেদ ক'রে আমার অন্তর্দৃষ্টি আকাশ হ'তে আরও আকাশে, দূরে দূরে—দূর আকাশে, যেখানে সেই শ্বেতশতদল কুঞ্জে মৃদ্‌-মন্দ মৃদঙ্গ-ঝঙ্কারিত, ভ্রমর-গুঞ্জন-মুখরিত বীণা-নিনাদিত-পদ্মাসনে শুভ্র বরণা সরস্বতী বিরাজমানা ;—

ঠাকুরদা। ওকিও মোহিত বাবু! তুমি নতুন ব্যাপ্‌টাইজ্‌ড্‌ হয়েছ এখন ঠাকুর-দেবতার নামে খেঁকি হ'য়ে উঠ্‌বে, তা নয় তুমি সরস্বতীর নাম কল্লে?

নিতাই। হ্বাট ইজ্‌ দি ভেরি অন্যায় মোহিতবাবু! হু ইজ্‌ দি সরস্বতী? আই ডোণ্ট্‌ কেয়ার হিম্‌ ইজ্‌ দি। আমি ইজ্‌ দি তেত্রিশ কোটীর মধ্যে ওয়ান ইজ্‌ দি কেও গ্রাহ্য করিনি; আমার ওয়াইফের্‌ ইজ্‌ দি নাম ছিল দুর্গা,তা ইজ্‌ দি বদলে দুর্গেশ ইজ্‌ দি নন্দিনী ক'রে দিইছি!

মোহিত। ঠাকুরদামশাই আমি যে সরস্বতীর কথা ভাবছিলুম, তা' আপনাদের ঐ "শুভ্রাং স্বচ্ছ বিলেপমাল্য বসনাং"—খড় মাটীর পুতুল নয়, আমার সরস্বতী নিরাকার!

ঠাকুরদা। ঠিক ঠিক, ওটা আমার খেয়াল ছিল না, তোমার সরস্বতী নিরাকার-ই বটে! এটা ক্রমে অনেকেই বুঝ্‌তে পারবে। তা' ভাল, এখন মনে-মনে কিছু রচনা কচ্ছিলে না কি? বুড়োকে একটু আধটু শুনিয়ে দাও না।

মোহিত। (সাগ্রহে) শুন্‌বেন শুন্‌বেন? আমার সেই "কোকিলার স্বয়ম্বর" পদ্যটা শুনুন না বলি।

ঠাকুরদা। সে এর পরে শুন্‌বো, এখন কি রচনাটা কচ্ছিলে সেইটে-ই বলনা শুনি।

মোহিত। ও একটা ছোট রকম, কোন একটী সুকুমার ললনা যেন পীড়িতা তাই ভেবে "হিমের নলিনী" বলে একটা লিখ্‌বো মনে কচ্ছিলুম।

ঠাকুরদা। বল বল শুনি।

মোহিত। একটা মিলের জন্য একটু আট্‌কাচ্ছে—

ঠাকুরদা। ওহে আমরাও সেকালে চণ্ডীর গানটা-আস্‌টা লিখ্‌তুম, শুনিই না দেখি যদি একটা কিছু মিল-টিল ক'রে দিতে পারি।

নিতাই। টেল্‌ ইজ্‌ দি টেল্‌ ইজ্‌ দি মোহিতবাবু, ঠাকুরদাদা ইজ্‌ দি নয় কেউ-কেটা, He is the great poetry.

মোহিত। তবে শুনুন,—

লুকায়ে চোরের প্রায়, নিশীথে ঝরিয়ে হায়,
নলিনী মলিনী কেন করিস্‌ শিশির।

নিতাই। (সোৎসাহে) বাঃ ইজ্‌ দি! বাঃ ইজ্‌ দি! বাঃ ইজ্‌ দি—

মোহিত। (রুষ্টভাবে) চুপ করুন না, ভাব খারাপ হ'য়ে যায় যে—

লুকায়ে চোরের প্রায়, নিশীথে ঝরিয়ে হায়,
নলিনী মলিনী কেন করিস্‌ শিশির।
ভূমিগতা পদ্মলতা, তা'র প্রাণে দিলি ব্যথা,
কি লাভ হইল ইথে তোমার—

নিতাই। ষ্টপ ইজ্‌ দি?—থাম্‌লেন যে?

মোহিত। ঐ মিল-টে আস্‌ছে না।

রমেশ। কেন শিশিরের সঙ্গে নিশির তো বেশ মিল হয়।

মোহিত। মানে—হয় না—

ভূমিগতা পদ্মলতা, তা'র প্রাণে দিলি ব্যথা,
কি লাভ হইল ইথে তোমার—

ঠাকুরদা। পিসীর ;—কেমন মিলেছে তো ?

মোহিত। মানে হবে কেমন করে ?

ঠাকুরদা। সবটা পড় দিকিন মানে হয় কি না দেখা যাক্ ; লোকেন শোন হে ভায়া।

মোহিত। (গদ-গদ ভাবে)

লুকায়ে চোরের প্রায়, নিশীথে ঝরিয়ে হায়,
নলিনী মলিনী কেন করিস্ শিশির ?
ভূমিগতা পদ্মলতা, তা'র প্রাণে দিলি ব্যথা,
কি লাভ হইল ইথে তোমার পিসীর !

বড় শ্রুতি-মধুর হয়েছে, কিন্তু শিশিরের পিসী কে হ'তে পারে ?

ঠাকুরদা। শিশিরের বাপ কে ?

মোহিত। (চিন্তা করিয়া) শিশিরের বাপ ?—আ—কাশ কি-?

নিতাই। কোয়াইট্ ইজ্ দি রাইট্ ! আকাশ ইজ্ দি শিশিরের পাপা, অমর ইজ্ দি কোষে আছে।

ঠাকুরদা। ঠিক বলেচ ; এখন আকাশের বোন কে বল দিকি ?

নিতাই। কেন নক্ষত্র, তারা ইজ্ দি !

ঠাকুরদা। দুর ইজ্ দি ! আকাশের ভগ্নী হচ্ছে—

নিতাই। বোন না ভগ্নী ? দুই ইজ্ দি নট্ এক।

ঠাকুরদা। চুপ কর—শোন, আকাশের বোন সমুদ্র,—দুই নীল দুই সীমাশূন্য,—কেমন ?

মোহিত। (ভক্তির আনন্দে) ঠাকুরদা আপনি জিনিয়স—জিনিয়

ঠাকুরদা। না দাদা, আমি সত্যই স্কুলে গেছলুম,কালেজটাকেও একেবারে ফাঁকি দিইনি ; যাক—তা'হ'লে কবিতাটার মানে দাঁড়াচ্ছে "ওরে পাপিষ্ঠ-শিশির তুই যদি তোর পিসীর গর্ভে প'ড়তিস্ তা'হ'লে সেই

সাগর-রূপ পিসীর ফোঁটা কতক জল লাভ হ'তো, কিন্তু তা না ক'রে ভূমিগতা পদ্মলতাঁকে ছোব্‌লালি কেন ?

নিতাই। পদ্ম ইজ্‌ দি তো জলে ফোটে, তবে ইজ্‌ দি সে ভূমিগতা হ'লো কেমন করে ? হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন ইজ্‌ দি সমালোচনা—সমালোচনা! সব্‌-এডিটর ইজ্‌ দি সাম্‌নে ব'সে আর তুমি ইজ্‌ দি ফাঁকি দিয়ে যাবে মোহিতবাবু! এইবার নাও "সুরঙ্গিনীর" সমালোচনার ঠ্যালা!

ঠাকুরদা। এ্যাঁ! তুমি অশ্লীল কথা ক'য়ে ফেল্‌লে নিতাইচরণ ?

নিতাই। (সচকিতে) এ্যাঁ! ঠ্যালা ইজ্‌ দি অশ্লীল!

ঠাকুরদা। কি হে সেই অবধি ব'সে গল্প কচ্ছি একটু তামাক-টামাক ডাক্‌লে না।

লোকেন। এই যে নিন্‌ খান না একটা-আধটা সিগার, তামাকটা একটা ল্যাঠা, হুঁকো কল্কে একটা নোংরামি ; তা'তে বাড়ীতে কেউ-ই খায় না।

ঠাকুরদা। ওহে লোকেন! বাঙ্গালী ভদ্রলোকের বাড়ী—খাও-না-খাও দু'টা হুঁকো রাখ্‌তে হয় নইলে ভদ্রলোক এলে ভদ্রতা রক্ষা হয় না ; ও তোমার চুরুট এ দেশে আগে ঐ রাস্তা-সাফ-করা ধাঙ্গোড়রা খেতো আর এই উড়েব্যায়রারা খায়, এখন সাহেবদের ব্যবহার্য্য দেখে তোমাদের কাছে ওর গুমর বেড়েছে, ধুঁয়াপত্তর এখন সিগার হ'য়ে দাঁড়িয়েছে!

নিতাই। কি তামাক ইজ্‌ দি আছে, ঠাকুরদা ম'শায়ের জন্যে আই ইজ্‌ দি নতুন হুঁকো কিনিয়ে আনিয়েছি ইজ্‌ দি, এখনই আনিয়ে দিচ্ছি। (গমনোদ্যত)

ঠাকুরদা। নিতাই, আমি বেকুব ব্রাহ্মণ ভায়া, শুদ্ধাচারে থাকি, নেহাৎ রাজ-মজুরদের হুঁকোটা আস্‌টা এনে খাইয়ে দিস্‌নে যাদু!

নিতাই। তা' অন্য বামুন-ফামুন হ'লে ইজ্ দি কি কত্তুম বলা যায় না, হিপোক্রিটীক্ ইজ্ দি ভণ্ড ষণ্ডারা; বট্ তোমায় ইজ্ দি ঠাকুরদা ম'শাই আমি ইওর্স্ ট্রুলি ইজ্ দি ভালবাসি ভক্তি করি ইজ্ দি।

(প্রস্থান।)

(অন্দরের দিক হইতে সারদার প্রবেশ।)

সারদা। দেখুন দিকি এই প্রেস্ক্রিপ্সন্টা, অষুধটা আনাব কি? উনি রাগ কচ্চেন, ব'ল্চেন যে আমি অষুধ খাব না।

লোকেন। (সোৎসুকে) কেন কেন? ডাক্তার যখন এসেছিল আমায় খবর দিলে না কেন?

সারদা। তিনি তাড়াতাড়ি দেখে গেলেন, ব'ল্লেন কাশীপুরে সাড়ে ন'টার সময় হ্যারিস সাহেবের সঙ্গে একটা কন্সল্টেসন আছে——

লোকেন। তা'—তা'—উনি অষুধ খেতে চাচ্চেন না কেন?

সারদা। ডাক্তার বল্লে "ও কিছু নয় সামান্য সর্দ্দি", তাড়াতাড়ি দেখে চ'লে গেলেন তা'ই বোধ হয়——

লোকেন। আচ্ছা থাক্ এ অষুধ এখন, তুমি তাঁ'র কাছে থাকগে আমি যাচ্ছি।

(সারদার প্রস্থান।)

(নিতাইয়ের তামাক লইয়া পুনঃ প্রবেশ)

নিতাই। এই নিন টানুন ইজ্ দি ঠাকুরদা।

ঠাকুরদা। ইস্! নিতাইচরণ নিজে হাতে করেই যে হুঁকোটা আনলে ভায়া!

নিতাই। আনবো না ইজ্ দি! আপনি ইজ্ দি আমার লভার! আমায় কত ভালবাসেন!

ঠাকুরদা। না নিতাই তুই ইংরিজি বই-ফই পড়িস্‌নি, তা'হ'লে এমন মিষ্টি কথা আমি আর শুনতে পাব না।

লোকেন। (আত্মগত) দিনরাত পড়া—দিনরাত লেখা—ঐ সব চিন্তা, কাজেই অসুখে অসুখে শরীরটাকে একেবারে নষ্ট কল্লেন দেখচি।

ঠাকুরদা। লোকেন-ভায়া কি ইষ্টদেবীর কথা ভাব্‌ছ নাকি?

লোকেন। ঐ ত' আপনি তামাসা করেন!

ঠাকুরদা। তামাসা নয় হে তামাসা নয়, আমাদের ভাববার শক্তিটা একটা সাকারের ভেতর আবদ্ধ আছে কিনা, সুতরাং একটা আকার না গড়ে আমরা কিছুই চিন্তা কর্ত্তে পারি নি, তা তোমরা তো ভগবানের সব আকার উড়িয়ে দিয়েছ অথচ প্রাণতো আকার না হলে থাকতে পারে না, তাইতে ঐ সাকার স্ত্রীকেই ইষ্টদেবতা দাঁড় করিয়েছ আর কি;—স্মরণে কালো নয়ন! মননে উচ্ছলিত যৌবন! ধ্যানে চাঁচর চিকুর! আর পূজনে সেই শ্রীচরণ! দেখ নাত-বৌয়ের এখন বয়সকাল এখন অমন দু'চারটে ফেন্সী ব্যামো রোজই হবে; অষুধ খাওয়াও ডাক্তার আনাও আপত্তি নেই, কিন্তু তুমি তোমার নিজের শরীরের ওপর একটু মন দাও; এইতো হামেসাই বল পেটে বেদনা ধরে মাথা কেমন করে, খাওয়া ক্রমেই অত্যন্ত কমে যাচ্চে শুন্‌তে পাই।

নিতাই। ইয়েস্‌ আমি তো রোজ ইজ্‌দি এসে সকালে বাসি খাবার খাই, আজও ইজ্‌দি দু'খানা কাট্‌লেট আধবাটী মটন খেয়েচি; বাবু ইজ্‌দি তো সব ফেলে রাখেন।

রমেশ। তা'হ'লে নিতাইবাবুর বেশ প্রসাদ পাওয়া চল্‌চে বুঝি?

নিতাই। বাবু ইজ্‌দি মাই উপগুরু, উপদেবতা অনুমতি করেন আই ইজ্‌দি খাই।

ঠাকুরদা। না না লোকেন আমার কথা শোন ভাই, তুমি ভাল করে আপনার চিকিৎসা করাও, এ বয়সে একবার পড়লে শেষ সামলান বড় কঠিন হবে; আমার ইচ্ছা তুমি হোমিওপ্যাথ্ কা'কেও দেখাও।

নিতাই। হোমিওপ্যাথিক! দ্যাট্ ইজ্ দি খালি জল! বৌমা ইজ্ দি তা' নেভার্ মাইণ্ড; অষুধ ইজ্ দি যদি পেটের ভেতর গিয়ে হুট্-পাট্ না করে, যদি ইজ্ দি বুক পেট মুখ ইজ্ দি না জ্বালিয়ে দেয়, তা'হ'লে ইজ্ দি আরাম-হচ্ছি আরাম-হচ্ছি বুঝ্‌বো কেমন করে? হোমিওপ্যাথি ইজ্ দি ব্যামোকে খোঁচা মার্ত্তে ইজ্ দি পারে?

লোকেন। ঠাকুরদা ঠিক বলচো বটে, ওঁর এই অসুখটা সারলে যা হয় একটা কিছু কর্ত্তে হবে। ওহে রমেশ তুমি এক কাজ কর দিকিন্, গাড়িখানা যুতিয়ে একবার ডি, মিত্তিরের হোথায় যাও, বাড়িতে না পাও কম্পাউণ্ডরকে জিজ্ঞাসা করে যেখানে থাকা সম্ভব সেইখান থেকে খুঁজে নিয়ে এস, এ প্রেস্‌ক্রিপসনের অষুধ বোধ হয় উনি খাবেন না!

রমেশ। আজ্ঞে তাই যাচ্ছি।

লোকেন। মোহিতবাবুর কি এখন বিশেষ কোন কাজ আছে? না থাকেতো একবার রমেশবাবুর সঙ্গে যান না!

মোহিত। (সোৎসাহে) কবিকুল-রাণীর জন্য ডাক্তার আনতে যা'ব তা' আবার আমার কাজ কি!

পদ্য-সুন্দরীর তরে বৈদ্য আনিবারে,
যেতে পারি বৈদ্যবাটী লঙ্ঘিয়া সাগর,
তুচ্ছ সে গ্রেষ্ট্রীট্, গোষ্পদ সমান-গণি;
হায়রে—
গণেছিল হনু যথা ভানু-তনু কক্ষ মাঝে তার!

ঠাকুরদা। বাঃ! মোহিতবাবুর মুখে-মুখেই যে কবিতা হ'য়ে গেল!

মোহিত। আপনার আশীর্ব্বাদে আমার যখন আসে তখন মুখে-মুখেই আসে। চলুন রমেশবাবু।

(রমেশ ও মোহিতের প্রস্থান।)

নিতাই। তা'হ'লে বাবু আমি ইজ্‌ দি কি কর্ব্বো? "ডাইভোর্স আইনের বিমল আশীর্ব্বাদ" আর্টিকেলের অর্ডার-প্রুফটা ইজ্‌ দি আমার কাছেই রয়েচে, আফিসে গিয়ে ইজ্‌ দি না দিলে ছাপা আরম্ভ হবে না।

লোকেন। তা যাও, ওবেলা একটু সকাল-সকাল আসবার চেষ্টা ক'রো।

নিতাই। নিশ্চয়ই ইজ্‌ দি কর্ব্বো, তবে আমার পরিবারকে ইজ্‌ দি বৌঠাকরুণের প্রণীত "প্রতারিতা প্রেমিকা" কাব্যখানা একটু-একটু পড়াচ্চি কিনা তা'ইতে ইজ্‌ দি খানিকটা সময় যায়।

লোকেন। তোমার পরিবার এর মধ্যে "প্রতারিতা প্রেমিকা" বুঝতে পারেন?

নিতাই। লাইক্ এ জল!—একেবারে জলের মত। সে ইজ্‌ দি আর জিগ্‌গেস ক'রবেন না, "সুজলার পুরুষ বেশ" অধ্যায়টা প'ড়তে-প'ড়তে দু'চক্ষের জলে একেবারে ভেসে গেছেন! তাঁকে ইজ্‌ দি একেবারে সেরে দিইচি! রামায়ণ মহাভারত ইজ্‌ দি সেফ্‌টি ম্যাচ্—বিলিতি দেশলাই! আর শিবপূজোর কোশা-কুশী তামার-কুণ্ডু অল্ ইজ্‌ দি পুরোণো লোহাওয়ালাকে মেকেন্‌জিলায়েল! তবে আসি নমস্কার! ঠাকুরদা আপনাকে ইজ্‌ দি অতি নমস্কার।

(প্রস্থান)

ঠাকুরদা। নিতাই লোকটি বেশ মিষ্টি, কিন্তু ওর উন্নতি দেখছি যে কিছু গুরুতর রকম, ঠাকুর দেবতার ওপর কোপ তোমাদের চেয়ে দশগুণ বেশী!

লোকেন। নব অনুরাগের অগ্নিশিখা কিছু বেশী লক্‌-লক্‌ করে ; the zeal of proselytes generally verges on fanaticism. তা' ঠাকুরদা তুমিও বাড়ী থেকে কাপড়টা ছেড়ে একবার ঘুরে আসবে ? মোক্ষদা তোমায় একটু মান্য করে, অসুখে-অসুখে কিছু irritable হ'য়ে প'ড়েছে, ডাক্তার যখন আসবে তুমি সেই সময়টা থাকলে ভাল হয়।

ঠাকুরদা। বল—আসচি, কিন্তু তারা যখন রণোন্মাদিনী হ'য়েছিলেন তখন মহাদেবকে নিজেই পায়ের তলায় প'ড়তে হ'য়েছিল, আমাদের মত নন্দী-ভৃঙ্গীর কথায় শক্তির উত্তেজনা নিবারিত হয় না ! ভাল, ব'ল্লে আসচি ; তোমার চরিত্র-গুণেই আমি তোমাদের অনাচার টনাচারগুলো ভুলে যাই।

লোকেন। আমার চরিত্রগুণে নয়, আপনার মধুর স্নেহগুণে। (ঠাকুরদা ম'শায়ের প্রস্থান।) খুব রেগেচেন বোধ হয়, তা' দোষই বা কি, বাজে গল্প ক'রে সকালটা প্রায় কাটিয়ে দিলুম, একটু কাছে গিয়ে ব'সলেও অনেকটা সুস্থ থাকতে পাত্তেন। তা' আমারও শরীরে যেন কেমন টোন্ নেই, বার-এ নাম নেবার জন্যও বটে টাকার জন্যও বটে অত্যন্ত পরিশ্রম করা যাচ্ছে তাইতে নার্ভ-গুলোর ওপর কিছু বেশী অত্যাচার হ'য়ে পড়েছে ; ঠাকুরদা প্রবীণ লোক ঠিক ঠাওরেচেন। এই রকম হাল্কা গল্প-টল্প কল্লে, নিতাইয়ের পাগলামী-টাগলামী শুনলে শরীরটা একটু হাল্কা হয় থাকি ভাল। একেত' মোক্ষদা কবিতা পাগলা তা'র ওপর মোহিতটাও জুটেছে একেবারে বদ্ধ উন্মাদ ; গভরর্ণমেণ্ট যদি একটা পদ্য-পাগলাগারদ খোলেন তা'হ'লে মোহিতের সেখানে মৌরসী বন্দোবস্ত হয় ; তবে

লোকটা হারম্‌লেস্, কারুর কোন অপকারে নেই, আর মোক্ষদাকে যথার্থই সিষ্টারের মত যত্ন করে।

(অন্দরের দিক হইতে আহ্লাদীর প্রবেশ।)

আহ্লাদী　হ্যাগ্ গা বাব্বাঠাকুর, এ কিমন কাণ্ডটা হচ্ছেক্‌গা? উপ্পরে মা সেই বিয়ানথে ডাক-পারাপারি কত্তিচ্ছেক্ আর তুমি বাব্বাঠাকুর একেবারে হাঁটিও না হুটিও না, ব'স্থে ব'স্থে ছাপার কাগগজগুলা ঘাঁটতিচ্ছো আর বাৎফষ্টি কত্তিচ্ছো।

লোকেন। কেনরে আহ্লাদী কি হ'য়েছে? তোর মা কি আমায় ডাকচেন?

আহ্লাদী। আর ডাক দিবেন কুতাথ্‌থে! রা'কাড়বার কি আর তুমি তাকুৎ রেখেছগগা? ঐনা বলেক বিট্টামানুষের মায়াও থাকেনিক্ মোমতোও থাকেনিক্, তা' হক কুথ্‌থাই বলেক্; ইস্তীড়িক গা ইস্ত্রীড়িক, এই বামুন-শুদ্দুরের ঘরকে যানারে মাগ বলেক্, সে একেবারে মাথার ব্যাম্ময় কেঁউ-কেঁউ কোত্তিছেক্, প্যাটের ভিতর তা'র কাছিম ডাকতিছেক্, গায়ের জ্বলনে হিথ্-থেকে গিয়ে হুথ্‌থায় পড়চেক্, হুথ্ থেকে গিয়ে হিথ্‌থায় প'ড়্‌চেক্, বাছার চখ্‌খের জলে দুটা পকুর যে ভরে গিছেক্, আর বাব্বাঠাকুর তুমি একবার চোথ্‌খের দৃষ্টিটা দিয়ে দেখলেক্‌নি?

লোকেন। আহা-হা বটে বটে! তা' তুই ওপরে যা আমি শিগ্‌গিরই যাচ্চি, নাপিত ব'সে র'য়েচে বেশী দেরি হবে না।

আহ্লাদী। আব্বার লাপিত মুখপড়া এখ্‌খন আসচেক্? চখ্‌খাগির ভাত্তার বিয়ানে কুথাকে কাছারী কত্তেক গিছল? প'ড়া একটা কুন্নি হইচেক্ তা খুঁজ্যা-খুঁজ্যা খুঁজ্যা এই দশ দিন ধরে মিনষের লাগ্‌গাল পাব্বার যোটিক্ নেই।

লোকেন। যা যা তুই যা তিনি বুঝি একলা রয়েচেন।

আহ্লাদী। একেল্ কেনেগা? গিরি-মা সেই বিয়ানথে ধন্না দিয়ে বসে রইচেক্!

(প্রস্থান।)

লোকেন। একে মাথা-গরম তা'র ওপর রাগের কারণ দিইচি—চু-চু-চু! ওরে এই ঘর-টর গুলো বন্ধ কর আর রাখালকে ওই পশ্চিমের বারাণ্ডায় পাঠিয়ে দে।

(প্রস্থান।)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজপথ।

রতি-সঙ্গিনীগণ।

গীত।

আমরা নতুন বেদিনী, রূপেতে মোহিত মেদিনী,
আমোদিনী মধুর হাসি মধুর ভাষী মনটি মধুময়।
রতির নিত্য সঙ্গিনী, কতই রঙ্গের রঙ্গিনী,
হেমাঙ্গিনী ভঙ্গী-ভরা অপাঙ্গেতে বঙ্গ-জয়॥
নয় ঝাড়ি জড়ি মন্ত্র, দেব স্বাধীনতা তন্ত্র,
মন-মোহিনী যন্ত্র যা'তে পুরুষ পরাজয়॥
চঞ্চল অঞ্চল খেলা, কটাক্ষ ঈক্ষণ মেলা,
হেলা-দোলা লীলা নব লাবণ্য-নিলয়॥
কুন্তল দল-দল, কাঁচলি ঝল-মল,
টল-টল ঢল-ঢল তরঙ্গ অঙ্গে,

ঠমকে ঠাট লাট,　　　　　জমকে পাঠ-নাট,

নব্য ভব্য সভ্য কাব্য শুশ্রাব্য রঙ্গে

কুরঙ্গ-নয়নে কর কর মাতঙ্গ-বিজয়।

ঘুচে যাবে দাসী নাম হবে দাস পতি মহাশয়॥

(প্রস্থান।)

তৃতীয় দৃশ্য।

সুসজ্জিত কক্ষ।

সোফাপরি অর্দ্ধশায়িতা মোক্ষদা।

মোক্ষদা। আমার এই অসুখ আর নীচেয় ব'সে ওঁর কাছারী হ'চ্ছে! একটা ট্যাঁলামারা ডাক্তার পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল, নিজেও তা'র সঙ্গে আসতে পাল্লেন না। চাতুরী! চাতুরী! প্রেমপিপাসিতা সুশিক্ষিতা মহিলার পক্ষে এ পৃথিবী একটা চাতুরীর মায়াপুরী! বাঃ বাঃ! "মায়াপুরী", বেশ নামটী! এইবার ঐ নামে একখানা কাব্য লিখ্‌বো দিব্‌বি হবে! লাল কাপড়ে বাঁধান সোণার জলে "মায়াপুরী"—— "শ্রীমতী দেবী মোক্ষদাসুন্দরী চক্রবর্ত্তী প্রণীত" ;—আচ্ছা প্রণীত না প্রণীতা? না প্রণীতই ভাল, "সুরঙ্গিনী যন্ত্রে মুদ্রিত"র সঙ্গে বেশ রাইম্ হবে; আর ও বামুন গুলোর লেখা ব্যাকরণ আমরা মান্‌বই বা কেন? আমাদের আলাদা ব্যাকরণ তো তৈরি হচ্ছে, প্রায় শেষ হয়ে এল। আঃ এই মাথা-টিপ্‌টিপ্ থেকে খুব জ্বর হয়,——বড় বড় ডাক্তার সব এল, ক্রমে টাইফয়েড্—ডিলিরিয়মে প্রলাপ বকৃচি কেবল কবিতা! কবিতা! কবিতা! আরাম হয়ে সেগুলি আর্টপেপারে ছাপান, প্রথমে আমার একখানি

খুব বিষাদ-মাখা হাফ্‌টোন্‌ ছবি,—ব'য়ের নাম হবে "আসন্ন নিরঞ্জন"; (সচকিতে) ও কে আসে না? (রুমালে মুখাবৃত করিয়া সোফায় হেলান) ওঃ! আঃ!—একাকিনী—একাকিনী!

(গিরিবালার প্রবেশ।)

গিরি। এই দিদি বরফ এনেছি। (শিয়রের নিকট গিয়া) কপালে আর রগে দিই কেমন? মাথার ওপর দিলে আবার চুলগুলি ভিজে যাবে। (বরফ লইয়া শুশ্রূষা)

মোক্ষদা। গিরি—ভগ্নীটী আমার! আমি গেলে এক-একবার আমায় মনে কর্ব্বে ত'?

গিরি। (সোদ্বেগে) ওকি দিদি ওকি কথা! তোমার পায়ে পড়ি দিদি ও কথা বোল না,—তোমার কি হ'য়েছে? এইত' ডাক্তার ব'লে গেল ও কিছু নয় একটু সর্দ্দি।

মোক্ষদা। (উঠিয়া বসিয়া) হ্যাঁ গিরি, তুমিও আমায় ঐ কথা বল্লে? তোমায় এত যত্ন করি তুমিও কিনা বল্লে আমার কিছু হয়নি, একটু সর্দ্দি!

গিরি। (সঙ্কুচিতা) ঐ—যে—ডাক্তারবাবু বল্লেন।

মোক্ষদা। ডাক্তার পর, টাকা নিতে এসেছিল, তুমিও কি আমার পর?

গিরি। (ব্যাকুলিতা) না দিদি আমি পর নই, ও-দিদি আমি পর নই, আমার আর কোথাও কেউ নেই দিদি!

মোক্ষদা। কেন, তোমার স্বামী আছেন।

গিরি। শুনিছি—দেখিনি, সেই বের দিন দেখেছিলেম, চাইতে গিয়ে চোখ বুজে গিয়েছিল, তা'তে কি চেনা যায়! তা'তে কি মনে থাকে!

মোক্ষদা। কেন স্বামীকে কি কখনও মনে-মনে ভাবনা?

গিরি। ভাব্‌তে ইচ্ছা করে, কখনও কখনও ভাব্‌তে যাই, কিন্তু কি

নিয়ে ভাব্‌বো—মুখতো মনে নেই! তোমরা অনেক লেখাপড়া শিখেছ তোমরা নিরাকার ভাবতে পার, আমি পাড়াগেঁয়ে মুখ্যু মেয়েমানুষ, আকার না পেলে কা'র পায়ে আঁকড়ে ধ'র্‌বো!

মোক্ষদা। উ হুঃ হুঃ গেলুম গেলুম! মাথা গেল—গেল! (সোফায় শয়ন)

গিরি। ওমা হাত সরিয়ে নিয়েছি! এই যে দিদি এই যে বরফ দিচ্ছি; পাখা পাখা? এই যে বাতাস কচ্চি,—দিদি ও দিদি——

মোক্ষদা। এঁ্যা!

গিরি। আমায় বলে দেওনা—তোমার পায়ে পড়ি।

মোক্ষদা। কি বলে দেব?

গিরি। আমি পাড়াগেঁয়ে মেয়ে আমিত' জানিনা; ক'ল্‌কেতায় একটু অসুখ হ'লেও কি ব'লতে হয় খুব অসুখ হ'য়েছে? তা' হলে' কি শিগ্‌গির ভাল হয়?

মোক্ষদা। উঃ! আঃ গেলেম!

গিরি। "তোমার বড্ড শক্ত ব্যায়রাম, ওগো কি হবে"—হাঁগা এই সব বল্লে তুমি কি শিগ্‌গির শিগ্‌গির ভাল হবে?—ওমা মঙ্গলচণ্ডি!

মোক্ষদা। ওকি নাম গিরি—ছি!

গিরি। না না আর ব'লবো না, তোমার কষ্ট হয় ব'লবো না; তোমাদের কি ব'লে ডাকে?

মোক্ষদা। প্রভুকে ডাক না!

গিরি। ওমা প্রভু! ওমা প্রভু! দিদিকে আমার শিগ্‌গির করে——

মোক্ষদা। তুই থাম গিরি, নইলে আমি হেঁসে ফেল্‌ব।

(নেপথ্যে) লোকেন। গাড়ী গিয়া? ডাক্তার সাবকা পাশ গাড়ী গিয়া?

গিরি। ওমা বাবু যে! (ত্বরিত প্রস্থান। মোক্ষদার মুখে রুমাল চাপা দিয়া সোফায় শয়ন ও মৃদু অস্থিরতা)

মোক্ষদা—ওঃ একাকিনী। একাকিনী!

(লোকেনের প্রবেশ)

লোকেন। একা শুয়ে! কেউ নেই এখানে? ভদ্রলোক সব বাড়ীতে এসেছিলেন বিদায়ও কর্ত্তে পারি না,—তা (মোক্ষদার পায়ের নিকট গিয়া উপবেশন) এখন কেমন আছ? (মোক্ষদা নিরুত্তর) ঘুমুচ্ছ কি? (মুখ হইতে রুমাল অপসৃত করিবার চেষ্টা—মোক্ষদার রুমাল চাপিয়া ধারণ।) এই যে জেগে, এখন কেমন আছ?

মোক্ষদা। বেশ আছি, কেন আমার কি হয়েছে?

লোকেন। তবু ভাল, ডাক্তারও ব'লে গেছে শুন্‌লুম কিছু নয়।

মোক্ষদা। (মুখের রুমাল ধীরে ধীরে অপসৃত করিয়া) কিছুইত নয়, আমার জীবনই কিছু নয়, আমিই একটা—"কিছু নয়!"

লোকেন। অমন ক'চ্চ কেন? আমার ওপরে আসতে বিলম্ব হয়েছে বলে রাগ করেচ?

মোক্ষদা। রাগ! অন্তিমকালে কি কেউ রাগ করে? দেখ আমি তোমার কাছে কত অপরাধ করিছি, সব ক্ষমা করো, আর——

লোকেন। ও কি কথা!

মোক্ষদা। আমার চেনহার ছড়াটী গিরিবালাকে দিও; আর বিধুকে—

লোকেন। চুপ কর, কি হয়েছে যে অমন কচ্ছো?

মোক্ষদা। আর যে গয়না যাকে ইচ্ছে দিও, কেবল একটি অনুরোধ আমার হীরের ব্রেস্‌লেট্ জোড়াটী তুমি আবার যাকে বিবাহ কর্ব্বে তাকে দিও না।

লোকেন। ছি ছি মোক্ষদা কি কোচ্চ! একটু সামান্য সর্দ্দিতে কি অত ভাব্‌তে আছে?

মোক্ষদা। (ঈষৎ উত্তেজিত ভাবে) সামান্য সর্দ্দি! সর্দ্দি থেকেই ত ব্রন্‌কাইটিস্, ব্রনকাইটীস্ থেকেইত নিউমোনিয়া, নিউমোনিয়া থেকেইত থাইসিস্, আহা থাইসিসে মারা যাবো!—হাউ ইন্‌টারেষ্টিং! ধীরে—ধীরে! যেন গলে—গলে—মেল্‌টিং এ্যাওয়ে!

লোকেন। বালাই! বালাই!

মোক্ষদা। বেশ! দেহতো গেল, বাকি থাকে কেন আর, শেষ ঐ অশ্লীল কথাগুলো বলে আত্মারও দুর্গতি কর!

লোকেন। মোক্ষদা আমায় কি ও কথা বল্‌তে আছে! তুমি কি জান না যে আমি তোমায় কত ভালবাসি?

মোক্ষদা। খুব জানি! আজকের ডাক্তারে-ই তা'র যথেষ্ট প্রমাণ পেয়েছি! উঃ বলে কিনা নাইন্‌টিনাইন্! আমার টেম্‌পারেচার নিরনব্বুই বই নয়! আচ্ছা বাবু আমায় যেন দেখ্‌তে পার না, কিন্তু তোমার নিজেরও ত' একটা মর্য্যাদা বোধ আছে, তুমি মাসে হাজার টাকার ওপর রোজগার কর, আর তোমার স্ত্রীর টেম্‌পারেচার কিনা নাইন্‌টি-নাইন্ বই নয়, আমি কি এতই ছোটলোক! বিধু—পরিচারিকা, যে আমার চুল বেঁধে দেয়, ষ্টকিং পরিয়ে দেয়, (উত্তেজিতভাবে উঠিয়া বসিয়া) তা'রও—তা'রও সামান্য জ্বর হ'লে একশো দুই হয়! আর আমার কিনা নাইন্‌টিনাইন্!—হা কপাল! নাইন্‌টিনাইন্! (শয়ন)।

লোকেন। তা' তিনি সেটা তো আন্দাজে বলেন নি, থার্‌মোমিটার দেখে বলেচেন।

মোক্ষদা। (এই কথোপকথনের মধ্যে মোক্ষদা ক্রমে অধিক হইতে অধিকতর উত্তেজিত হইতেছেন) থার্‌মোমিটার? পাঁচসিকের থার্‌মোমিটার! ও ডাক্তারের, আবার ভাল থার্‌মোমিটার জুটবে কোথা থেকে! ফিতে-বাঁধা জুতো পায়ে, উড়ুনি গায়ে—ও আবার

ডাক্তার! মোটার টোটার ওদিকে যাক একখানা জুড়িও নেই, শুন্‌লুম কিনা ট্যাং-টেং-এ একখানা কম্পার্স-গাড়ীতে এয়েছিল, ও আবার ডাক্তার! উঃ আমার স্বামী—যে স্বামীর পায়ে একটা জুতোর কড়া হ'লে আমি লোককে কারবঙ্কল্ হয়েছে ব'লে বেড়াই, সেই স্বামী কিনা আমার এই মাথাধরার মর্ম্ম বুঝ্‌লে না! একটা যা-তা ডাক্তার নিয়ে এল! ওঃ (পুনঃ সোফায় হেলান) উঃ গেলুম! যা প্রাণ উড়ে যা! বিহঙ্গিনীর মত উড়ে যা! আকাশের গায়—জোছানায় মিশে যা।—উঃ! উঃ!—উঃ নাইন্‌টিনাইন্!

লোকেন। আহা আহা! এস আমি বাতাস করি। (পাখা লইয়া মাথায় বাতাস করিতে করিতে) তুমি জান না চাল সাদা-সিদে বটে কিন্তু বিপিন-ডাক্তারের বেশ সুখ্যাতি আছে,—খুব প্র্যাক্‌টিস্।

মোক্ষদা। (বেগে উত্থিত হইয়া) কি? কি ডাক্তার বল্লে?

লোকেন। বিপিন বাবু।

মোক্ষদা। (অতি তীব্র ঘৃণা সহ) বিপিন! ঐ আকাশ-পিদ্দিমের মত লম্বা সুঁট্‌কো চেহারা ওর নাম বিপিন! কখনই না কখনই না—ঈশেন-ঈশেন—ওর নাম নিশ্চয়ই ঈশেন! প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্‌খানা দেখিয়ে সারদা জিজ্ঞেস কল্লে "দাম পড়্‌বে কত"? তা বল্লে কিনা,—"আনা দশেক"! ওকি কখন ভদ্রলোকের বাড়ী চিকিৎসা করেছে!

লোকেন। তা'যাক ওকথা যাক, শুনলে তো আমি গাড়ী নিয়ে রমেশ আর মোহিতকে পাঠিয়েছি, যেখান থেকে পারে ডি. মিত্তিরকে খুঁজে নিয়ে আসবে,—এল বলে অনেকক্ষণ গেছে।

মোক্ষদা। ডি. মিত্তির,—কি বিলেত ফেরৎ?

লোকেন। হ্যাঁ।

মোক্ষদা। এই দেখ-দেখি এইটে আগে ক'ল্লেই হ'ত, মিছি-মিছি ক'টা

টাকা ঐ বাঙ্গালীটে নিয়ে গেল। (লোকেনের গাত্রে হস্ত রাখিয়া) আমার মাথাটায় একটু আস্তে-আস্তে হাত বুলিয়ে দাও। (লোকেনের তথাকরণ)

(বিধুর প্রবেশ)

বিধু। বাবু কাছারী যাইবার বেলা হইয়াছে আহারের স্থান কি প্রস্তুত হইবে মা আজ অসুস্থ বোধ হয় সে সময় উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না বিছানার চাদর ও বালিশ রৌদ্রে দেওয়া হইয়াছে গিরিবালা-মা আহারের স্থান কচ্চেন কেনারি পক্ষীর পিঞ্জর এখন বারাণ্ডায় ডাক্তারসাহেব রোগী দেখিতে আসিয়াছেন মোহিতবাবু বল্লেন এখানে কি আনিবেন আপনারা যা' বলেন বলিয়া পাঠাই

লোকেন। এ্যা ডাক্তার মিটার এয়েছেন? যাও যাও তুমি শীগ্‌গির ওপরে আনতে বল।—(বিধুর প্রস্থান) (মোক্ষদার পুনরায় সোফায় হেলান দিয়া শয়ন, লোকেনের সোফা হইতে উত্থান) তোমার বিধুটী বেশ কলের পুতুলের মত হয়েছে, ফর্‌-ফর্‌ ক'রে ব'লে যায় যেন গ্রামোফোনটী; কমাও নেই, সেমিকোলনও নেই, ফুল্‌ষ্টপও নেই।

মোক্ষদা। ও যে আগে বিশ্রী বাঁকা বাঁকা সব কথা বল্‌তো! পড়াতে গেলুম তা দ্বিতীয়-ভাগ ওর কোন মতে হ'ল না, শেষ অনেক কষ্টে শুদ্ধ কথাগুলো শিখিয়েছি, লম্বা ব'লে চ'লে যায়,—তবু ভাল।

(ডাক্তার মিত্তির, রমেশ, সারদা, ঠাকুরদা ও মোহিতের প্রবেশ।)

লোকেন। ওঃ ডাক্তার মিটার, হা' ডু'ডু!—(করমর্দ্দন)

ডাঃ মিত্র। আপনি কেমন আছেন?

মোক্ষদা। (দীর্ঘ নিশ্বাসসহ স্বগত) হা হতোস্মি! বাংলা কথা কয় যে! তা'ও একেবারে সোজা, একি বিলেত ফেরৎ?

লোকেন। এই যে ঠাকুরদা এসেছেন ; মোক্ষদা দেখ ঠাকুরদা এসেছেন।

মোক্ষদা। বসুন, আমি আর বাঁচবো না ঠাকুরদা!

ঠাকুরদা। সেকি নাৎ-বউ এবার তোমার "মশারি-বচন-সুধা" টেক্সট্-বুক হবেই হবে, এমন সময় কি মরার কথা বলে!

লোকেন। (ডাক্তারের প্রতি) একবার দেখুন দিকিন মিসেস্ চক্রবর্ত্তীর ত' বড় অসুখ, বিপিন বাবু এসেছিলেন তিনি বোধ হয় কেশটা ভাল বুঝতে পারেননি তা'ই আপনাকে—

(সারদা কর্ত্তৃক সোফার নিকট চেয়ার স্থাপন ও তদুপরি ডাক্তার মিত্রের উপবেশন ।)

ডাঃ মিত্র—আপনার কি কষ্ট হচ্চে বলুন দেখি?

মোক্ষদা—ও মাই হেড্! মাই পুয়োর হেড্!

ডাঃ মিত্র—মাথা ব্যথা কচ্চে? ইনি বোধ হয় বড্ড বেশী পড়া-শুনা করেন?

লোকেন। (গর্ব্বিত অভিযোগের স্বরে) অত্যন্ত অত্যন্ত! বল্লে শোনেন না, এই দেখুন না ব'য়ের রাশি! বিশেষ পোয়েট্রী হচ্চে ওঁর পার্টিকিউলার ফ্যান্সী। The best lines of Byron, Shelly, Keats, Tennyson, she has almost got by heart.

ডাঃ মিত্র। তা'ইতে হয়েচে আর কি, অধিক পরিশ্রমে মাথাটা গরম হয়েচে।

মোক্ষদা। আর বুকটা কেমন ধড় ফড় করে!

লোকেন। পেল্‌পিটেসন্ নাকি! (মোক্ষদা কর্ত্তৃক যাতনার সৌন্দর্য্য অভিনয়) দেখুন দিকি একবার ষ্টেথিস্‌কোপটা দিয়ে।

মোহিত। আহা কি বৈচিত্র্য!

মোক্ষদা—(স্বগত) একি হ্যাট-ট্যাট আছে কিন্তু পায়ে ষ্টকিং নেই, একি বিলেত ফেরৎ!

ডাঃ মিত্র—(হস্তে নাড়ী পরীক্ষা করিয়া) না, তা' দেখতে হবে না, বোধ হয় উইক্ হয়েচেন বলে ওরকম হয়, দিনকতক রেষ্ট নিলেই বেশী সেরে উঠবেন। এই বই টই গুলো বরং ওঁর কাছে থেকে সরিয়েই ফেলবেন।

লোকেন। বই সরালেই বা কি হবে? ব্রেণ ত ওয়ার্ক কর্ত্তেই থাকবে; উনি যে নিজেই একজন অতি সুকবি।

মোহিত। (একান্তে) আহা! আইডল্ ওয়াইফ্! আইডল্ ওয়াইফ্! কল্পনাময়ী!

ডাঃ মিত্র। (মোক্ষদার প্রতি) দেখুন দিনকতক আপনি ওসব দিকে চিন্তা করবেন না।

মোক্ষদা। যা বলেন,—চেষ্টা করে দেখবো;—

At some dear idle time,
Not plagued with headache or the want of rhyme.

মোহিত। (একান্তে) বিদুষী! বিদুষী! এ মনোমোহিনী বিদুষীর স্বামী কি ভাগ্যবান বিদুষক!

ডাঃ মিত্র। একটু গোলাপ-টোলাপ মাথায় দেবেন আর আজ ভাতটা খেয়ে কাজ নেই।

সারদা। একটা সপোর্ট ত কিছু দিতে হবে, নইলে ত' ভারি কাহিল হ'য়ে পড়বেন! কাল রাত্রে শুদ্ধ একটু ওটমিল-পরিজ খেয়েছিলেন, সুপ্ কি অমনি কিছু একটা দেওয়া যায় না?

ডাঃ মিত্র। ইচ্ছে করেন খেতে পারেন, তবে আমি চল্লেম। (উত্থান।)

রমেশ। সে কি ওষুধ দেবেন না?

সারদা। প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্ ?

মোহিত। ডাক্তার সাহেব ভাল ক'রে অষুধ দিন, বেশী ক'রে অষুধ দিন! দেখে বুঝলেন ত', রত্ন!——ভারতের গরীয়সী রত্ন ওই সোফায় হেলায়িতা!

ডাঃ মিত্র। তা' দিন কাগজ দিন, একটা প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্ ক'রে দি'।

(সারদার কাগজ-কলম প্রদান।)

রমেশ। খাবারও দেবেন, ওই বুকের বেদনা বল্লেন তা'র জন্য একটা মালিসও দেবেন, মাথারও যা' হয় একটা কুলিং লোসন-টোসন দেবেন।

ঠাকুরদা। তা'হ'লে কাগজখানা যে বড় ছোট দিয়েছ রমেশ, পূরো এক তা শ্রীরামপুরে না হ'লে ত' অত অষুধের নাম কুলোবে না।

রমেশ। একটু বেলেডোনা দিলেন না ? মাথাটার উপকার হয়।

মোহিত। ডাক্তার চন্দ্রা শুনেছি কেক্‌টিনাটা খুব ব্যবহার কর্ত্তেন, তা'তে বুকের ব্যথাটা অনেক নরম হ'তে পারে।

মোক্ষদা। ওঃ উহু-উহু!—এই বাঁ-পাশটা———

সারদা। ঐ দেখুন মশাই, তা'হ'লে একখানা ব্লিষ্টার দিন।

মোহিত। আহা না না দাগ হবে! জ্বালা করবে!

মোক্ষদা। মোহিতবাবু ভেরি কাইণ্ড্—থ্যাঙ্কস্!

সারদা। এসোরিন্ দিলে একটু চোখের উপকারও হ'তে পারে—শর্ট-সাইটেড্ তো আছেন।

মোহিত। ফস্‌ফেট্ অব্ সোডা দিন, হাত-পা জ্বলাটা কম্‌বে।

রমেশ। একটু ষ্ট্রিক্‌নিয়া দিন না নার্ভের অনেকটা উপকার হবে।

ঠাকুরদা। বলি ডাক্তার মশাই এঁরা তো বিবিধ অষুধ বলছেন আপনিও লিখে যাচ্ছেন, আমি-মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ একটা কথা জিজ্ঞাসা করি,

বলি রুগীর পেট্টা কি পোষ্ট-আফিস ? যত চিঠি এক বাক্সে ফেল্লে, তারপর ঢাকার খানা ঢাকায় গেল, রেঙ্গুনের খানা রেঙ্গুনে গেল, কাশ্মীরের খানা কাশ্মীরে গেল ; তেমনি মাথার অষুধটা মাথায় যাবে, পায়েরটা পায়ে আসবে ? আর লোকেন ! এতগুলো ডাক্তার ওসাংহোসি, গুডিভ্ চক্করবর্ত্তী তোমার ঘরে থাকতে তুমি এই মিত্তির মশাইকে কেন খামকা কষ্টটা দিলে বল দিকি ?

রমেশ। (সহাস্যে) ঠাকুরদা প্রিণ্টিংপ্রেস পৃথিবীর সব অন্ধকার সরিয়ে ফেলছে, আমরাও ছেলেবেলায় একটা কম্পাউণ্ডার দেখে মনে কত্তেম যে ওর ভেতর কতরকম লুকোনো বিদ্যেই না ভরা আছে, কিন্তু এখন মেডিক্যাল-মিষ্ট্রি ইজ্ অন্‌ভেল্‌ড্, মেয়েরাও এখন ডাক্তারীর ল্যাটিন নাম সব শিখে ফেলেছে।

ঠাকুরদা। দিন মিত্তির-মশাই আপনাদের অন্ন বুঝি উঠলো।

ডাঃ মিত্র। আজ্ঞে বোধ হয় তা' নয়, বরং সাধারণে ওসব শিখে আমাদের একটু উপকার হচ্ছে ; এখন আমরা যদি বলি কলিক্ তা'হ'লে আজকালকার রুগীর আপনার-লোকে সেটা এ্যাপেন্‌-ডিসাইটিস্ না বলিয়ে আমাদের আর ছাড়ে না ; এসব বিদ্যে-বিস্তার না হ'লে কি আমরা আজ মোটর চড়তে পাত্তুম, সেই সাতকড়ি দুর্গোচরণের মত ঝড়ঝড়ে ছক্কড়েই কাজ সারতে হতো।

ঠাকুরদা। ঠিক ঠিক ; মোদ্দৎ আপনার যে রকম মুখ-আলগা দেখছি তা'তে আপনার ভাগ্যে মোটর নেই নিশ্চয়ই।

মোক্ষদা—উঃ—ঠাকুরদা !

ঠাকুরদা। কেন নাৎ-বউ ?

মোক্ষদা। আমি আ-আ আর বাঁচবো না !

লোকেন। ঐ দেখুন ডাক্তার, কি হবে !

মোহিত। (সকরুণ উৎসাহে)

লুকায়ে চোরের প্রায়, নিশীথে ঝরিয়ে হায়,
নলিনী মলিনী কেন করিস শিশির !
ভূমিগতা পদ্মলতা, কেন তা'রে দিলি ব্যথা,
কি লাভ হইল ইথে তোমার পিসির ?

ঠাকুরদা। শোন নাৎ-বউ শোন, মোহিত বাবুর এ কবিতাটা তোমার সাত শিশি ফিবার-মিক্‌শ্চারের কাজ কর্ব্বে।

ডাঃ মিত্র। (স্বগত) সর্‌তে পারলে বাঁচি যে। (প্রকাশ্যে) আপনারা ভাববেন না একটু ঘুমুতে দিন তা'হ'লেই সেরে যাবেন অষুধও খেতে হবে না ; কোন ভয় নেই কিছু ভাববেন না। (প্রস্থান।

লোকেন। যাও যাও সারদা শীগ্‌গির যাও, এই চাবীটা নাও আমার হাত-বাক্স খুলে ষোলটা টাকা ডাক্তারকে দাওগে।

মোক্ষদা। না না না ষোল টাকা নয়, পায়ে ষ্টকিং নেই তা'র জন্যে ছ' টাকা কেটে নিয়ে দশটা টাকা দিও। (সারদার চাবী লইয়া প্রাস্থান)।

ঠাকুরদা। হাঃ তোর আঁটকুড়ীর বেটা ডাক্তার ! ছ'গণ্ডা পয়সার হাফ্‌ ষ্টকিংএর জন্যে ছ' ছ'টা টাকা লোকসান কল্লি ?

লোকেন। পা জ্বালা করে বলে ষ্টকিং পরেন না।

মোক্ষদা। তুমি যেমন বোকা বোঝ না, ও অনেক ডাক্তার এখন রেঙ্গুন থেকে ঘুরে এসে বলে বিলেত গিয়েছিলেম, ও-ও তাই।

লোকেন। না না বিলেতে প্রায় ন'বৎসর ছিলেন, সেখানে প্রাক্‌টিস্‌ পর্য্যন্ত করেছিলেন। রমেশ, পালচৌধুরীদের কেশ্‌টা আজ প্রথমেই উঠবে, তুমি কাগজ-পত্র নিয়ে চট্‌ করে বেরিয়ে পড়।

রমেশ। যে আজ্ঞে।

লোকেন। দেখ মোক্ষদা তুমি যদি বল ভাল থাকবে, ভাল থাকবার চেষ্টা কর্ব্বে তা'হ'লে আমি একবার কাছারিটা ঘুরে আসি ; পাল চৌধুরীদের কেশ্‌টা পাট্‌-হার্ড্‌ হ'য়ে রয়েচে, অনেক টাকার কেশ—

মোক্ষদা। তা' যাবে বৈকি—কাজ——

লোকেন। আমি যত শীগ্‌গির পারি ফির্‌বো, আর মোহিত তুমি ভাই খেয়ে দেয়ে এয়েছ ত' আমি যতক্ষণ না ফিরি এঁর কাছে একটু থাকবে ?

মোক্ষদা। মোহিতবাবুর নতুন বই ছাপা হচ্চে উনি এখানে থাকবেন কি ক'রে, ছাপাখানায় যেতে হবে না ?

লোকেন। মোহিতবাবু কি বল ?

মোহিত। আপনি থাকবেন না, কবিতাময়ীর এই অবস্থা দেখে কেমন ক'রে অন্যত্র যাই। আমি কবি-সম্রাট না-হ'লেও না-হ'তে পারি, কিন্তু নিদেন একজন কবি-নবাব বা কবি-নিজামও কি নই ? অনুগ্রহ ক'রে আপনার একটা লোক দিতে হবে আমার কাছে এই প্রুফগুলো আছে ছাপাখানায় দিয়ে আসবে।

লোকেন। ছাপাখানাটা কোথা আমায় ব'লে দিন আমি পাঠিয়ে দিচ্চি।

মোহিত। চলুন আমিই আপনার সঙ্গে যাচ্চি, লোকটিকে গোটা-কতক কথা বুঝিয়ে ব'লে দেব।

লোকেন। আসুন। তবে মোক্ষদা আমি চট্‌ ক'রে দুটি খেয়ে নিয়ে বেরুই। (কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক) দেখ মোক্ষদা আমার অনুরোধ—ভাল থেক, ভাল থাকবার চেষ্টা ক'রো ; আমার দেরী হবে না যত শীগ্‌গির পারি ফিরে আসবো। এই যে মোহিত বাবু আসুন।

(উভয়ের প্রস্থান)।

ঠাকুরদা। তবে আমিও এখন আসি ভাই নাৎ-বউ।

মোক্ষদা। ঠাকুরদা তুমি আমায় একটু-ও ভালবাস না।

ঠাকুরদা। (ঈষৎহাস্যে) কি আশায় ভালবাসবো বোন? অয়ি পঁচিশি,:আমি যে তিন-পঁচিশং পঁচাত্তর।

মোক্ষদা। যাও, আমি সেই ভালবাসা ব'লছি বুঝি।

ঠাকুরদা। তা না হ'লে তোমায় আমি বড্ড ভালবাসি; আমার সেই সে-কালের কালচুলের মত ভালবাসি, কড়াইভাজা আকের টকলির মত ভালবাসি, নিধুর মধুর টপ্পার মত ভালবাসি, এক কথায় আমার সেই হারাণো যৌবনের মত ভালবাসি! এখন আসি তবে।

(প্রস্থান)

(জনৈক ভৃত্যের একখানি ট্রেতে সজ্জিত করিয়া নানাবিধ ঔষধের শিশি কৌটা পিচকারী স্প্রে প্রভৃতি দ্রব্যাদি লইয়া প্রবেশ)।

মোক্ষদা। অষুধ এনেছিস্?

ভৃত্য। হঃ—

মোক্ষদা। কত অষুধ রে?

ভৃত্য। হঃ—

মোক্ষদা। যা ঐ পাশের টেবিলের ওপরে রেখে যা।

ভৃত্য। হঃ—(তথাকরণ)

মোক্ষদা। দাঁড়িয়ে রয়েছিস কেন?

ভৃত্য। হঃ—

মোক্ষদা। যা এখান্ থেকে।

ভৃত্য। হঃ।

(প্রস্থান)

মোক্ষদা। বাবুর একটা ভুল যে কবিতার বিষয় ভাবি বলেই আমার অসুখ করে, কিন্তু আমি জানি আমার জীবনে যা' কিছু সুখ যা' কিছু আরাম তা' ঐ কবিতা-কুমারীর সঙ্গে নিরালা খেলা ক'রেই—

গীত।

কবিতা-কুমারী এস ধীরি ধীরি
　　আমার কুঞ্জ-কুটীর মাঝে।
সাজাব তোমারে ছন্দ-গন্ধ হারে
　　কাকলি-কূজিতা কথার সাজে॥
　পাষাণ-প্রতিমা ভাস্করের করে,
　বহ্নি বায়ু জল তা'রো আয়ু হরে,
তুমি কর অবিনাশী নর-যশোরাশি মহতের কাজে॥
　শোকাকুলে তুলে তুমি গো হাসাও,
　চঞ্চল চপলে কাঁদায়ে ভাসাও,
বিবাহ-বরণে তোমার চরণে মৃদুল মঞ্জীর বাজে :—
তুমি ফুটাও লো বোল লুটিয়ে বধূর মধুর লাজে॥

(মোহিতের পুনঃ প্রবেশ।)

মোহিত। যাক কাগজগুলো পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে এলেম।

মোক্ষদা—এই যে মোহিত বাবু বসুন না, কি ভাবচেন ? বসুন না ?

[মোহিতের উপবেশন]

মোহিত—ভাবছি লোকেনবাবু কি সুখী ! আপনাকে ভালবেসে কি স্বর্গীয় সুখে সুখী ?

মোক্ষদা—ভালবাসলে সুখ, না ভালবাসা পেলে সুখ ?

মোহিত। আমি ত জানি ভালবাসাতেই সুখ, আপনাকে—না না যা'রে দেখে প্রাণ পাগল হয়, যা'র পদ-শব্দে হৃদয়স্পন্দিত হয়, যা'র অঙ্গের সৌরভ মাত্র আমার সংজ্ঞা লোপ করে, তাঁ'কে ভালবাসলেই সুখ! নইলে, "দিলে নিলে বদল পেলে ফুরিয়ে গেল প্রেম-পিপাসা।"

মোক্ষদা। আপনি বলেছিলেন না যে অতি অল্প বয়সেই বাপ-মা আপনার বিবাহ দিয়েছিলেন, সেই বিবাহ-রাত্রি বই আর স্ত্রীকে কখন দেখেন নি, তা'রপর সেই বালিকার অকালে মৃত্যু হ'য়েছে, তা'হ'লে আপনি ভালবাসার মর্ম্ম এত বুঝলেন কেমন ক'রে?

মোহিত। কালিদাস-লাঞ্ছিনি! কবি হ'য়ে আপনি কবির প্রাণের ভাব বুঝ্‌চেন না! Poets are burn, কবি প্রেমের আগুনে পুড়তে-পুড়তে জন্মায়।

মোক্ষদা। ঠিক বলেছেন, যে ভালবেসে কাঁদেনি সে কবিতা লিখতে পারে না;—

Never durst poet touch a pen to write,
Until his pen were tempered with sighs.

মোহিত। ভাল না বাস্‌লে কি কবিতা লিখ্‌তে পারতুম, ভালবেসেছি, কেঁদেছি কাঁদ্‌ছি! তবে সে ভালবাসা কেউ জানবে না শুনবে না দেখবে না, সঙ্গে সঙ্গে চিতার আগুনে পুড়ে যাবে!

(বিত্রস্ত ভাবে ঠোঁঙ্গা হস্তে আহ্লাদীর প্রবেশ।)

আহ্লাদী। কে কইছে চিত্যার আগুন গা? আজ মা তোমার আহ্লাদী ইতক্ষণ চিত্যার আগুনে পুড়তক্।

মোক্ষদা। কেন গা কি হয়েছে?

আহ্লাদী। কি কইব মা, একি আর কইবার কুথা, তোমায় ঠাণ্ডি লাগছে গিরিমা তা'ই আমায় দকান থেঁ গরম-গরম ঝিলোপী লিয়ে আসতি

রোল্‌লেক্, হুটা পুটি করে তাড়াতাড়ি মোড়ের ব্যাঁক থে ঝিলোপী লিয়ে আস্‌তেছিক্ ওমা কুতা থে এক মড়া পাকচিড়া না আমার হাত্‌কে ঠোঙা দেখে হু—উ—উ— ই আগাশ থে পাকমেরে পাক-মেরে পাকমেরে ই—ই—ই—না এস্যে ঝপাৎ করে না হাতের ওপর প'ড়ে এক ছোঁ, আমি তো হুস্নুকে পেলিয়ে যেতে গেনু. ওমা এক মড়া বাবু ভঁপপ্ ভঁপপ্ ভঁপপ্ কত্তি কত্তি হুড়-মুড় করে না তা'র মটর গাড়ী ইক্কেবারে আমার ঘাড়ে——

মোক্ষদা। (সচকিতে) ওমা সে কি তুই মোটর চাপা পড়েছিলি ?

আহ্লাদী। হিঃ—গো হিঃ; চাপ্পা ব'লে চাপ্পা; ত্যাখন মুই না সে গাড়ীর উপরকে দাড়ীমুকো মিন্সে বসেক্ ছিলো তা'র মুয়ের উপর যা মুয়ে এল তাই বন্নু, বন্নু ভাই-খাগীর-ভাই চখ্যের মাথ্থা কি খাইচুস্ ? ঠিক দুপ্পুরবেলা বাবুর ঘড়ীতে এখনো তিনটে বাজেক্‌নি আর মিন্সে তুই কপ্পালের উপ্পর জড়া-জড়া ড্যাবরা চখ্থাকৃতি ভাল-মানষির মেয়েরে তোর ঐ ভুতুড়ে গাড়ী চাপ্পা দিয়ে অপঘাতি করাবি ? দে মিন্‌ষে দে আমার ঝিলোপীর পুয়সা দে :—মিন্সে দিতি আলোগো, এট্টা সুঁকি নিয়ে মোরে বলে নে বাছা নে, মুই বন্নু তোর পরমাই বাড়ুক্ তোমার সুকি আচল খানায় গাঁট দিয়ে রাখ, মোদের বাবুর চার চারটে ঘড়া, তিন-তিন খান গাড়ী, একখান তা'র চিতেন্, তোমার সুকি আমি নিব কেনে বাছা ? ই দ্যাখ মা দ্যাখ পাকচিড়াটা ইমন আচ্‌চুড়ে দিছ্যে প'টাক মাস্ হাতেথে খাবুলে নিছে।

মোক্ষদা। আহা হা ! বড় লেগেছে বাছা !

আহ্লাদী। হিঃ গো মাউৎ বাবু, তুমি কিমন ভালমান্‌ষিয় বিট্টা গা ? মা এত আহা করতিক্‌ছে আর তোমার মুয়ে কি এট্টা রা নেই ! বুড়ো হাবড়ার দুষকু শুন্‌লি মুয়েথে ছড়া বা'র হবেক ক্যানে ?

(কাছারীর পোষাকে ব্যস্তভাবে রমেশের প্রবেশ)

রমেশ। এই যে আপনি একটু ভাল আছেন দেখছি, ইনিও আসছেন; মকর্দ্দমা আমরা জিতিছি, হেড ক্লার্কএর ঘরে কি একটু কাজ আছে সেইটে সেরেই আসবেন, গাড়ী জুংতে হুকুম দিয়েছেন আমি শুনে এইছি।

মোক্ষদা। (অল্পক্ষীণস্বরে) হ্যাঁ এখন একটু ভাল আছি।

আহ্লাদী। তা' মা মুই নিচোয় চন্নু, বিলোপীগুলা কি করবো? রাস্তাথে কুড়িয়ে নিন্নু।

মোক্ষদা। ও আর কি হবে কাকাতুয়া-টুয়াকে খাইয়ে দাও গে।

(আহ্লাদীর প্রস্থান)

রমেশ। এক সঙ্গেই আসতুম, তবে বাবু অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়েছেন তাই আমায় তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিলেন, বল্লেন তুমি যাও ঐ রাধিকা বাবুর সঙ্গে মোটরেই যাও— এই আপনার কাছে হয়তো কেউ নেই।

মোক্ষদা। কেন মোহিত বাবু সেই অবধি রয়েছেন।

রমেশ। মোহিত বাবু কাজ ফেলে এতক্ষণ থাকবেন লোকেনবাবু বোধ হয় এটা আশা করেন নি। আঃ আজকে বাবু আমাদের কেশ যা আরগিউ করেছেন তা' কোন ব্যারিষ্টার সে রকম পারে কি না সন্দেহ, ওপক্ষের সাক্ষীদের জবানবন্দী একেবারে যেন চিরে চিরে মিথ্যা আর ইর্‌রেলেভ্যাণ্ট প্রুভ করিয়ে দিয়েছেন, আর সে বক্তৃতার জোরই-বা কি, কোর্ট শুদ্ধ অবাক্! জজ সাহেবও বাবুকে খুব থ্যাঙ্ক্ দিয়েছেন।

মোক্ষদা। হুঁ হুঁ এখন কি বল রমেশ বাবু, আস্কির স্পিচ্ কে ওঁকে মুখস্ত কত্তে ব'লতো?

রমেশ। কেন আপনি, সে কি আর আমি জানিনি।

মোক্ষদা। আর Hardick's Art of Winning Cases ?

রমেশ। সে ত' আপনি নিজেই ক্যাম্ব্রের বাড়ী থেকে কিনে এনে দেন।

মোহিত। (স্বগত) উঃ! উঃ! স্পিচ্ দেওয়াটাও অভ্যাস কর্ত্তে হবে; বাংলায় লেক্চার দিতে কেন পার্ব্বো না ?

রমেশ। মোহিতবাবু কি ভাব্ছেন ?

মোহিত। না, আপনার মুখে লোকেনবাবুর সুখ্যাতি শুনে বড় সন্তুষ্ট হচ্ছি, তবে আমার মনে হয় উকীলের ব্যবসাটা বড় নীরস।

রমেশ। ভুল ভুল, অতি সরস যদি একবার পশারটা জমে।

(নেপথ্যে নীচে লোকজনের উৎকণ্ঠাযুক্ত বচন-বিশৃঙ্খলা ও পদশব্দাদি)

মোক্ষদা। (সচকিতে) একি! কি হয়েছে নীচেয় ?

রমেশ। তাইতো দেখি।

(রমেশের প্রস্থান।)

মোহিত। বড় অন্যায়, আপনার এই অসুখ এসময়ে নীচে গোলমাল ক'রে আপনাকে উত্তেজিত করা বড় অন্যায়।

(বিধুর প্রবেশ)

বিধু। মা বাবু কাছারী হইতে অসুস্থ হইয়া বাড়ী ফিরিয়াছেন ভৃত্যেরা ধরাধরি করিয়া গাড়ী হইতে নামাইয়াছে ঘর্ম্ম হইতেছে কম্প হইতেছে কষ্টে কথা কহিতেছেন আপনি অধিক শঙ্কিত হইবেন না আপনাকে প্রস্তুত করিবার জন্য আমাকে সরকার-মশায় পাঠাইয়া দিলেন আমিও বলি ব্যস্ত হইবেন না আপনি নিশ্চিন্তে নিদ্রা যান

(প্রস্থান।)

মোক্ষদা। (উৎকণ্ঠিতভাবে) তা'ই ত' ! ও মোহিতবাবু বাবুর আবার কি হ'ল ?

মোহিত। আহা আপনি একে লঘুকায়া, তা'তে ক্ষীণা এমন সময় লোকেনবাবু কি জন্য আবার একটা অসুখের ল্যাঠা কল্লেন !

(ইজি-চেয়ারে শায়িত লোকেনবাবুকে লইয়া সারদা, রমেশ, ঠাকুরদা ও ভৃত্যগণের প্রবেশ)

লোকেন। (কষ্টোক্তিতে) কে—মন আ—ছ মো—ক্ষ—দা, তুমি কে—মন আ—ছ—এখন ?

মোক্ষদা। আমি একটু ভাল আছি, তোমার আবার কি হ'ল ?

সারদা। রাখুন এইখানে (চেয়ার স্থাপন)

ঠাকুরদা। চাপকানটা একজন খুলে নাও, হ্যাঁ—আর একজন বাতাস দাও।

(সারদা, রমেশ প্রভৃতির তথা করণ)

লোকেন। না আমার—এ—কিছু—নয়—এখুনি—সেরে—যাবে। আজ পরিশ্রমটা বড্ড হয়েছিল বোধ হয়, আর তোমাকে—অমন—অবস্থায় ফেলে—গেছি, মাথা-টা কেমন—ঘুরে উঠেছিল, তার—পর বড় কিছু মনে—নেই,—ওরা বুঝি—ধরা-ধরি করে—গাড়ীতে—তুলে দিয়েছিল,—যদুবাবু সঙ্গে এয়েছেন না ?

সারদা। হ্যাঁ, তিনি ঐ গাড়ী নিয়েই বিপিনবাবুকে আন্তে গেছেন।

মোক্ষদা। (উত্তেজিতা) বিপিন ! কে সেই ঈশেন ? ঈশেন-কে! না না সে-না, সে-না যাদুধন-ডাক্তারকে আন্তে পাঠাও, ডাক্তার পাকড়াশিকে, ব্রাউন্ সাহেবকে ! ব্যানার্জ্জী সাহেবকে কেউ-একজন ডেকে নিয়ে এস, গোবিন্দ সেন ক'বরেজকে খবর দাও ! উঃ উঃ ! আমার স্বামী—আমার স্বামী পীড়িত। আমি ভাল করে চিকিৎসা

করাবো! খরচ করে চিকিৎসা করাবো! ঘটা করে চিকিৎসা করাবো! চিকিৎসা করানো কা'কে বলে আজ জগৎকে দেখাবো! উঃ আমার প্রিয়তম! আমার লোকেন!—ছেড়ে দাও আমাকে, আমার স্থান এখন আমার স্বামীর পাশে;—

I will attend my husband be his nurse,
Diet his sickness for it is my office.

(মূর্চ্ছিতাপ্রায়ভাবে সোফায় পতন।)

মোহিত। (একান্তে) ওরে আমার ওলাউঠো হ'! ওরে আমার ওলা-উঠো হ'! একবার আমি এই সুন্দরীর সুধামাখা সহানুভূতি পাই!

সারদা ও রমেশ। একি হ'লো! একি হলো! (লোকেনকে ছাড়িয়া ঠাকুরদা ব্যতীত সকলেই মোক্ষদার শুশ্রূষায় নিযুক্ত।)

মোহিত। বরফ! বরফ!

রমেশ। স্মেলিং সল্ট! স্মেলিং সল্ট!

সারদা। ভিনিগার! ভিনিগার!

মোহিত। বরফ! বরফ!

লোকেন। এঁ্যা একি মোক্ষদা কি মূর্চ্ছা গেল! (উঠিতে গিয়া সোফা হইতে ভূমে পতন ও ঠাকুরদা কর্তৃক জানুপরি তাঁহার মস্তক লইয়া শুশ্রূষা।)

লোকেন। আঃ কে—ও?

ঠাকুরদা। ভয় কি দাদা আমি আছি; ম্যাকেসারঅয়েলের গণ্ডির ভেতর তো আর আমার স্থান নেই; আপনার ভাবনা ভাব দাদা আপনার ভাবনা ভাব, ওঁকে দেখবার লোকের অভাব নেই।

চতুর্থ দৃশ্য।

রাজ-পথ।

অট্টালিকা শ্রেণীর এক পার্শ্বে একটি শীতলা দেবীর মন্দির-গৃহ। স্ত্রী ও পুরুষ পথিকগণের দেবী-গৃহের সম্মুখে প্রণাম পূর্ব্বক নিজ নিজ গম্য-পথে গমন।

(নিতাই ও দীনবেশে সেবকরামের প্রবেশ।)

নিতাই। দাট্ ইজ্ দি বুঝ্‌তে কি আর বাকি আছে! ভদ্র সন্তান তা' বুঝিছি, নইলে যাদের ইজ্ দি আমরা ছোটলোক বলি তা'রা ম্যালেরিয়া ইজ্ দির হাতে না প'ড়্‌লে আর অমন ব্যাড সারকমস্‌ট্যান্‌সেস্ ইজ্ দি হয় না,—কেরোসিন তেল বেচে, না হয় মোট বয়, নিদেন ইজ্ দি ঘুগুনী দানা।

সেবক। তা'কি কর্ব্বো বলুন? এর ওপর মা আবার জোর ক'রে বিবাহ দিয়ে গেছেন, দুটী সন্তানও হয়েছে।

নিতাই। সন্তান ইজ্ দি হয়েছে? তবে আর ভাবনা কি? এই ক'টা দিন ইজ্ দি চোখ কাণ সট্ ক'রে কাটিয়ে দাও, তা'র পর যেমন পটল ইজ্ দি উৎপাটন, ছেলে ইজ্ দি পিণ্ডিদান! চাল, কলা, তিল, দই, গুড়—চমৎকার ইজ্ দি পিণ্ডি, রাইস পুডিং! বাবাজি বিশেষ লেখা পড়াতো শেখনি পরিচয় দিচ্ছো, তা' একটা ভদ্দরলোকের মেয়ের ইজ্ দি গলায় যে দড়ি দিয়েছিলে এটা কা'র ভরসায়?

সেবক। আজ্ঞে আমার মামাতো-ভগ্নীপতির তখন চাকরী ছেল, হাবড়ায় রেল-অফিসে চল্লিশ টাকা করে মাইনে পেত।

নিতাই। আমি ইজ্ দি তবু কাকা জ্যাটা-ট্যাটা মনে করেছিলুম, তা নয়

একেবারে মা-মা-তো ইজ্‌ দি ভগ্নী-পোৎ ; বাবা কথাটা কোঁৎ করে গিলে ফেলতে পারলে না ? কেমন করে ইজ্‌ দি মুখ থেকে সড়াৎ করে বলে ফেল্লে ! ইউ ইজ্‌ দি বাবা—জোড়া নেই জোড়া নেই !

সেবক। সে যা হবার হয়েছে ম'শায় এখন একটী সদনুষ্ঠান করিছি।

নিতাই। মামাতো-ভগ্নীপোতের ওপর-ও সদনুষ্ঠান! হোয়াট্‌ ইজ্‌ দি ? কারুর সঙ্গে ভগ্নীপোৎ ইজ্‌ দি পাতাবে ঠিক কচ্ছ নাকি ?

সেবক। আজ্ঞে না, শালুকে থেকে একটু তফাতে কোণায় একটি অতিথিশালা খুলবো মনে কচ্ছি।

নিতাই। (অতি বিস্ময়ে ঘুরিয়া সেবকের সহিত মুখামুখি হইয়া দাঁড়াইয়া) তুমি কি ? আই আস্ক ইউ ইজ্‌ দি হোয়াট্‌ ইউ ইজ্‌ দি ? এবার ভগ্নীপোত নয় শালা ! টোডে ইটিং বো-ষ্ট্রীং "অস্থ ভক্ষ্য ধনু-গুর্ণ," আর অতিথিশালা খুলবে ? ও বুঝিছি ইজ্‌ দি বুঝিছি ; চাঁদা চাঁদা কেমন ইজ্‌ দি ? (সহাস্যে) তা দেখ আমরাও ইজ্‌ দি তাই, তবে তুমি প্রায় তৈলঙ্গস্বামীর ইজ্‌ দি কাছা-কাছি এয়েছ, আমরা এখনও কাপড়টা-আসটা পরতে পাই, বুঝলে ইজ্‌ দি ; গো ইজ্‌ দি গো ইজ্‌ দি সরে পড়, কাকের মাংস ইজ্‌ দি কাকে খায় না, তবে তুমি ইজ্‌ দি আপনাকে শকুনি বলতে পার ; গো ইজ্‌ দি গো ইজ্‌ দি, বড়বাজারে ইজ্‌ দি চেষ্টা কর বাঙ্গালী-পাড়ায় নয়।

সেবক। ম'শায় সোণার ভারত আজ নিরন্ন এখানে অতিথিশালার বিশেষ প্রয়োজন।

নিতাই। আলিপুরে গবর্ণমেণ্ট ইজ্‌ দি হ্যাভ, সেখানে মস্ত অতিথিশালা।

সেবক। কি আর বলবো ম'শায়—চল্লুম।

(প্রস্থান।)

নিতাই। এঁ্যা এতেও ইজ্‌ দি বলে কিনা বাঙ্গালীর ইন্‌ভেণ্টিভ ইজ্‌ দি

জিনিয়াস্ নেই, বেলি ইজ্ দি মাদার অফ ইন্‌ভেন্‌সন্, পেট কাঁদলে রেলওয়ে ত' রেলওয়ে কত বড় বড় ইজ্ দি ইন্‌ভেন্‌সন্ মাথায় আসে; এই দেখনা ছোকরা ভগ্নীপোত-টোত ইজ্ দি ফেল হয়ে শেষ পেটের দায়ে ইজ্ দি সদাব্রত খোলবার বন্দোবস্ত ইজ্ দি কচ্ছে। (একটি পথিককে লক্ষ্য করিয়া) হ্যাঁ হে বাপু, তোমরা যে ঐ ঘরটার কাছে সব প্রণাম করে-করে যাচ্ছ, ওখানে ছ ইজ্ দি? কে এয়েছে, কোন বড় লোক ইজ্ দি কি?

পথিক। আজ্ঞে না, আপনি জানেন না? ওখানে যে মা আছেন।

নিতাই। মা ইজ্ দি। ঠাকুর?—পুতুল?

পথিক। (প্রণাম করিয়া) সর্ব্বনাশ আপনি বলেন কি! ওখানে যে জাগ্রত মা—মা শীতলা! (প্রণাম ও গন্তব্য পথে গমন।)

নিতাই। (সভয়ে) বেগ্ ইওর পার্ডন ইজ্ দি মা! (দেব-গৃহাভিমুখে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া) মা পেটের দায়ে! মা পেটের দায়ে! ও ছোকরাকেই বা বলছিলুম কি, ও তো মাত্র আত্মমর্য্যাদা খুইয়েছে, আমি তো মা ইজ্ দি অধঃপাতে গেছি—বাপ পিতামোর ধর্ম্ম ইজ্ দি ছেড়ে দিইছি! কিন্তু হে বাবা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর! তোমরা ইজ্ দি অন্তর্যামী আমার মনেরও ইজ্ দি খবর জান পেটেরও ইজ্ দি খবর জান আর ভুগ্‌গমণির ইজ্ দি যে ঝ্যাঁটা তা'র খবর তো পাড়াপড়শী ইজ্ দি সবাই জানে; কিন্তু বাবা তোমরা ইজ্ দি নাচার জেনে ক্ষেমা-ঘেন্না ইজ্ দি করবে, মনকে সেই আশ্বাসটা দিয়ে রেখেছিলুম, কিন্তু মা শীতলা ইজ্ দি—ও নো পাউডার ইজ্ দি গিভ্—ফাঁকি দেবার যো নেই। (দেব-গৃহের সম্মুখে গিয়া ও চতুর্দ্দিক অবলোকন করতঃ) মা! দেখো মা যেন চেনা-লোক কেউ না এসে পড়ে,—মা মন দেখ মা মন দেখ! দেখ

ইজ্ দি মা! তোমাকে ইজ্ দি আমি ভয়ঙ্কর ভয় করি। "সুরঙ্গিণী" আপিষ থেকে ইজ্ দি মাইনে পেলে লুকিয়ে তোমায় ইজ্ দি একটা মস্ত পাঁটা দিয়ে যাব; আবাগের ব্যাটারা যে মা ঠাকুর-দেবতা ইজ্ দি মানি বল্লে চাকরী দিত না, তাই ইজ্ দি তো এই ঝকমারি! আর মা তোমরা ইজ্ দি আপনা-আপনি নিন্দে শুনতে ভালবাস কি না জানিনি, তা' ইজ্ দি ডোন্ট্ নো, কিন্তু মাদার সরস্বতী ইজ্ দি আমার সঙ্গে ভদ্দরলোকের মতন ব্যবহার ইজ্ দি করেননি, ছেলেবেলায় জলপানির পয়সা ইজ্ দি জমিয়ে এভ্রি এভ্রি এভ্রি ইয়ার, সরস্বতী পূজো ইজ্ দি কল্লুম, আর মা আমায় ইংলিশ এণ্ড জিয়োমেট্রীতে এনট্রেন্সে ফেল করিয়ে দিলে, তা'ইতো "সুরঙ্গিণীর" সব-এডিটারী কত্তে হচ্ছে! মা তুমি ইজ্ দি বড় ভাল মা, আমায় নাচার জেনে, আমার পেটের তাড়া আর আমার দুগ্গমণির ঝাড়ু—তুমি অন্তর্যামী তোমায় আর হোয়াট্ ইজ্ দি বেশী বলবো মা! বেগ্ ইয়োর ইজ্ দি পার্ডন্ মা! বেগ্ ইয়োর ইজ্ দি পার্ডন্! (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া বার-বার প্রণাম, ঠাকুরদার প্রবেশ ও প্রণত নিতাইয়ের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া দেবীকে প্রণাম;—নিতাইয়ের উত্থান ও ঘুরিয়া ঠাকুরদাকে উপস্থিত দেখিয়া বিস্ফারিত নেত্র ও মুখে নিষ্পন্দ নিশ্চল অবস্থিতি)।

ঠাকুরদা। এ কে হে?

নিতাই। ঠা—

ঠাকুরদা। তুমি?

নিতাই। কুর—

ঠাকুরদা। নিতাইচরণ!

নিতাই। দা।

ঠাকুরদা। তুমি ভূমিষ্ঠ হয়ে ঠাকুর প্রণাম কচ্ছিলে হে নিতাই ?

নিতাই। ভুলে। (মন্দিরের দিকে ফিরিয়া নিম্নস্বরে) না মা মিছে কথা—আমি সত্যি প্রণাম কচ্ছিলুম।

ঠাকুরদা। মা শীতলাকে প্রণাম কচ্ছিলে ?

নিতাই। ঠাকুরদাদা আমি ইজ্‌ দি ভুলে মহাপাতক ক'রে ফেলেছি। (মন্দিরের দিকে মুখ ফিরাইয়া নিম্নস্বরে) বেগ ইয়োর্‌ ইজ্‌ দি পার্ডন্‌ মা, বেগ্‌ ইওর্‌ ইজ দি পার্ডন্‌! আমার উভয়-সঙ্কট ইজ্‌ দি দেখছো তো!

ঠাকুরদা। তোমার এই সুমতি দেখে আমি যথার্থ-ই বড় প্রীত হইছি নিতাই।

নিতাই। আর আপনার এই সর্ব্বত্র গতি দেখে আমি যথার্থ-ই ইজ্‌ দি অতি ভীত হইছি ঠাকুরদা!

ঠাকুরদা। কেন হিন্দুর ছেলে—ব্রাহ্মণের ছেলে, দেব-দেবীকে প্রণাম করবে তা'র আবার ভয় কিসের ?

নিতাই। ঠাকুরদা তোমায় ইজ্‌ দি বলি, উইল্‌ ইউ কিল্‌ ইজ্‌ দি মাই রাইস্‌ ?

ঠাকুরদা। কেন তোমার অন্ন আমি মারতে যাব কেন ?

নিতাই। আমি ঠাকুর-দেবতা মানি জানলে "সুরঙ্গিণীতে" আমায় চাকরী কি দিত? টেল্‌ মি ইজ্‌ দি থ্যাট্‌, আমায় তা'ই বলুন দিকি?

ঠাকুরদা। ওহে নিতাইচরণ তুমি তা'ই ভাবছ? ভয় নেই, তোমার কোন কথা আমি কা'কেও বলবো না, লোকেনের হোথায় দেখা হ'লে আমার সামনে তুমি যেমন কথা কও ঠিক কয়ো।

নিতাই। (কৃতজ্ঞতার আনন্দে) My lover! My is the lover!

Sweetheart! Grandfather is the—is the—is the what? Yes, Grand Oldman! Oh yes! you are is the Grand Oldman, জাঁকালো বুদ্ধ মনুষ্য।

ঠাকুরদা। সে যা'ক নিতাই তুমি বোধ হয় জান না লোকেনের যে বড় অসুখ।

নিতাই। (বিস্ময়ে) না বৌ-মার ইজ্ দি অসুখ।

ঠাকুরদা। সে ইজ্ দি সখের—এ্যামেচিয়র্ অসুখ; লোকেনের বিষয় আমি অনেক দিন-ই যা' ভয় কচ্ছিলুম তা'ই বুঝি দাঁড়ায়,—বুঝি ওকে দিনকতক বিছানা নেওয়ায়!

নিতাই। (সশঙ্কে) হোয়াট্!—লোকেনবাবু! উপগুরু। হোয়াট্ ইজ্ দি? হোয়াট্ ইজ্ দি?—কি অসুখ?

ঠাকুরদা। কাছারীতে হঠাৎ অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছিলেন, আমি এতক্ষণ সেথায় ছিলুম; তুমি সেথায় যাচ্ছ?

নিতাই। আস্ক্ ইজ্ দিস্! তা' আবার জিজ্ঞেস কচ্ছেন! হু ইজ্ দি মাই রাইস্-গিভার? বেঁচে আছি ইজ্ দি কা'র জন্যে? হু ইজ্ দি আমার জন্যে চপ্-কাট্‌লেট্ ইজ্ দি রোজ পাতে রেখে দেন? (মন্দিরের দিকে ফিরিয়া) মা আমার বাবুকে ইজ্ দি,—বাবাকে ইজ্ দি শিগ্‌গির ভাল ক'রে দাও, নইলে মা ইউ ইজ্ দি আছ আর আমি ইজ্ দি আছি!

(অতিদ্রুত প্রস্থান)

ঠাকুরদা। ব্রহ্মময়ি! তোমার স্বষ্টি-চাতুর্য্য বুঝবে কে! এই লোক-টাকে আমি একটা অপদার্থ জীব মনে করেছিলুম!

(প্রস্থান)

(পূজার উপহারাদি লইয়া কয়েকটি হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোকের গীত গাহিতে গাহিতে প্রবেশ।)

গীত।

মাতাজী এ মাতাজী করো বরদান—বরদান।
ধাতা পাতা দাতা তুঁহি ভগবতী ভগবান॥
দেওঙ্গি মা ফুল ফল গঙ্গাজল, কুঙ্কুম কেশর চন্দন শীতল,
দেওঙ্গি ধূপ্ দীপ রাল গুগ্‌গুল্ লোবান॥
লিয়া শঙ্খ কঙ্কন্ সিন্দূর রোলি,
আউর শাড়ী কৌড়ী সুন্দর চোলী,
দহি দুধ মাখ্বন মিঠা সুপারি সাচি-পান॥
ভালা রহে মেরি শশুর ইয়ে শাশ্, গেইয়া ভৈঁষ্ ভেড়ী ক্ষেতি চাস,
ননদি দেওর রহে মা ভালা, পরদেশ মেরি জোয়ান ;—
সাল সাল চড়ায়ি পূজা সামারো সরম মান॥
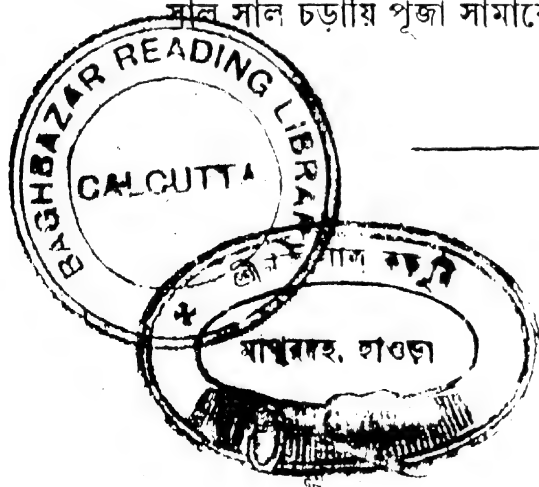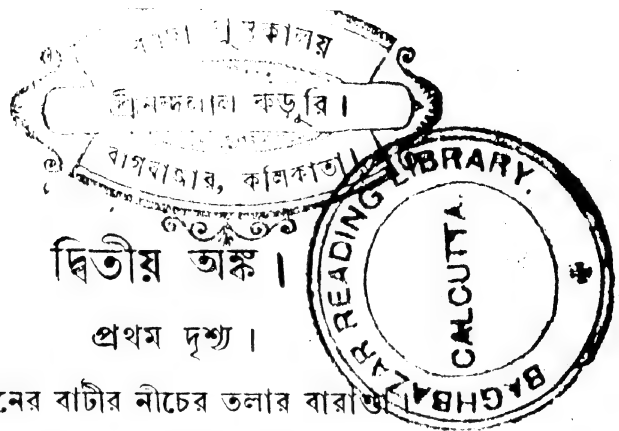
দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

লোকেনের বাটীর নীচের তলার বারাণ্ডা।

রমেশ, গোকুল ও সারদা।

রমেশ। দেখুন মরা-বাঁচা সেতো আর মানুষের হাত নয়, কিন্তু চিকিৎসের তো আর কিছু ক্রটী হচ্চে না।

সারদা। এতেও যদি লোকে ক্রটী বলে তা'হলে আমরা নাচার! যাদুধনবাবু পাকড়াশী সাহেবের মতন ডাক্তার আজ-কাল কলকেতায় ক'টা আছে?

গোকুল। তা'র আর সন্দেহ কি, যাদুধনবাবুর-ইতো দু'খানা মোটর আর ছ'টা ঘোড়া।

সারদা। তা'র ওপর ডাক্তার পলিট, ডাক্তার ব্যানার্জ্জি এঁরা তো আছেন-ই।

গোকুল। ব্রাউন্ সাহেব আর ডুরি সাহেবকেও আনা হয়েছিল না?

রমেশ। হ্যাঁ তা' মাঝে মাঝে আসেন বৈকি।

সারদা। এই ধরুন আমি-ই হাতে করে দুবেলা ফি দিচ্ছি ন'জনকে, তা' ছাড়া বন্ধু হিসেবে শ্যামবাবু মতিবাবু চুণীবাবু এই রকম ধরুনগে সে-ও প্রায় ষোল-সতেরজন রোজ-ই আসছেন।

(ঠাকুরদা ও নিতাইয়ের প্রবেশ)

ঠাকুরদা। তাইতো আমি বলি যে নাত-বৌ তোমার এয়োৎ কেউ ঘুচোয় না; শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে ডজন দেড়েক ডাক্তারে

সাবল কোদাল খোস্তা কুড়ুল নিয়ে ঘিরে ফেলেছে এতেও লোকেন আমাদের টি'কে রয়েছে!

সারদা। কেন ঠাকুরদা আপনার কথাওতো রক্ষা করা হয়েছে, কবিরাজ আনতে বলেছিলেন তা'ওতো আনা গেছে, মহা মহোপাধ্যায় আনন্দমোহন তো একরকম গোড়া থেকেই রয়েছেন, ডাক্তারদের অষুধের সঙ্গে তাঁ'র মকরধ্বজ আর তেল মালিস তো সমানেই চলেছে, তা'র ওপর যাদব কবরেজ মশাইও এসেছিলেন!

নিতাই। নথিং ইজ্ দি বাকি ঠাকুরদা, কিছুই ইজ্ দি বাকি নেই, এভ্রি ডাক্তার ইজ্ দি প্রেস্‌ক্রিপসন্ ইজ্ দি আট টাকার কম নয়; ব্যাথগেট্, স্মিথ্, বি. কে. পাল, ড্রগিষ্ট হল, যেথায়-যেথায় ইজ্ দি ভাল ডিস্‌পেন্‌সারি আছে, আমি ইজ্ দি দৌড়ুচ্ছি, সারদা মামা ইজ্ দি রন্—ফোর্ ক্যামিলি-হর্স্ আর তিনটে হার্ট-ব্রাদার, ডাক্তার আর ডিস্‌পেন্‌সারি, ডাক্তার আর ডিস্‌পেন্‌সারি; কিন্তু মাই ইজ্ দি কপাল! মাই ইজ্ দি কপাল! দশদিক থেকে দশটা বন্দুক মুটো-মুটো ছট্‌রা ইজ্ দি ছাড়ছে কিন্তু কোনটা ইজ্ দি লাগছে না!

ঠাকুরদা। তোমাদের অন্যমত কিন্তু আমরা এসব সময়ে একটু দৈব-ও ক'রে থাকি।

নিতাই। (জনান্তিকে) আই ইজ্ দি লুকিয়ে বাড়ীতে তুলসী দেওয়াচ্ছি ঠাকুরদা, আর কালীঘাটে ইজ্ দি ডবল্ পাঁটা ইজ্ দি মেনেছি!

গোকুল। চিকিচ্ছে যা' হচ্ছে তা' পাঁচজনকে বলবার মত বটে, আর এখন লোকেনবাবুর যেমন সময় তা'তে চিকিচ্ছের এ রকম ঘটা না হ'লে লোকে-ই বা কি বলতো; তবে আমার ইচ্ছে এর সঙ্গে এক বার গুণধরবাবুকে এনে দেখানো, লোকটার এখন খুব নাম-ডাক

নিতাই। নথিং ইজ্ দি বাকি স্যার, ইয়েষ্টারডের ইয়েষ্টারডে থেকে হি ইজ্ দি আসছেন।

সারদা। হ্যাঁ নিতাইবাবু ঠিক বলেছেন, পরশুদিন থেকে গুণধরবাবু আসছেন, কিছুই বাকি কচ্ছিনি ম'শাই কিছুই বাকি কচ্ছিনি; আমার সিষ্টার বলেছেন যে টাকার জন্যে ভেব না, টেলিগ্রাফ ক'রে বম্বে থেকে ম্যাড্রাজ্ থেকে পর্য্যন্ত ডাক্তার আনাতে হয় তা'ও আনাও।

গোকুল। ব্লড্-এক্জামিন করান হয়েছিল?

নিতাই। ব্লড্, কমিট্-নো নুইসেন্স্, ঘাম, চোখের জল পর্য্যন্ত ইজ্ দি এক্জামিন; পঁচাত্তর টাকা ইজ্ দি ব্লড্-এক্জামিন ফাইন।

গোকুল। আচ্ছা গুণধরবাবুকে তো আনিয়েছেন এইবার একবার দেখুন কি হয়। ম'শাই আমার নিজে দেখা একটা ঘটনা বলি শুনুন:—এই নীলমণি রায়েদের বাড়ী, তাঁর ছোট ভা'য়ের একটী বছর দেড়েকের ছেলের প্রথমে দাঁত-ওঠা নিয়ে একটু অসুখ হয়, বড়লোক অনেক ডাক্তার-ই আনালেন, কেস-ও ক্রমে খুব খারাপ হ'য়ে উঠলো, বারচারেক দাঁতে ছুরী বসাবার পর শেষদিন একেবারে খোকার ধনুষ্টঙ্কার।

নিতাই। দ্যাট ইজ্ দি ভেরি বিতিকিচ্ছিরি! তা'রপর ইজ্ দি?

ঠাকুরদা। তারপর ইজ্ দি আর কি নিতাই,—আওয়াজ যমের ডঙ্কার!

গোকুল। তামাসা নয়;—তারপর ব্যাপারটা শুনুন ম'শাই, আমার-ই পরামর্শে ওঁরা গুণধরবাবুকে আনালেন, তিনি এসে রুগীর ঘরে ঢুকেই একটু মুচকে হাসলেন,—বল্লেন করেছ কি! একেবারে মেরে ডেকেছ? বলেই বেরিয়ে এসে বল্লেন শিগ্গির কাগজ-কলম নিয়ে এস!

নিতাই। নো হাত ইজ্ দি সি? নো দাঁত ইজ্ দি সি? কিছুই দেখলেন না?

গোকুল। আরে গুণধর-ঘোষ কি যে-সে হেঁজি-পেঁজি ডাক্তার নাকি? রুগী একঘরে শুয়ে থাকে আর একঘর থেকে রুগীর নিশ্বাস শুঁকে উনি অষুধ দিতে পারেন।

ঠাকুরদা। ওঃ তবে গৈবি খেলোয়ার—শ্রীবিষ্ণু! গৈবি ডাক্তার!

গোকুল। তারপর শুনুন ম'শাই, একটী অষুধ লিখে দিলেন—দু'টী নয় একটী; বল্লেন গাড়ী করে ছুটে যাও স্মিথের বাড়ী থেকে এই অষুধ নিয়ে এস, বাঙ্গালীর বাড়ী পাবে না।

ঠাকুরদা। আসল বিলিতি অষুধ বুঝি?

গোকুল। না জার্ম্মান। তারপর শুনুন, স্মিথ্-ষ্ট্যানষ্টীটের বড়সাহেব তো প্রেসক্রিপসন্ পড়ে অবাক্! বল্লে এ অষুধের নাম আমরা কখনো শুনিনি; তারপর সে গেল ব্যাথ্‌গেটের বাড়ী, ব্যাথ্‌গেটরা বল্লে হ্যাঁ অষুধটা জানি বটে, ছেলোও আমাদের একশিশি, তা' কাল তা' পাটিয়ালায় চলে গেছে, সেখানকার রাজবাড়ী থেকে টেলিগ্রাফ্ এয়েছিল। সর্ব্বনাশ! তা'হলে অষুধের কি হবে?—ছুটলো সে লোকটা স্কট্-টম্‌সনের বাড়ী, তা'রা অনেক খুঁজে—খুঁজে—খুঁজে একটী ছোট্ট শিশি একটী ছোট্ট আলমারি থেকে বের করলে, চার-খানি ট্যাবলয়েড্—দাম সাতাশটী টাকা!

ঠাকুরদা। বাবা বাঁচলুম,—বাচলুম! অষুধ পাওয়া গেছে!

নিতাই। হোয়াট্ ইজ্ দি ছেলেটার?

গোকুল। মারা গেল।

ঠাকুরদা। এ্যাঁ—এই সাতাশ টাকার টেবিল্‌টে খেয়েও বাঁচলো না?

গোকুল। তা' গুণধরবাবুতো আর বিধাতাপুরুষ ন'ন, অষুধ-ই দিতে

পারেন, প্রমাই ত' আর দিতে পারেন না। তা'ও তিনি বল্লেন দু'মিনিট আগে যদি অষুধটা এসে পড়তো আমি দেখতুম ; তবু একখানা মুখে গুঁজে দিয়েছিলেন—ঢুকলোনা, গলা তখন বুজে গেছে, তা'তেও তিনি ছাড়লেন না, গা বিঁধে-বিঁধে দু-তিন জায়গায় ট্যাব্‌লয়েড্‌ গোলা পিচকিরি দিলেন,—

নিতাই। দ্যাট্‌ ইজ্‌ দি ক্রুয়েল্‌টী টু ইজ্‌ দি এ্যানিমেল্‌স্‌। মানুষ ব'লে বেঁচে গেলেন, নইলে ছাগল-ঘোড়ার ওপর ওরকম কল্লে ক্রুয়েল্‌টী-ইন্‌স্পেক্টর্‌ ইজ্‌ দি গুণধরবাবুকে পুলিশে গিভ্‌।

সারদা। এই চুপ চুপ নিতাই ; সব শুন্তে পাবেন এইখানেই আছেন।

নিতাই। হোয়্যার ইজ্‌ দি ?

সারদা। ঐ সিঁড়ির পাশের ঘরে কন্‌সল্‌টেসন্‌ হবে, যাদুধনবাবু আসতে বাকী তা'ই দেরি হচ্চে।

নিতাই। বটে ইজ্‌ দি! (অপেক্ষাকৃত উচ্চৈঃস্বরে) তা' ঠাকুরদা যা' ইজ্‌ দি বলছিলুম, গুণধরবাবু ইজ্‌ দি ভেরি গুড্‌ দিগ্বিজয়ী ডাক্তার! আমি একবার ইজ্‌ দি ওঁর একটা থাইসিস্‌ ইজ্‌ দি অপারেশন্‌ দেখে একেবারে অবাক হ'য়ে গেছলুম ইজ্‌ দি!

রমেশ। থাইসিস্‌ অপারেসন্‌!

সারদা। সেকি ?

গোকুল। তা'ইতো—

ঠাকুরদা। হ্যাঁ নিতাই সত্যি নাকি ? থাইসিস্‌ কেটেছিল ?

নিতাই। একেবারে চ্যারামেরে, পটল ইজ্‌ দি চেরা ক'রে! এক ডাবর্‌ ইজ্‌ দি বিল্‌ডিং—রক্তপাত!

রমেশ। থাইসিস্‌ কোথায় হয় বলদিকি নিতাইবাবু ?

নিতাই। থাইসিস্ ইজ্ দি উরুতে হয় আবার ইজ্ দি কোথায় হবে? থাই মানে ইজ্ দি উরুত এ আর জান না।

ঠাকুরদা। (নিতাইয়ের পিট চাপড়াইয়া) বাহবা ইজ্ দি নিতাই বাহবা ইজ্ দি নিতাই!

(ডাক্তার যাদুধনবাবুর প্রবেশ)

সারদা। এই যে আসুন, আপনার জন্যে এঁরা অনেকক্ষণ ব'সে রয়েছেন।

যাদুধন। ওঃ!—ভেরি সরি! আজ এক জায়গায় ডাক্তার ব্রাউনের সঙ্গে একটা কেসের প্রগ্‌নসিস্ নিয়ে ভয়ানক তর্ক হচ্ছিলো, সে বলে বাঁচবে—আমি বলি মরবে, সেও ষ্ট্যাটিস্‌টিক্‌স্ কোট করে দেখায়, আমিও ষ্ট্যাটিস্‌টিক্‌স্ কোট করি, শেষে সেও রেগে চলে গেল, আমিও রেগে চলে এলুম, রুগীকে আর অষুধ দেওয়া হ'ল না!

নিতাই। তা'হলে ইজ্ দি সে বেঁচে যাবে! হোয়াই ইজ্ দি এ টা কল্লেন, তা'হলে আপনার-ই ইজ্ দি হার হবে; ছি ছি! সাহেবের কাছে হেরে গেলেন! অষুধ দিলেই হতো ত হলে নিশ্চয় ইজ্ দি মরতো।

যাদুধন। ফেরবার সময় একবার দেখে যাব। পথে আবার মোটর-খানা ব্রেকডাউন্ কল্লে সেকেণ্ড-ক্ল্যাস গাড়ি ক'রে আসতে হচ্ছে; চলুন কোথায় সব।

রমেশ। আসুন ওপর থেকে একবার বাবুকে দেখে তারপর কন্-সল্টের ঘরে যাবেন।

গোকুল। তা' আমিও এখন যাই ওবেলা আবার আসছি।

(ঠাকুরদা ও নিতাই ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

নিতাই। ঠাকুরদা ইজ্ দি যাবেন না?

নেঃ সারদা। ওরে চা নিয়ে আয়, ডাক্তারসাহেবদের ঘরে শিগ্‌গির চা নিয়ে আয়।

ঠাকুরদা। নাও ওঁরা চা খাচ্ছেন, চল নিতাই আমিও তোমার ঘরে বসে একটু তামাক খেয়ে তারপর লোকেনকে একবার দেখে বাড়ী যাই।

নিতাই। আসুন ইজ্‌ দি আসুন ইজ্‌ দি, আপনার জন্যে ভাল ইজ্‌ দি তামাক এনে রেখেছি,—গয়া ইজ্‌ দি!

(উভয়ের প্রস্থান)।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

লোকেনের বাটীর কক্ষ।

একটি টেবিলে কাগজ, কলম, দোয়াত, চায়ের পেয়ালা ইত্যাদি।
ব্যানার্জ্জি, পাক্‌ড়াশী, গুণধরঘোষ ডাক্তারত্রয় ও
আনন্দ-কবিরাজ উপস্থিত।

গুণধর। যাদুধনবাবু করছেন কি? বড্ডই দেরি হতে লাগলো যে!

ব্যানার্জ্জী। যখন দু'টো করে ফি দিচ্ছে হোক না একটু দেরি বাবা।

পাক্‌ড়াশী। ডক্টর ঘোষ, এবারকার মোটরখানা কত টাকায় নিলে?

গুণধর। সাড়ে সাত হাজার টাকা নিয়েছে; কি করি এদিকে বালিগঞ্জ ও-দিকে আগড়পাড়া পর্য্যন্ত পাড়ি মার্ত্তে হয় একখানা মোটরে পেরে উঠছিনি, এতেই বাড়ী ফিরতে তিনটে বাজে; মনে কচ্ছি

ফি-টে বাড়িয়ে ফেলি, ও ষোল টাকা ক'রে আর পোষায় না, বত্রিশ টাকা ক'রেই নেব।

পাকড়াশী। তা'হলে গোটাকতক বড়মানুষের ঘরেই চলবে, গেরস্ত-পাড়ার প্রাকটিস্‌টে কমে যাবে।

ব্যানার্জ্জী। দেয়ার্ ইউ আর্ মিস্‌টেকন্ পাকড়াশী, ভারি ভুল বুঝেছেন; কল্‌কাতায় আর গেরস্ত নেই সবাই ন্যাংচাচ্চে, পঞ্চাশ টাকা মাইনের কেরাণীরও আস্থা সে বাইরের চাল-চলনে রাজা-মহারাজাদের সঙ্গে টক্কর দেয়। তখনকার ডাক্তারেরা দু'টী ক'রে টাকা ভিজিট্ নিতেন, এখন দু'টাকা-চা'রটাকার ডাক্তার দেখলে বাবুরা বলেন যে ব্যাটার কিছু হয় না তা'ই কমে আসে। আমি যখন প্রথমে চা'র টাকায় সুরু করি তখনকার চেয়ে এখন ষোল টাকায় পাঁচ-ছ' গুণ প্রাকটিস্ বেড়েছে।

আনন্দ-কবি। এ কথা বারুয্যে-সাহেব ম'শায় সৈত্য বলছেন, এই-ক্ষণকার বাবুরা ডাগ্‌দর-বৈদ্যদের গুণ-বিচার পূর্ব্বক আহ্বান করেন না, কা'র কয়টা ঘোরা, কা'র কয়খানা মোটর-গারি আছে, কোন ডাগ্‌দর কত অধিক মূল্যের ঔষধ ব্যবস্থা করেন এই সকল বিবচনা ক'রেই তা'রে দিয়া চিকিৎসা করান।

গুণধর। তা' আমি ইত্‌রোপনার দিকে যাইনি, একটা সামান্য সর্দ্দিজ্বরেও আমার প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্‌খানা পাঁচ-ছ' টাকার কম পড়ে না।

আনন্দ-কবি। হ—হ আমি কি না জানেই বলচি গুণোদরবাবু। চিকিৎসা করবার জৈন্য কল্‌কাত্তায় যখন প্রথম আসি তৎকালে একটী ছোট্ট বাসা লই, নিকট হইলে পদব্রজেই যাইতাম, কি পাল্কী বা থার্ডকেলাস গারি, দুই টাহাও লইচি এবং একটাহা দিছে তা'ও

লইচি ; নিজহস্তে সমস্ত ঔষধ প্রস্তুত করতাম, কোনটার বা মূল্য লইতাম না, কোনটার বা অতি অল্পই মূল্য লইতাম, কিন্তু তথাপি দেখি দোতালা কোঠায় যাঁরা নি বাস করেন তাঁরা আমায় ডাক-ই দেন না ; ক্রমে কল্‌কাত্তার বাতাস বোঝলাম, দ্যাশে পৈতৃক জমী-জারাত যা' ছিল সমস্ত বিক্রয় না কইরে আর ঐ সা-বাবুদের গদি-থনে কিছু কর্জ্জ লইয়ে কিনলাম এক জুরিগারি, এক্কেবারে বুরুহামাম্—বাসা করলাম এক তেতালা হাব্‌লি দেখে, কক্ষ-পরীক্ষার-শিঙ্গা-ও কিনলাম ; চা'র টাহা পরে আট টাহা বিজট্ ধাইর্য্য করলাম, নূতন স্থানে ষোলটাকাও লইয়া থাকি ; বাজার হইতে স্বর্ণসিন্দূর ক্রয় কইরে মকরধ্বজ কইয়ে পচাশী টাহা তোলা বিক্রয় করি।

ব্যানার্জ্জী। কব্‌রেজ ম'শাই বেশ সাদা লোক মনে কোন কারকোপ নেই।

আনন্দ-কবি। আপনগার নিকট আর কারচুপি করি কিসের জৈন্য ? রোগী ডাগদরেরও ভৈক্ষ্য বৈদ্যেরও ভৈক্ষ্য, পরস্পর পরস্পরের সাহার্য্য করাই যুক্তিসিদ্ধ ; কোন ক্যাস্ দেখ্‌তি দেখ্‌তি আপ-নারাও বলবেন যে একটা বৈদ্য আনা'য়্যে দেখাইলে মন্দ হয় না, আমরাও আপনাদের ডাক দিব—ইসে মূত্র-শোণিতাদি আপনাদের নিকট টেষ্ট—আস্বাদন করবার জৈন্য প্রেরণ করবো, তবে তো চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতি হইব, জগতের মঙ্গল হইব।

পাক্‌ড়াশী। আচ্ছা কবিরাজ-ম'শাই আমরা যা' বলি তা'ইত' আপ-নারা বলেন আয়ুর্ব্বেদে সব আছে, এই যে আমাদের Germ theory, এটা কি আপনাদের আয়ুর্ব্বেদে আছে?

আনন্দ-কবি। ইসে জারমো কি,—ঐ পকা? আয়ুর্ব্বেদে পকা নাই?

ইসে রক্তজ ক্রমী আর কোনডারে কয়? প্রধানতঃ তা' তিন প্রকার—মৃদুশক্তি, মধ্য শক্তি এবং ইসে উগ্রশক্তি ক্রমী। কতগুলা মূর্খ বৈদ্য রোগীকে পৈথ্য না দিয়া জলপান না কর্ত্তি দিয়া আয়ুর্ব্বেদের প্রসার মন্দীভূত করছিল, এইক্ষণ আমরা সেই জৈন্য জলটল বন্দই করি না আয়ুর্ব্বেদেরও পুনরাদর হইছে।

গুণধর। মহামোহপদদ্বয় ম'শাই আপনাদের পুঁথিতে ও-সব নেই-টেই; ঠাণ্ডাজল বরফ-টরফ ও-সব আপনারা আমাদের দেখা-দেখি রোগীকে খেতে দেন।

আনন্দ-কবি। বাবু, আয়ুর্ব্বেদের বারি-বর্গ পাঠ করেন তা'রপরনি কথা কইবন। করকা-জল, শিলা-জল কিসেরে কয়? "পাষাণখণ্ড-বচ্চাপস্তাঃ কারক্যোমৃতোপমা"—শিলাজল অমৃতের ন্যায় গুণ-কারক, আর জলপান করৃতি না দিলে জীবের ত' মোহপ্রাপ্তি হয়ে প্রাণনাশ হব, অতএব কোন অবস্থাতেই জলপান বারণ কৈর্ত্তব্য নয়;—

"তৃষিতো মোহমায়াতি মোহাৎ প্রাণান্ বিমুঞ্চতি।
অতঃ স্বর্ব্বাস্ববস্থাসু ন কচিদ্ বারি বারয়েৎ॥"

গুণধর। না যাদুধনবাবু কিছু বেজায় কল্লেন, উনি দেখাতে চা'ন যে আমাদের সবার চেয়ে ওঁর বেশী প্র্যাক্‌টিস্।

পাক্‌ড়াশী। এটা ডক্টর ঘোষা মিথ্যে বলেন নি; তবে কোন-কোন ডাক্তারকে লোকে আর দু'বার ডাকে না তা' আমরা সবাই জানি।

গুণধর। হাঁ হাঁ সে আর বলতে হবে না, এই সেদিনকার কথা, ঝামা-পুকুরে দত্তদের বাড়ী একটা কেস্ এস্তার এণ্ট্রাইটিজের চিকিৎসা করে যাচ্ছিলেন, কিছুই হয় না, তা'রপর তাঁ'রা আমায় ডাকলেন

গিয়ে দেখি পরিষ্কার এ্যাবডোমিন্যাল্ এ্যাবসেস্! বয়সে একটু কম ব'লে আমায়ত' উড়িয়েই দিলে, তা'রপর ব্রাউন সাহেব এসে, আমার ডায়গ্‌নসিস্ যখন করেক্ট কল্লেন তখন আর মুখে কথাটী নেই!

ব্যানার্জ্জী। সেটা কাটলে নাকি?

আনন্দ-কবি। ওঃ ফারা-ফারির কথা হইছে! এডা আমাগোর সুশ্রুতে আছে তবে প্রাচীন বৈদ্য মহাশয়রা কাজটা কিছু নোংরা বলে নাপিত-ভায়াদিগের উপরেই ওটা বরাত দিছলেন; এডায় আপনারা সৈত্যই উন্নতি করছেন। এ স্ফোটকটা হ'য়েছিল শরীরের কোন স্থানে?

গুণধর। পেটের ভেতর, মহামোহপদদ্বয় ম'শাই পেটের ভেতর! এ আপনার শশ্রুতেও নেই অশ্রুতেও নেই, বড় শক্ত কথা! আমিই কাটতুম তবে ব্রাউন উপস্থিত থাকতে সেটা ভাল দেখায় না ব'লেই আমি ক্লোরাফরম্ দিইছিলুম।

ব্যানার্জ্জী। অপারেশন্‌টা বেশ সক্‌সেস্‌ফুল হয়েছিল তো?

গুণধর। এমন সক্‌সেস্‌ফুল অপারেশন্ খুব কম-ই দেখা যায়। সব শেষ কর্ত্তে দশ মিনিটও লাগেনি, তবে রুগীটে বাঁচলো না। তা' যখন ওপরে কান্না উঠেছে তখন আমরা গাড়িতে উঠে বসেছি। সেই অবধি আর যাদুধনবাবুর সে বাড়ীতে ঢোকবার যো নেই। (ডাক্তার যাদুধন বাবুর প্রবেশ) এই যে আসুন আসুন যাদুধন বাবু, আপনার জন্যে আমরা অনেকক্ষণ ব'সে; আপনার-ই কথা হচ্ছিল, ডাক্তার ব্যানার্জ্জী বলছিলেন যে যাদুধন বাবু is now at the top of our profession, আর ডায়গ্‌নসিস্ করবার ক্ষমতা ওঁর মতন খুব কম ডাক্তারের-ই আছে।

যাদুধন। আর তোমরা ছোকরারা যে রকম এগিয়ে পড়ছো হে, আমাদের বুড়ো-হাবড়ার আর ডায়গ্‌নসিস্‌-ফায়গ্‌নসিস্‌!

ব্যানার্জ্জী। যাদুধনবাবু কি এর মধ্যে বুড়ো হ'লে নাকি ?

যাদুধন। আপনার কাছে না হ'ক এঁদের কাছে তো বটে।

ব্যানার্জ্জী। যা'ক। এ কেসটার কি ঠাওরাচ্ছ বল দেখি ? আমার তো ইচ্ছে দিন কতক সব অষুধ বন্ধ করে একটু ওয়াচ্‌ করা।

যাদুধন। আমিও তা' ভেবেছিলুম কিন্তু—

গুণধর। আজ্ঞে হ্যাঁ ঐ "কিন্তু,"—অষুধ বন্ধ কল্লে "কিন্তু"—আমাদের এ-বেলা ও-বেলা ডাকবে না।

পাকড়াশী। বিশেষ মিসেস্‌ চক্রবর্ত্তী বেশী অষুধ খাওয়ানোর দিকে যেরূপ পক্ষপাতী।

যাদুধন। তা' আমাদের কব্‌রেজমশাই ততদিন "ইষ্টক চূর্ণামৃত বটিকা", "খর্জ্জুর-গুড়াবলেহ-টেহ" দিতে থাকুন না কেন, আমরা বাইরে একটু-আধটু রোজওয়াটার-লোসন্‌, এ্যামোনিয়া-ইউডিকোলন্‌ ষ্টুপিং ফুপিং দিয়ে আসর জমিয়ে রেখে দেব।

গুণধর। আমি সবে এই দিন চেরেক আসছি এত শিগগির ছেড়ে দিতে রাজী নই।

ব্যানার্জ্জী। From your medical clutches!—কেমন ?

আনন্দ-কবি। উদরাময় নিবারণের ঔষধ আপনাগোর নাই, আমার ইচ্ছা প্রাতে গ্রহণী-গজেন্দ্র-রস ও বৈকালে বৃহৎ-ক্ষীরকাদি-মোদক দিয়া দিন কয়েক দেখন্‌।

গুণধর। কব্‌রেজম'শায় এ আপনাদের উদারাময়-টয় নয়, ওর ভেতরের ব্যায়রামটা বুঝতে হবে; ব্লিষ্টারের ঘা-খানার দরুণ ক্রমে সেপ্‌টিক্‌ হয়েছে কি না কে বলতে পারে ? আমি বলি কাল একটা

স্ফিগ্‌মোগ্রাফ্ আনিয়ে একবার পল্‌স্‌-কর্ভটা ঠিক করে দেখা যাক, কি বলেন ডাক্তার ব্যানার্জী ?

আনন্দ-কবি। পল্‌সো! নারী! তা' ফোটোগ্রাপ দিয়ে কি পরীক্ষা কোরবন ? বগলে তো থারমোমিটার হইছে আবার নারী পরীক্ষার-ও কি টেলিগ্রাফের কল বনাইছে ?

গুণধর। Bone-medulla tabloid এর পূর্ব্বে দেওয়া হ'য়েছিল কি ?

যাদুধন। কি Anæmiaর জন্যে ? তা' আমি Cereberine দিয়েছিলেম, ওটা নার্ভের ওপরেই বেশী কাজ করে, সুতরাং নার্ভ ঠিক হলেই ব্লড হ'তে আর কতক্ষণ ?

গুণধর। যা' হো'ক দইটে আপনারা বড় কম দিচ্ছেন, ও এক-আধ ছটাকে কি হবে ? আধ সের তিনপো দই না খেলে কোন কাজ-ই হবে না।

ব্যানার্জী। কব্‌রেজ ম'শায় দ'য়ের নাম শুনে চমকাচ্ছেন নাকি ?

আনন্দ-কবি। চমক্ কিসের! দধিতো আমাগোর-ই শাস্ত্রোক্ত পদার্থ, সূতিকাগারে ষেটেরাপূজা হইতে মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত হিন্দুর সকল কার্য্যেই দধির প্রয়োজন ; দুই দিন সাহেবেরা দধি উপকারী বলচেন আর আপনারা দে-দৈ দে-দৈ কইরে নাচন আরম্ভন করছেন। "দধ্যোষ্ণং দীপনং স্নিগ্ধং—ইসে—মূত্রকৃচ্ছে প্রতিশ্যায়ে শীত্রকেবিষমজ্বরে" ; বিষমজ্বরে পৈর্য্যন্ত দধির ব্যবস্থা রইচে, তবে এই স্থলে দধি অপেক্ষা তক্রের অর্থাৎ ঘোলের উপকারিতা অধিক।

"নতক্র সেবী ব্যথতে কদাচিন্নতক্রদগ্ধা প্রভবন্তি রোগাঃ !

*　*　*　*

ইসে—যথা সুরানামমৃতং সুখায় তথা নরাণাং ভূবি তক্রমাহুঃ"॥

অর্থাৎ অমৃতপানে দেবতারা যেমন সুখী হ'ন, তক্রপানে মানব তদ্রূপ আনন্দিত হয়েন।

ব্যানার্জী। সংসারে ঘোল তো অনেক খাচ্ছি কব্‌রেজ ম'শায়, আনন্দোতো বুঝতে পাচ্ছিনে; আর যাদুধনবাবু, সেই ঘোল-খেয়েই বলছি আর আমাদের হাতে রেখে কাজ নেই, কিছু অসুধ-টসুধ দিয়ে চেঞ্জে পাঠিয়ে দিন, একটা হিল্-ষ্টেশনের হাওয়াতে যদি কিছু উপকার দেখে।

আনন্দ-কবি। ওঃ বায়ু-পরিবর্ত্তনের কথা হইছে? ওডা আপনগার একটা মন্দ আবিষ্কার নয়; আমরা গঙ্গাযাত্রা ব্যবস্থা দিতাম, সেডা এংরাজী-সৈভ্যযুগে ভাল শুনায় না, ও চেঞ্জটা শর্করা মিশ্রিত অমঙ্গল বাইক্য—অতি সুন্দর!

গুণধর। আচ্ছা চলুন আজ একবার সবাই ভাল করে দেখি তা'র পর যা' হয় করা যাবে; এখনো বেশ কথাবার্ত্তা কচ্ছেন কাঁধে ভর দিয়ে একটু-আধটু চলতেও পারেন এর মধ্যে চেঞ্জ কি? আমি তো একরকম জোর করে বলতে পারি এ কেস্ বাঁচবেই বাঁচবে।

ব্যানার্জী। এতটা সিওর কিসে হচ্চো ঘোষা?

গুণধর। আমি ল্যান্সেটে একটা statistics দেখিছি যে এ রকম কেস্ ওয়ান্‌পার্‌সেণ্ট বাঁচে, নিরেনব্বইটা আমার হাতেই গেছে this is the hundredth এ বাঁচবেই বাঁচবে! statistics কখনও মিথ্যা হতে পারে না।

আনন্দ-কবি। তবে এ রোগীটীর চেঞ্জ-লাভ অর্থাৎ গঙ্গালাভ হইলে আপনি শতমারী ভবেৎ বৈদ্য হ'তে পারেন।

নেঃ সারদা। আমি আসবো কি?

যাদুধন। ও কে সারদাবাবু? আসুন! (উঠিয়া দ্বার উদ্ঘাটন ও সারদার প্রবেশ)

সারদা। চা কফি-টফি আর আনিয়ে দেব?

পাকড়াশী। না আর দরকার নেই।

সারদা। সোডা লেমনেড্-টেমনেড্ কিছু?

ব্যানার্জী। এই ঠাণ্ডায় কি খালি সোডা লেমনেড্ ভাল লাগে সারদা বাবু—ওর সঙ্গে কিছু——

সারদা। তা' অনুমতি করুন না এখনি আনিয়ে দিচ্ছি, আপনাদেরই সব। এই বিপদের বাড়ী আপনারা ক'জন আসাতেই যা' একটু জম-জমাট আছে।

গুণধর। আপনি একবার ওপরে গিয়ে দেখে আসুন দেখি আমরা যেতে পারি কি না?

সারদা। যে আজ্ঞে।　　(প্রস্থান)

যাদুধন। I say, পাকড়াশী, why this bad blood between you and your Binodini? কেন বেচারাকে তুমি অত কষ্ট দিচ্ছ?

পাকড়াশী। আমি কষ্ট দিচ্ছি! কেন তা'র সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি?

যাদুধন। Nothing, except the relation that ought to exist between an accoucheur and a midwife; তা' তুমি আগে তো তোমার সকল কেসে-ই বিনোদকে ডাকাতে, কিন্তু গেল তিন মাসের মধ্যে একটি কেস-ও দাওনি, ব্যাচারী আমার কাছে এসে অত্যন্ত দুঃখ কচ্ছিল,—poor girl!

পাকড়াশী। সে তো এখন বেশ প্র্যাক্‌টিস্ জমিয়ে নেছে, নিজেই ডাক্তারী করে, তবে এখন তা'র ডাক্তারের দরকার কি?

ব্যানার্জী। কি হ'য়েছিল? ব্যাপারখানা কি পাকড়াশী শুনিই না।

পাকড়াশী। Gross unprofessional conduct! ধাত্রীরা যদি ঐ রকম কর্ব্বে তা'হলে আমাদের ডাক্তারী ছেড়ে দিলেই তো হয়। সিমলে বাঁড়ুর্য্যেদের বাড়ী, অত বড়লোক তা'রা তা'দের একটীমাত্র বৌ; Primipara প্রথম প্রসব তা'র, ঐ বিনোদকে আমিই সেখানে আগে ইন্‌ট্রোডিউস্ ক'রে দিয়েছিলেম, আর কি না স্বচ্ছন্দে গিয়ে নিজে ডিলিভারি করিয়ে দিয়ে এল! তা'দের একটা ডাক্তার ডাকতে বল্‌লে চারটে ডাক্তার ডাকে, তা' আমাকে একটা খবর পর্য্যন্ত দেওয়ালে না।

গুণধর। বড় অন্যায়! অত বড় বড়মানুষের বাড়ী, craniotomy কি Cæsarean section পর্য্যন্ত হতে পারতো।

পাকড়াশী। কিছু না হ'ক Forcep-delivery কি manupulation কল্লেও পাঁচশো টাকা যায় কোথা!

যাদুধন। না না she is really penitent, আমায় অনেক ক'রে ধরেছে তুমি একবার যেও হে।

(সারদার পুনঃ প্রবেশ)

সারদা। আপনারা তা'হ'লে ওপরে আসুন।

আনন্দ-কবি। চলেন—দুর্গা দুর্গা দুর্গা! আবার এহান হ'তে আমায় একবার মাথাঘষার গলিতে যাইতে হইব, কতকগুলা তৈলের মশলা আবিশ্যক, দুর্গন্ধ ব'লে মহামাষাদি-তৈল আর কেহ ব্যবহার করতি চান না, কাজেই সুগন্ধি তৈল প্রস্তুত করি। হায় হায় আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন কল্লাম—শেষ তৈলকার হইলাম! কি করি বহু পরিবার ছাত্রও অনেকগুলি বাসায় আহার করে।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য ।

রাজপথ ।

গোয়ালিনীগণ　　(গীত)

আমরা এবার বিলেত গিয়ে বেচবো দই ।
তাই এখান থেকে একটু-একটু মহলা দিয়ে নিচ্ছি সই ॥
সেথা চলবেনাতো তেঁতুলের অম্বলে,
হবে লো দই-জমাতে বিলিতি দম্বলে,
চাপা দিয়ে কম্বলে, নইলে শীতের দেশে জমে কই ॥
সাহেবেরা এটা করেছে স্বীকার,
দই খেলে কাটে লো জ্বরবিকার,
এখন ডাক্তারেতে ঘোল-খেলে ঘোল বিনে আর পায়না থই ॥
কালো-কোলো গোয়ালিনী কালকেশের রাশি,
কালো অঙ্গে প্রেম-তরঙ্গ কালো চোখে হাসি,
(আমাদের) সকল জিনিস তাজা তাজা বেচিনাতো সাজো বই ;—
বাসি প'ড়ে থাকলে ভাঁড়ে ননী তুলি ঘোল মই ॥

চতুর্থ দৃশ্য ।

লোকেনের বাটীর দ্বিতলের বারান্দা ।

(গিরিবালা)

গিরিবালা । দিদির আজ খুব আহ্লাদ ! চিঠি এসেছে বাবু সেখানে খুব ভাল আছেন, রোজ একলা বিকেলে পাহাড়ে বেড়াতে পারেন । আহা দিদি কেমন সুখী, আমি হিংসে করিনি, দিদি না আশ্রয় দিলে আজ কোথায় দাঁড়াতুম ; কিন্তু স্বামী-সুখের সুখ কেমন তা' একবার

বড় জান্তে ইচ্ছে করে। সে কি আছে? আমিতো সিঁতের-সিঁদুর রেখেছি, সেকি আছে? আবার কি বিয়ে করেছে? যা'ক সে কথায় আমার দরকার কি? আমায়ও সে চেনে না আমিও তা'কে চিনিনি। সুরেশ-দাদা সেই আমাকে এখানে রেখে গেছেন তা'রপর দু'বছরের মধ্যে আর এলেন না কেন? পৃথিবীতে আমার কেউ কোথাও নেই, গ্রাম-সম্পর্কে সুরেশবাবু দাদা, আর মোক্ষদাদিদি আশ্রয় দিয়েছেন তা'ই দিদি! কিন্তু তবু মোক্ষদা-দিদিকে আমি কত ভাল বাসি, দিদি কেমন মিষ্টি! আহা পরে একটু আদর কল্লে যদি এত মিষ্টি লাগে তা'হ'লে স্বামীর আদর না জানি কত মিষ্টি! আচ্ছা এবাড়ীতে এত ভদ্রলোক আসেন তা'র মধ্যে ঐ মোহিতবাবুটী কি রকম? দিদি ঠাওর করেছেন কি না বলতে পারি না কিন্তু তাঁ'র পানে এক-একবার যে কেমন করে চায়, আমার মনে হয় যেন তাঁকে খাবে-খাবে করে। ওকে দেখলে আমার মনে হয় যেন কত জন্মের আমার শত্তুর ছেল; কিন্তু আড়াল থেকে দেখতেও ইচ্ছে করে, দেখবার জন্যে কে যেন আমার ঘাড় ধরে টেনে নিয়ে আসে, আবার দেখলেও পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত কাঁপতে থাকে! একি! আমি কাঁপছি না ঘর কাঁপছে?

(সত্রাসে আহ্লাদীর প্রবেশ)

আহ্লাদী। অগ' মা'গ' কুথাগ'! এ যে গিরিমাগ' হি গিরিমা, হি গিরিমা, ঠাকুর-দেবতার নাম করগ', পিরথিমি উল্টালগ', মা বাসুকী মাথা লাড়ছেন গ, মুই কুথাকে যাইগ'!

গিরি। কি হয়েছে কি হয়েছে আহ্লাদ-মেয়ে?

আহ্লাদী। তুমি কেমন মেয়ে গা, ইখনও আচ্ছাড় খেয়ে পড়কনি?

কি হইছে জিগ্‌গুসচ (নেপথ্যে শঙ্খ কাঁশরাদি বাদ্য) ঐ শুনছ শাঁক বাজছে, কাঁশর বাজছে, মা বসুমতী দোল খাইছেন।

গিরি। তা'ইত' তা'ইত ভূমিকম্প হয়েছিল? আমি বলি আমিই কাঁপছি!

আহ্লাদী। মুই ধ'নে বাটছিনুক্‌গ' আর ইমন ধাক্কাটা দিলেক যে একেবারে শীলখানার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেনু, পিছনে ছিল কাকাতুয়াটা সেটা ঝুপাস্ করে আমার পিঠ বাগে পড়লোক, মা কি অলুক্ষণ গ' কি অলুক্ষণ, বাবা আমার ঘরকে লেই!

নেঃ সারদা। কি কি দিদির ফিট্ হয়েছে? মোহিত বাবু—মোহিত বাবু আপনারা ওপরে আসুন!

গিরি। অ্যাঁ দিদির কি হয়েছে—দিদি—দিদি—(প্রস্থান)

আহ্লাদী। ঐগ' মা'র আবার ফিটিস্ হইছেক! য্যাত খিষ্টিনি কথা, ফিটিস্ ফাটুস্ ফটাস্! মুই এত্তেক বলি যে মা'কে দিষ্টি লেগেছে, ভূতে ধরে ঐ ঝটা-পটি করায়, অরা শুনবেক্‌নি ত', মেদ্দিনপুরের দীনারজার ব্যটা চিন্তাকে আনা করালে সাতটী ঘা ঝ্যাটার চোটে ভূতকে গাঁ-ছাড়া করে দেয়—তা' করবেক্‌নি ত'।

(প্রস্থান।)

(গিরিবালার পুনঃ প্রবেশ)

গিরি। কি ক'রে ঘরে ঢুকবো বাপু অনেক পুরুষ রয়েছে, আর ও দিদিরত' হামেসাই হয় এখুনি সেরে যাবে! আহা আজ বাবু এখানে থাকলে দিদিকে এই সময় কত যত্ন কত্তেন! যত্ন করে তা'ই কি স্বোয়ামী মিষ্টি? এঁরা সবাই লেখা-পড়া জানেন, বলেন স্বোয়ামী—পতি—প্রাণেশ্বর; কিন্তু "ওগো" যেন আরো মিষ্টি, আর মনে-মনে ভাতার কথাটী যেন বড় আপনার, যেন বেশী মিষ্টি!

কিন্তু কি রকম মিষ্টি তা' নিজেও বুঝতে পাল্লুম না, কেউ আমায় বুঝিয়ে দিতে পাল্লেও না।

(গীত)

ওগো কেউ বলনা গো ভাতার কেমন মিষ্টি।
আমার শুধু হয়েছিল ছেলে-বেলা ছেলে-খেলা ক'রে শুভদিষ্টি ॥
মিষ্টি গুড়, মিষ্টি চিনি, আর মিষ্টি মধু,
কিসের মত মিষ্টি হ্যাঁগা সাতটী-পাকের বঁধু,
সেকি তেষ্টার জল চেষ্টার ফল না জষ্টি-মাসে দুকুরবেলা বিষ্টি ॥
মিষ্টি ছিল বাবার আদর আর মায়ের কোল,
ফাগুন মাসে ফাগের-খেলা কচি-আমের ঝোল,
তা'র চেয়ে কি মিষ্টি ভাতার—নারীর ধর্ম্ম-কর্ম্ম ইষ্টি ;—
কত মিষ্টি সেই বিধাতা যা'র মিষ্টি ভাতার ছিষ্টি ॥

(প্রস্থান।)

(উদ্‌ভ্রান্ত মোহিতের প্রবেশ)

মোহিত। আহা হা এই চলে গেল! আধ মিনিট আগে এলেই সাম্‌না-সাম্‌নি দেখা হোতো। এমন সৎসঙ্গে থেকেও এ যুবতীটী এখন-ও আমাদের সাম্‌নে বেরুতে শিখলেনা! কিন্তু আমি আড়ালে-আড়ালে কবি-কটাক্ষে দেখেছি ; রূপবতী বটে, চোখে মুখে চলনে একটু কবিতাও আছে, তবে মোক্ষদাদেবীর সৌন্দর্য্য অতি বিচিত্র, বঙ্কিমবাবুর ভাষায় বল্‌তে গেলে আমি তাঁ'কে দু'বার একরকম দেখলুম না! গিরিবালা লক্ষ্মণপোদ্দারের দোকানের গিনি-সোণার চিক্ আর মোক্ষদাদেবী হ্যামিল্‌টনের বাড়ীর নেক্‌লেস্,—সোণা

মরা হ'লেও কারিকুরির বানি সোণার দামের চেয়েও বেশী। গিরিবালার সুঠাম অঙ্গে যে কবিতা তা'র ছন্দে সেকেলে কেতকা-দাস কবি-কঙ্কণের গন্ধ পাওয়া যায়—আর মোক্ষদার লাবণ্য-লীলা-তরঙ্গে যে সঙ্গীত, তা—তা—তা আর বর্ত্তমান কোন্ বাঙ্গালী-কবির লেখার সঙ্গে তুলনা করবো? বিনয়ের অনুরোধে মিথ্যা বলতে পারিনি, অনেকটা আমার ষ্টাইলের সঙ্গে মেলে; সেই অচেনা, অজানা, অশোনা, অমানেভাব! আর মোক্ষদা! লোকেন বাবু সেরে উঠেছেন,—এখনো আমি লোকেনবাবু বলছি! উঠেছেন বলছি! নীচ স্বার্থপর লোকেন! আমায় এত আশায় বঞ্চিত করবার জন্যই কি সেরে উঠলি? একটা গদ্-গদে গদ্যভরা উকীল তুই, তুই কি কবিতা-কুসুমাঞ্জলি মোক্ষদাসুন্দরীর স্বামী হওয়ার উপযুক্ত! পূর্ব্বপুরুষের পুণ্যফলে এতদিন ত' ভোগ কল্লি, আবার কেন? এতগুলো বড়-বড় ডাক্তার কব্‌রেজ, এত পিল পাউডার মিক্‌শ্চার, এত বরফ বেলেস্তারা লোসন্ লিনিমেণ্ট্ কিছুতেই তোর কিছু হ'ল না! ডাক্তারী গঙ্গাযাত্রা, হাওয়া খেতে পাঠালে, সেথায় গিয়ে তুই কিনা ভাল হ'য়ে উঠলি, কি স্বার্থ-পরতা! কি মার্কণ্ডের প্রমাই! মোক্ষদা আমায় ভালবাসে, আর সেটা আশ্চর্য্যই বা কি? আমার কবিতা পড়লে কোন্ বিদুষী রমণী আমায় না ভালবেসে থাকতে পারে? তা'র ওপর মোক্ষদা আমায় দেখেছে, পরের কাছে শোনা-কথা নয়, আমি নিজে জানি আমি মদনমোহন! সেই আমাকে দেখেছে, মধুর বচনে ধীরে ধীরে আমার মুখের কাছে মুখ এনে কথা কয়েছে—Is whispering nothing? Is leaning cheek to cheek! বস্ আজ সেই মোক্ষদা কিনা আপনার সেই স্বামীর, সেই পচা, পুরোন, উয়ে-

খাওয়া সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড স্বামীর আরোগ্য-সংবাদে লোকজন নেমন্তন্ন ক'রে পোলাও খাওয়াচ্চে ? Oh woman fraternity is thy name ! এই পোলাও যে-যে খাবে সব্বার যেন ওলাউঠো হয়—আমি ছাড়া। না, যখন পোলাও খাইয়েছে মোক্ষদার আশা তখন আর নেই, কিন্তু প্রিয়তমাশূন্য জীবন আরতো আমি বহন কর্ত্তে পারিনি ! পাড়াগেঁয়ে নোলক-নাকে মেয়েটা, যা'কে বে করেছিলুম, তা'র মুখ কখনও দেখিনি কখনও দেখবোও না ; আর তা'দের বাড়ীতে তো' শুনেছি সব মরে-হেজে গেছে, সেই প্যান পেনে মেয়েটা আছে কি না তা'ই বা কে জানে ! আচ্ছা গিরিবালা—ওর যা' রূপ আছে দেখছি, তা'তে আমার হাতে পড়লে কবিতা-বৃষ্টিতে নাইয়ে ধুইয়ে ওকে-ও ত' অনেকটা মোক্ষদার মত ক'রে তুলতে পারা যায়—আবার এক গেরো, ওর-ও শুনছি আবার কে এক শালা স্বামী আছে, শালা ছোটলুকী কথা, কিন্তু ছোটলোককে ছোটলুকী গালাগাল-ই দিতে হয়, "Pay him in his own queen" Byron ব'লে গেছেন। কেন সে ছোটলোক এখনো আছে, আর যদিই থাকে, আট-ন'বছর খবর না নেওয়ায় তা'রতো তাঁবাদি হয়ে গেছে ; তিন বছরের ভেতর আদায় না হলে হাণ্ড নোট তাঁবাদী হয়, আর আট-ন'বছর দাবী না করলে হজ্‌ব্যাণ্ড—স্বামী তাঁবাদী হয় না ? যদি না হয় সে আইন খারাপ। হিন্দু বিবাহের রীতিটা সবই খারাপ ; যে বিবাহে কোর্ট্‌সিপ্‌ নেই, ফ্রিলভ্‌ নেই, সেপারেসন্‌ নেই, ডাইভোর্স নেই, ওঃ—কি অন্‌ন্যাচারল্‌ ! ডাইভোর্স নেই ! যেখানে মিলন সেই-খানেই বিচ্ছেদ, যেখানে জাগরণ সেইখানেই নিদ্রা, যেখানে জন্ম সেইখানেই মৃত্যু, যেখানে ম্যারেজ্‌ সেই খানেই ডাইভোর্স, যেখানে পূজা সেই

খানেই বিসর্জ্জন! কাউন্সিলে এত বাঙ্গালী মেম্বর হয়েছেন এঁদের প্রথম কর্ত্তব্যই হচ্ছে হিন্দুর বিবাহ-আইনের দস্তুরমত দফারফা ক'রে দেওয়া!

(প্রস্থান।)

পঞ্চম দৃশ্য।

মোক্ষদার সুসজ্জিত কক্ষ।

মোক্ষদা—

গীত।

আমি যেন ছবিটী।
ললিত লবঙ্গ-লতা কবিটি ॥
তা'য় ভালবাসে স্বামী,
সর্ব্বে-সর্ব্বময়ী আমি,
তিনি আনেন খেটে-খুটে আমার হাতে চাবিটী ॥
সারা-বেলা হাসি-খেলা,
এলিয়ে পড়ি কাজের বেলা,
সেজে-গুজে ব'সে থাকি যেন পটের বিবিটী ॥
স্বামী আমার সোণার মাইন্,
কিন্তু কেবল আইন, আইন,
এক দুঃখ মাইন্. আমি এত ফাইন্,
উনি উঁয়ের টিবিটী ;—
আমি এমন ফুল্ল কমল কোথায় আমার রবিটী ॥

অনেকদিন থেকেই একটা সখা-সখী-সম্মিলন কর্ব্বো মনে করে-ছিলুম কিন্তু ওঁর অমন ব্যামো লোকে কি বলবে সেই ভয়েই পারিনি ; যাক উনি ভাল হয়েছেন এখন আমার যা' খুসি আহ্লাদ-আমোদ সবই কর্ত্তে পারি। পুরুষদের ভেতর রমেশবাবু-টাবু দু একজন যাঁ'রা সর্ব্বদাই এখানে থাকেন তাঁ'দেরই বলেছি, ওঁর বন্ধু বান্ধবকে উনি তখন ফিরে এসে খাওয়াবেন। আচ্ছা মোহিতবাবু আজ দু'দিন একেবারে যেন নিবে-গেছেন নিবে-গেছেন কেন? যখন বাবুর ভাল হবার চিঠিখানা পড়ে শোনাই, যে-যে ছিল সবাই খুব আহ্লাদ ক'রে উঠলো, কেবল মোহিতবাবু যেন প্রাণ খুলে সুখী হ'তে পাল্লেন না। এত কবিতা আওড়াতেন, আমার সঙ্গে কত মনের কথা বলতেন, আর আজ এই আমোদের দিন তিনি কেমন যেন ফাঁকে-ফাঁকে বেড়াচ্চেন, মুখ যেন শুখিয়ে গেছে!—তাই কি? আমার কবিতার প্রশংসা ক'রে গুণোমোহিত, ক্রমে রূপের প্রশংসা, আমায় কতদিন বলেছেন যে "আপনাকে আমি হৃদয়ের ভিতর পূজা করি," প্রতিমার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিতে-দিতে শেষে কি আবার বর চায় নাকি ;—

"Pleased with his idol he commends, admires,
Adores ; and last the thing adored desires."

আহা বেচারা,—poor thing! একটু যদি ইংরিজিটে ভাল জানতো লোকটা তা'হলে—না আমার বোধ হয় হজ্‌ব্যাণ্ড একটু হেল্‌প্‌-ফুল্‌ মিডিওক্রিটি হ'লেই ভাল হয়, এই যা'কে সরেশ-মাঝারি রকম বলে। এই আস্তে-আস্তে মোহিতবাবু আমার একটী আবশ্যকীয় পদার্থের মধ্যে দাঁড়িয়েচেন ; খাতা-টাতা কপি করা, বই-টইগুলো গোছানো, প্রুফ দেখা, ছাপাখানা দপ্তরির বাড়ী

যাওয়া আসা বেচারা অনেক কাজই কচ্চে, কিন্তু এইবার দেখছি মারা যেতে বসেচেন, এর মধ্যেই গায়ের জ্বালা—

"The bitterness and sting of taunting jealousy,
Vexatious days and jarring joyless nights."

(বিধুর প্রবেশ)

বিধু। মা গিরিবালা-মা কমলালেবুর পরমান্ন স্বয়ং রাঁধিতে ইচ্ছা করিয়াছেন কলাইশুঁটির কচুরি আপনি দুইখানা গরম-গরম চাকিয়া কি দেখিবেন পোলাও দমে বসিয়াছে ভূমিকম্পে বালি খসিয়া পড়ায় পালংশাক-ভাজা নষ্ট হইয়া গিয়াছে আবার কি শাক পাক করিতে হইবে আহ্লাদদিদির ভূমিকম্পের সময় হইতে কম্প হইতেছে জ্বর হইবে বোধ হয় সকলে কখন আসিবেন পাতা হইয়া লুচি গরম ভাজা হইলে ভাল হয় না আমার মাথা-ব্যথা করিতেছে

মোক্ষদা। আচ্ছা আমি একটু পরে গিয়ে সব দেখছি, তোমার মাথা ধরেচে এখন আর রান্নাঘরের দিকে যেও না, ওদিককার বারাণ্ডায় একটু হাওয়াতে ব'সগে।

বিধু। না বাড়ীতে লোক-জন খাইবে আমি অলস থাকিব না মাথা অন্য দিন ধরিলে ভাল হইত আজ বড় অন্যায় করিয়া ধরিয়াছে

(প্রস্থান।)

(কয়েকটী মহিলার প্রবেশ)

মোক্ষদা। (অভ্যর্থনার জন্য আসন ত্যাগ) এস এস ভগ্নি সব, এস এস!

লাবণ্য। আজ আমাদের ভাই বোটানিক্যাল্-গার্ডেনে গিয়ে বন-ভোজন করবার কথা ছিল, মিসেস্ ভঞ্জ, মিস্ রড্রা, ডাক্তার চ্যাটার আর-ও অনেকে গেলেন, আমি কেমন ক'রে যাবো ভাই,

তোমার এখানে না এলে তুমি কি আর এজন্মে আমার সঙ্গে কথা কইতে?

মোক্ষদা। (নিকটে গিয়া লাবণ্যকে আলিঙ্গন করতঃ) তোমার সঙ্গে আমার কত দিনের ভাব ভাই লাবণ্য, তুমি না থাকলে কি আমার কোন আমোদ ভাল লাগে! (বিভাসের প্রতি) হ্যাঁ—অমিয়া তোমার কি ভাই একটু বেলাবেলি আসতে নেই?

মিনি। বিভাস কি তোমার "অমিয়া" নাকি?

মোক্ষদা। কেন তা'কি তুমি জান না মিনি? যখন একসঙ্গে মেদিনীপুরে থাকতুম তখন থেকে আমরা "অমিয়া" পাতিয়েছিলুম। (বিভাসের প্রতি) মিষ্টার মজুমদার তো এখন ম্যাড্রাসে, তুমি অনায়াসে মনে কল্লে বিকেলে আসতে পার্ত্তে।

বিভাস। ভবানীপুরে একটা "পর্দ্দা ক্লব" হচ্চে, বাণীবাবুর স্ত্রী তা'র বিশেষ উদ্যোগী, তা'ই বাণীবাবু দোয়ারী ডাক্তারকে দিয়ে আমায় একটা ঐ ক্লবের প্রস্‌পেক্টস্‌ লিখে দিতে অত্যন্ত অনুরোধ করেছিলেন, সেইটে লিখতে লিখতে অমিয়া সন্ধ্যা হ'য়ে গেল, তা'ই আসতে পাল্লুম না ভাই।

মহালক্ষ্মী। হ্যাঁ এই পর্দ্দা ক্লব আজকাল একটা নতুন ঢং হয়েছে বটে; অমৃতফুড! বিজ্ঞান-রিডার! পর্দ্দা ক্লব! আমরা যখন চাটগাঁয়ে ছিলুম, তখন সেখানে দেখতুম, সেই সেকেলে ক্রীশ্চানদের ঘরে সব আপনা-আপনি ডাকে—"ও বামার-মা-এন্‌দ্রুজ, কই গো ছকার-পিসি-পিটার্‌", এ পর্দ্দা ক্লব ঠিক যেন তা'ই!

মোক্ষদা। মহালক্ষ্মী দিদি! ক্রমে পর্দ্দার পাশে যখন ক্লব বসেছে তখন ও পর্দ্দা ফর্দ্দা হতে আর কতক্ষণ?

মহালক্ষ্মী। আমি ও ভণ্ডামি ভালবাসিনি, আমি মুন্সীকে স্পষ্ট বলে

রেখেছি, যে যা'রা বিধবা বিয়ে দেয় না তা'দের তুমি ক্রমাগত গাল দাও, এই দেখে নিও তোমার মুখ রাখবার জন্যে তুমি যদি আগে মর আমি আবার বিবাহ কর্ব্বোই কর্ব্বো। (সকল মহিলার হাস্য)

লাবণ্য। হাসি নয়, এ মহালক্ষ্মী-দিদিতো ঠিক-ই বলেছেন, কেন পুরুষ-রাই মর‍্যাল-করেজ দেখাতে পারে আর আমরা-ই কি এত ভীরু।

মোক্ষদা। তা' দিদি মিষ্টার মুন্সী শুনে কি বললেন ?

মহালক্ষ্মী। বলবেন আর কি! নিজের প্রমাই বাড়াবার জন্মে তিন-টার জায়গায় লাইফ ইন্‌শিওর কচ্ছেন।

বিভাস। তোমার নামে তো ? তা'হলে তোমার যৌতুকেরও সংস্থান করে যাচ্ছেন।

লাবণ্য। মোক্ষদা তুমিও তো আজ কাল এক রকম বিধবা হ'য়ে বসে আছ।

মোক্ষদা। দুঃ!

মহালক্ষ্মী। ছিঃ ওকি কথা লাবণ্য! লোকেনবাবু বেশ সেরে উঠেছেন শিগ্‌গির বাড়ী আসবেন।

লাবণ্য। সে যখন আস্‌বেন তখন আবার সধবা হবেন, এখন তো গ্রাস্‌-উইডো।

মহালক্ষ্মী। সে কি ?

বিভাস। তা' জান না মহালক্ষ্মী-দিদি ? স্বামী যখন দূরে—প্রবাসে থাকে তখন স্ত্রী গ্রাস্‌-উইডো হয়।

মহালক্ষ্মী। গ্রাস মানে তো ঘাস।

লাবণ্য। তা'ই হ'ল না, স্বামী কাছে নেই একা বসে-বসে ঘাস কাটেন তা'ই গ্রাস্‌-উইডো!

মোক্ষদা। লাবণ্য একটী উইট্!

বিভাস। হ্যাঁ ভাই অমিয়া ঠিক বলেছ, আমি তা'র একজন উইট্নেস্।

লাবণ্য। স্ত্রীলোক উইচ্ হওয়ার চেয়ে উইট্ হওয়া ভাল না?

বিভাস। তা'হ'লে তুমি দুই-ই, উইচ্‌ও বটে উইট্‌ও বটে!

লাবণ্য। দেখেছ ভাই মোক্ষদা তোমার অমিয়া আমায় গাল দিচ্চে,— অমন কল্লে আমি গোসা-ঘরে যাব।

বিভাস। রাগ কর কেন ভাই, বালিগঞ্জ অঞ্চলে তোমার নাম-ইতো বিউইচিং বিউটী!

মোক্ষদা। (নেপথ্যাভিমুখে দেখিয়া) ওকি আস্‌তে আস্‌তে ফির্‌ছেন যে মোহিতবাবু? আসুন না, এঁরা সব আমার বন্ধু, আসুন। (কাব্য-বিষাদাচ্ছন্ন মোহিতের প্রবেশ) চ'লে যাচ্ছিলেন যে?

মোহিত। (দীর্ঘ নিশ্বাস) আপনাদের এই শুভ্র তরল প্রমোদালাপের সময় আমার মতন অভাগার আসা উচিত নয়।

মোক্ষদা। কেন আপনি কবে থেকে "অভাগা" হলেন আবার? লাবণ্য ইনি-ই সেই মোহিতবাবু; অমিয়া তুমি-ও তো মোহিত-বাবুর "কোকিলার স্বয়ম্বর" পড়েছ!

মোহিত। আপনারা সকলেই আমার নমস্কার গ্রহণ করুন।

মহালক্ষ্মী। মিসেস্ চকার্‌বর্ত্তীর কাছে আপনার নাম-ই শুনতেম, আজ আপনার মত কবিকে দেখে আমরা বড়ই সুখী হলেম।

মোহিত। আপনাদের হৃদয় আছে তা'ই আমার ঐ সামান্য লেখা একটু-আধটু বুঝ্‌তে পারেন, কিন্তু দেশের লোক আমার শত্রু,

আমার অনিষ্টের জন্য অনেকেই প্রাণপণে চেষ্টা কচ্ছেন, কেবল খুঁজে-খুঁজে আমার লেখার নিন্দে বার করেন।

লাবণ্য। তা'হ'লে আপনার উচিত দেশের লোককে শাস্তি দেওয়া; একেবারে লেখা বন্ধ করে দিন।

বিভাস। বেশ পরামর্শ দিচ্ছতো লাবণ্য, তা'হ'লে আর পাঁচজন লোকের সঙ্গে আমরা-ও ওঁর অমন সুন্দর কবিতা পাঠে বঞ্চিত হই। হ্যাঁ অমিয়া তুমি না বলেছিলে মোহিতবাবু "কঠোপনিষদ" খানা ড্রামাটাইজ্ কচ্ছেন।

মোহিত। হ্যাঁ কচ্ছিলাম, কিন্তু বোধ হয় শেষ কর্ত্তে পাল্লুম না। আপনারা জানেন না আমি কি অভাগা। হতাশের আক্ষেপ ছাড়া অন্য কবিতা আর আমার হৃদয় হতে বেরোবে না!

মোক্ষদা। মোহিতবাবু আপনি আবার বিবাহ করুন, মনের মত জীবন-সঙ্গিনী পেলে আপনার প্রাণে শান্তি আসবে।

লাবণ্য। তা' কই ভাই মোক্ষদা? বায়রণ বল, শেলী বল, আরও অনেক বড়-বড় কবির বিবাহিত জীবন যে বড় সুখের ছিল তা' তো বোধ হয় না।

বিভাস। কেন ব্রাউনিং?

মোক্ষদা। ব্রাউনিং-এর স্ত্রী-ও তো বড় যে-সে কবি ছিলেন না। তা স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই যদি কবি হ'ন তা'হ'লে বোধ হয় সে জীবন বড় সুখের হয়।

মোহিত। (সাগ্রহে) সুখের সুখের! আপনার বিশ্বাস কি কবিনীর স্বামী যদি কবি হয়, বিদুষীর স্বামী যদি বিদূষক হয় তা'হ'লে কি বড় সুখের জীবন হয়?

মোক্ষদা। আমি তো আর পরীক্ষা করে দেখিনি, তবে সম্ভব ব'লে

বোধ হয়। আচ্ছা মোহিতবাবু আপনার বিধবা-বিবাহ কর্ত্তে আপত্তি আছে ?

মোহিত। (উৎসাহে) কিছু না! কিছু না! আপনি যদি বিধবা—অর্থাৎ কিনা—বিবাহ কর্ত্তে—কিনা বিধবা-বিবাহ—কি জানি কি বলছি আমার আজ যেন সব গোলমাল হ'য়ে যাচ্ছে।

মোক্ষদা। শুনলুম রামকমলবাবুর কন্যা সম্প্রতি বিধবা হয়েছেন, সে শিক্ষিতা ও সুন্দরী, মোহিতবাবু যদি বলেন তবে বাবু ফিরে এলেই সে সম্বন্ধের চেষ্টা করা যায়।

মোহিত। (উদ্‌ভ্রান্তভাবে) বাবু ফিরে এলে ? লোকেনবাবু ফিরে আসবেন তবে!—উঃ—উঃ!

লাবণ্য। কি মশাই আপনি যে একেবারে উতলা হ'য়ে উঠলেন, এ দেরীটুকু-ও সইবে না বুঝি ?

মোহিত। কিসের বিলম্ব! কে সে রামকমলবাবুর কন্যা! সেকি—সেকি কবিতাময়ী ? আর রামকমলবাবুতো সে মেয়ের বে দেবেন না।

বিভাস। কেন রামকমলবাবুতো বিধবা-বিবাহের জন্যে প্রাণ দিয়ে—

মোহিত। ঠাকুরদা বলেছেন সমাজ-সংস্কারটা হচ্ছে রামকমলবাবুর কাছারির পোষাক।

মোক্ষদা। ওঃ উনিও বুঝি একুল ওকুল দু'কুল রাখেন ? তোমার সেই গানটী কি অমিয়া ?

বিভাস। গেয়ে বল্‌তে হবে না অমনি কথা-ক'টা আওড়াবো ?

মহালক্ষ্মী। গান না গাইলে মিষ্টি লাগে না।

বিভাস। তা'হ'লে তোমরাও যোগ দিও ভাই।

গীত।

ওরা একুল ওকুল রাখবে দু'কুল মিলে ক'জনে।
থেকে জেতের ভেতর জাত মার্‌বে এইটী আছে মনে॥
ডিনারে টাউন হলে,
ব'সে যান দলে দলে,
(আবার) রাত পোহালে পালে মিশে যা'ন দলপতি ব'নে॥
হেথা পৈতা পরে ক্ষেত্রী,
হোথা নব্যতন্ত্রে নেতৃ,
এঁদের মাতৃভূমি বঙ্গদেশে ধাত্রীভূমি লণ্ডনে॥
আবছায়া আবছায়া,
বাহারে বেড়াবে জায়া,
খেমটাও নাচে ঘোমটাও বাঁচে এইটী ইচ্ছে গোপনে॥
চোরকে চুরি কর্‌তে ব'লে,
গেরস্থকে জাগিয়ে তোলে,
দৃষ্টি আছে চোরাইমালে বাড়ীঅলার প্রলোভনে॥

(রোরুদ্যমানা ব্যাকুলা আহ্লাদীর প্রবেশ)

আহ্লাদী। হিগ্ গো কে কুথাকে আছগো, মোর মা'কে ধরগো! নিমুন্তনে মাগো সব ব্যাগ্‌গতা কর্‌ছিক্ গা মা তোমরা সকলে পড়ে আমার মা'কে ধরগো!

মোক্ষদা। কেন কেন? কি হয়েছে আমার? ধর্‌বে কেন?

আহ্লাদী। তোমরা কি বল্যা গান কর্‌ছক্ গো? চুলোর পুলাওয়ের হাঁড়া চুলোর পর যে ফেঁস্বে গেল গো!

মোক্ষদা। তা' গেছে গেছে আবার না হয় রাঁধবে, তা'র জন্যে অমন কচ্ছিস্ কেন ?

আহ্লাদী। হিগ্ গো মাহুতবাবু তুমি কিম্মন্ বিটামানুষ গা, একটা সংএর মত দেঁড়িয়ে রইছ, আমার মা'কে ধরগ গো ধর, বাপ্পরে বাপ্প কি বাঘ গো কি বাঘ—মানুষ খেগো কুন্দাবাঘ !

বিভাস। আ ম'লো ক'ল্‌কেতায় বাঘ কি !—কোথায় ?

আহ্লাদী। মিচ্ছ্যা বলিতো চক্ষুদ্'টার মাথা খাই, ওগো সে কি বাঘ গো, তা'র ল্যাজটা সাত হাত লম্বা, চোকদু'টা শুনি——

(বিধুর প্রবেশ)

বিধু। মা উতলা হবেননা মূর্চ্ছা যাবেননা সকলে বলছে পৃথিবী গোলাকার না না পৃথিবীর নিয়মই এই তবে ব্যাঘ্র———

আহ্লাদী। বিধ্বি তুই রা কাড়িস্‌নেকো বলি, মোর মা'কে মুই বুঝপড় করাবো তুই কুথাথে আস্‌চুস্ আর সুবাচুন্নির কথা শুনাচ্ছুস্ ? মাধ্বা কইছে মা সে বাঘটা না———

মোক্ষদা। মাধা ? কৈ মাধা কি এসেছে নাকি ?

বিধু। বাবু প্রত্যহ বৈকালে পর্ব্বতে যেমন বেড়াইতে যাইতেন গত বৃহস্পতিবারেও তদ্রূপ গিয়াছিলেন এবং——

আহ্লাদী। সে কেঁদো বাঘের ঘরকে মানুষ কি ব্যাড়া কর্‌তি যায় গা, হি মা কওতো ? সন্ধ্যা হলো, গাঁয়ের লোক শাঁক বাজালেক্, পদিম জ্বাল্‌লেক্, মাধ্বা বলেক্ হেই বাবু আস্‌ছেক্ হেই বাবু আস্‌ছেক্, রবুয়া বলেক্ হেই বাবু আস্‌ছেক্. পাঁড়ে বলেক্ হেই বাবু আস্‌ছেক্, দুগ্‌গা-ঠাকুর বলেক্ হেই বাবু আস্‌ছেক্, (সরোদনে) আর বাবু ! বাবু কি আমার আর আছেক্ যে ফিরবেক্। সে

বাঘের বাড়ী জড়া-মড়া মরুক্, বাঘের বাঘিনীর সিঁতার সিঁদুর হাতের নোয়া ঘুচুক্!

মোক্ষদা। (সোদ্বেগে) সে কি সে কি। বাবুর কি হয়েছে?

মহিলাগণ। এঁ্যা এঁ্যা! কি হয়েছে কি হয়েছে?

মোহিত। তা'ইতো একেবারে স্পষ্ট বল না, আমার এরূপ সন্দেহ যে আর সহ্য হয় না!

বিধু। এবং তিনি সেই বাজাইবার একতারাটী সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন নিয়মিত সময় না ফেরায় সকলেই উদ্বিগ্ন হইল এবং চারিদিকে অন্বেষণ কর্ত্তে বেরুলো সেখানকার প্রত্যেক বাড়ী খোঁজা হ'ল লণ্ঠন মশাল প্রভৃতি নিয়ে সকলে পাহাড় বন অন্বেষণ কল্লে এইরূপ সে দিন ও তারপর চাঁরপাঁচ দিন দিবারাত্র অন্বেষণ করিয়া বাবুর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না পর্ব্বতের এক স্থানে একতারাটী ও পানের ডিবাটী পড়িয়াছিল রক্তের দাগ-ও ছিল সকলে সিদ্ধান্ত করিল যে বাবুকে ব্যাঘ্রে লইয়া গিয়াছে মা আপনি স্থির হউন পৃথিবীর নিয়ম-ই এই সকলে বলিতেছেন মামাবাবু নীচে পড়িয়া কাঁদিতেছেন সকলে কাঁদিতেছেন আপনি কাঁদিবেন না রান্নাঘরের উনুন নিবাইয়া দেওয়া হইয়াছে

আহ্লাদী। আর মাধ্বা আর দুর্গাঠাকুর। বাবু কি আর আছেক্ যে ফিরবেক্! সেখানকার সব মড়ল মড়ল বাবুগুলা পিয়াদা পাক চেইকিদ্দার মশাল না জ্বাইলে ল্যাঠাংঠাং না জ্বাইলে, লাঠি সোঁটা ক্যাঁচা খোঁচা লিয়ে ঘর-ঘর তালাসী কল্লেক্ গো ঘর ঘর তালাসী কল্লেক্, সে পাহাড় বন বাদাড় গাছ-পালা সবগো পাতি পাতি ক'রে খুঁজেলেক্—আ আমার বাবুগো, ইমন বাবু আমি আর কুথায় পাবোক্ গো! ইত্তো জমীদার জমাদ্দার রইচেক্,

ইত্তোপাটওয়ারী মহাজন রইছেক্, ইত্তো নাজীর দারোগা রইছেক্, মেগের কোল জুড়ে ইত্তো ভাত্তার রইছেক্, আর ভাত্তার-খাকীর ভাত্তার বাঘ লোকোলকে রেখে আমার বাবুকে-ই প্যাটে পুরলেক্ গা! মা তুমি ভেবুক্‌নি মা ভেবুক্‌নি, তোমার আহ্লাদ রইছেক্ তোমার দুস্কু কি?

(বিধু ও আহ্লাদীর শেষ উক্তি উভয়েই কেহ কাহারও দিকে লক্ষ্য না করিয়া এক সঙ্গে আপন মনে, বলিয়া যাইবে)।

মোক্ষদা। এঁ্যা সেকি! বাবু নেই!

(মূর্চ্ছাবসন্নভাবে মহালক্ষ্মীর ক্রোড়ে পতন ও অন্যান্য মহিলাগণের "এ কি হ'ল! আহা—হা—হা!" ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিতে করিতে মোক্ষদাকে ব্যজনাদি শুশ্রূসা।)

মোহিত। এঁ্যা লোকেনবাবুকে বাঘে খেয়েছে! ওঃ—"যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ"!

মহালক্ষ্মী। ওকি মোহিতবাবু! আপনি কি বল্‌ছেন?

মোহিত। জানি না! আমি কি বল্‌চি জানি নি! আমি আনন্দে—না না শোকে—না না আশ্চর্য্যে—বিস্ময়ে—আমি জ্ঞান-হারা হইছি! আমার কবি-প্রাণ পাগল হয়েছে! আহ্লাদী, বিধু, তোরা কি শোনালি! এ উন্মাদ আবেগে তোদের যে আমার খেয়ে ফেল্‌তে ইচ্ছে কচ্ছে!

আহ্লাদী। খাবেক্ কিগা? ও মাহুতবাবু তুমি মানুষ খাবেক্ কিগা! বাপ্পরে বাপ্প!

(পলায়ন)

বিধু। মোহিতবাবু আপনি আমাকে অনুগ্রহ করিয়া ভোজন করিবেন না এক্ষণে আমার মা'র শয্যা প্রস্তুত করা হয় নাই

গীত।

বাবুগো আমায় ক'রোনা ভোজন!
অস্থি মাংস পাবে অতি সামান্য ওজন ॥
যাইব পাতিতে মাতার যে শয্যা,
উনি কষ্ট পেলে হবে বড় লজ্জা,
কাঙ্গালে পুরিতে পেটে কেন আয়োজন ॥
সম্মুখে আছেন মহালক্ষ্মী দেবী,
দধি দুগ্ধ ঘৃত মুর্গী-মাংস সেবী,
উঁহারে আহার কর যদি প্রয়োজন ;—
দন্তী হ'তে যাই স'রে শতেক যোজন ॥ (প্রস্থান)

বিভাস। অমিয়া! অমিয়া'!

মোক্ষদা। একি! কি হলো! My husband! My love! My darling!

দুখিনী জীবন-দীপ নিভা'বার তরে।
দ্বীপী কি সৃজিলে বিধি ভারত ভিতরে ॥
না হ'তে পঁচিশ পূর্ণ, বিধবা হইনু তূর্ণ,
নর্ম্ম-হর্ম্ম্য হ'ল চূর্ণ হৃদয় বিদরে।
তিতিল বক্ষের বাস চক্ষু-জল ঝরে ॥
কবরী না বেঁধে আর, করিব লো হাহাকার,
জ্যাকেট বিকট বোধ হ'বে মম অঙ্গে।
হৃদয় প্রমোদ হীন, হাসির তরঙ্গ লীন,
নাচে কি কুরঙ্গী ব্যাধে বধিলে কুরঙ্গে ॥

মোহিত। ওহোঃ! ওহোঃ! কোমলে উজ্জ্বলে! কোমলে উজ্জ্বলে! বিষাদে সৌন্দর্য্যে!

আঁখি হ'তে মতি ঝরে, অধরে অমৃত ক্ষরে,
কা'র আদরিণী এই পতি-পাগলিনী রে।

সংসার বনের মাঝে, সাধের বিষাদ সাজে,
ক্ষিপ্ত পারা যুথ-হারা যেন ছাগলিনী রে ॥

মোক্ষদা। না না সে আছে! ঐ যে আমি দেখছি, এই যে আমার প্রাণনাথ!—এই যে আমার লোকেন!

মোহিত। না না কবিতাময়ি সে নেই সে নেই! এ যে আমি, আমি মোহিত।

(ব্যাকুলা গিরিবালার প্রবেশ ও মোক্ষদাকে আগ্রহে আলিঙ্গন)

গিরি। দিদি—ও দিদি—দিদি——

মোক্ষদা। গিরি! ভগ্নী আমার!

মোহিত। (আত্মগত) আহা হা! কি দেখি কি দেখি! কমলে কুমুদে আলিঙ্গন! এক দেহে আমি রবি চন্দ্র নই কেন!

গিরি। দিদিগো আমাদের এ সর্ব্বনাশ কেন হ'ল গো!

মহালক্ষ্মী। ছি ছি গিরিবালা কর কি! অমন অসভ্য-রোদন ক'রো না! আমারা শিক্ষিতা মহিলা; মোক্ষদা অবশ্য শোক কর্ত্তে হবে, আমরাও শোক কর্ব্বো, তুমি শোক-বেশে সজ্জিতা হ'য়ে ——

মহিলাগণের গীত।

সখি বিধিমত রীতিমত হও শোকাকুল।
কবরী খসা'য়ে দাও এলাইয়ে চুল ॥
কটীতটে পর নীলাম্বরী শাটী,
শোক-বেশ তা'তে হবে পরিপাটী,
পর নীলার বলয় করে কাণে নীল দুল ॥
সখি সুসভ্য বৈধব্য-জ্বালা,
হিস্‌টিরিয়া হাত-পা চালা,
কিম্বা সেজে ওফেলিয়া তোলা-ফেলা ফুল ;—
বিষাদিনী বিরহিণী বিরহে বাতুল ॥
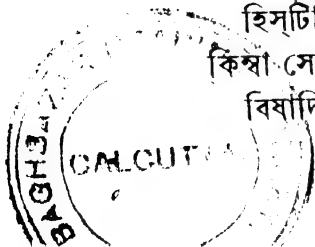
তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বাটী-সংলগ্ন উদ্যান।

গিরিবালা।

গিরি। দিদির ছেল,—গেল,—আবার হবে; কারুর জীবনে জোয়ার আসে ভাঁটা পড়ে, আবার জোয়ার আসে; আমার জোয়ারও নেই ভাঁটাও নেই, অথচ নদী শুকোয়নি, ছু'কুল—কাণে-কাণ! আমার নেই তা'ই হারাণোর ভয়ও নেই! বিয়ে হ'য়েছিল মনে আছে তা'ই সিঁতের সিঁদূরটুকু রেখিছি; "ধবা" কোথায় তা'র ঠিক নেই, তবু সধবা ব'লে একটু গর্ব্বও মনের ভেতর লুকুনো আছে; আর মনে আছে তা'র নামটী, বিয়ের সময় পিঁড়িতে ব'সে পুরুতের মুখে বরের নামটি শুনিছিলুম সে নামটি আমি ভুলিনি! সেই নাম আমার স্বামী—তা'রে আমি কত রকম-রকম ক'রে সাজাই, আমার মন সেই নামের জন্যে কত রাঁধে-বাড়ে কম্ম করে; নাম আমায় জ্বালা দেয়—আদর করে, আমি মান কল্লে নাম পায়ে ধরে; নামের আমার আপিস্ নেই—বিদেশ নেই—বিনাশ নেই। আমার দর্শন নেই পর্শন নেই খালি নামটি আছে স্মরণে;—"চোখেতে চাতকী, হৃদে চকা-চকী, উড়ে-গে' জুড়েছে বুক।"

গীত।

মুখটি আমার বুকে নেই তা'র নামটি আছে মনে।
সেই নামটি দিবানিশি ফিরছে আমার সনে॥

আমি উঠি বসি যাই শুতে বিছানায়,
নাম সঙ্গে ওঠে সঙ্গে বসে সঙ্গে শুতে যায়,
নাম কত কথা সুধায় আমায় পেলে পরে নির্জ্জন ॥
নাম আমার জপমালা জুড়ায় জ্বালা,
আমার সিঁতের সিঁদুর হাতের বালা,
নাই বিরহ অহরহঃ মধুর মোহ নামের লাপনে ;—
আমি নামের প্রেমে সুখে আছি অনেক দাহ দেহের মিলনে ॥

(সুরেশের প্রবেশ।)

সুরেশ। কি রাধে কেমন আছ ?

গিরি। (সাহ্লাদে করতালি দিয়া) এ কে ? সুরেশ-দা তুমি কোত্থেকে ? এদ্দিন কোথায় ছিলে ? কবে এলে ? কোথায় আছ ? এখানে কখন এলে ? খাওয়া-দাওয়া হয়েছে ? আজ থে আর যাবে না ?

সুরেশ। তোর কোন্ কথাটার জবাব আগে দেব বলদিকিন রাধে ?

গিরি। তোমায় কদ্দিন দেখিনি বল দিকি। দিদিকে পর্য্যন্ত তো একখানা চিঠি লেখনি। আমি যা'র ভেবে মরি———

সুরেশ। আমায় ভাবতে তুমি রাধে ?

গিরি। ভাবতুম না! তুমি দয়া ক'রে আমায় এখানে না রেখে গেলে আমার প্রাণ উদিকে যাক্, জাত-কুলের কি হ'ত!

সুরেশ। তবু ভাল, আমি মনে কত্তুম যে ভগবান বাপ মা ভাই স্বামী পৃথিবীতে যে-যে আপনার থাকবার আপনার হ'বার সব্বাইকে সরিয়ে নিয়ে রাধেকে ভাবনার হাত থেকে মুক্ত ক'রে দিয়েছেন।

গিরি। না না তোমায় রোজ-রোজ ভাবতুম, রোজ-রোজ মনে কত্তুম, একটা কারুর জন্যে না ভেবে ম'লে কি থাকা যায় গা!

সুরেশ। সংসারে যা'র ভাবনার জন নেই সে মনে কল্লে তা'র নির্জ্জন মনে ভগবানকে বেশ ভাবতে পারে।

গিরি। আমার মন নির্জ্জন কই? মানুষ নেই ছায়া আছে, মনটা যেন আমার ভূতের বাড়ী হ'য়ে পড়েছে!

সুরেশ। কেন সেই নন্দ-হতভাগাটার কথা কি এখনও ভাবো?

গিরি। (মস্তক অবনত করিয়া) সুরেশে-দা আমি এখন সব বাংলা বই পড়তে পারি, দিদির কাছে আমি অনেক শিখিছি। দিদিও তোমার নাম প্রায় কত্তেন, বলতেন ঠাকুরপো কোথায় গেল একখানা চিঠি পর্য্যন্ত দেয় না!

সুরেশ। বটে! তবে আমায় ঠাকুরপোগিরি চাকরী থেকে বরখাস্ত কচ্চেন কেন?

গিরি। কি জানি—কি করে বোলবো? বোধ হয় বিধবা-বিয়ে না কল্লে ওঁদের অধর্ম্ম হয়, নইলে দিদিতো বাবুকে খুব ভালবাসতেন, আর তাঁ'র তো দিদি-অন্ত প্রাণ ছিল। দিদির সঙ্গে কি তোমার দেখা হয়েছে?

সুরেশ। হাঁ৷ তাঁ'র সঙ্গে কথা কয়েই তোমার কাছে আসছি; ওই তুমি যা' বল্লে, বউ-ঠাকুরুণ মানুষ খুব ভাল, মেজদাদাকেও যে ভুলেছেন তা'ওতো মনে হয় না, কিন্তু সবই দেখছি শিক্ষার দোষ; "কেন এ কাজ কত্তে যাচ্চ" জিজ্ঞাসা করায় উত্তর দিলেন "এতে আমি তাঁ'রই মনোমত কার্য্য কচ্চি, তিনি বিধবা-বিবাহ চালাবার জন্যে প্রাণপণ করেছিলেন, রামকমলবাবু বিধবা-কন্যার বিয়ে দেননি ব'লে [illegible]

বিবাহ না করি তা'হলে তাঁ'র আত্মা অত্যন্ত কষ্ট পাবে"। যে এ রকম কথা কয় তা'র সঙ্গে আর কি তর্ক করবো, তারে কি বোঝাব বল দিকিন রাধে?

গিরি। অ দাদা আর আমি রাধে নই, এখন আমি গিরিবালা হয়েছি, দিদি নাম বদলে দিয়েছেন।

সুরেশ। হ্যাঁ শুনিছি, তা' আমি পুরোণো অভ্যাস ভুলতে পারিনি।

গিরি। না না তুমি আমায় সেই রাধেই বোলো।

সুরেশ। তোমাদের এখানকার অনেক নতুন নতুন ধরণের ভেতর নাম বদলানটাও দেখছি একটা চলন হ'য়ে দাঁড়িয়েছে

গিরি। কেন আবার কে কা'র নাম বদলে দেছে?

সুরেশ। তোমার দিদির এবার যে নতুন বরটী ঠিক হয়েছে তা'র সঙ্গে কি তুমি কথা-টথা কও?

গিরি। আমি তো ওখানে বাইরের কারুর সামনে বেরুতুম না, তবে যে দিন সেই সর্ব্বনেশে খবর আসে সে দিন কাঁদ্‌তে-কাঁদ্‌তে দিদিকে সামলাতে গেছলুম তা'রপর দেখি মোহিতবাবুও সেখানে আছেন, সেই অবধি একটু-আধটু সামনেও বেরুই আর জিজ্ঞেস কল্লে এক-আধটা কথার উত্তর-ও দিই।

সুরেশ। ও এখানে জুটলো কি করে?

গিরি। তা' কেমন ক'রে জানবো? তবে শুনিছি উনি নাকি খুব কবি, অনেক বই-টই-ও লিখেছেন। তাঁর সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছে?

সুরেশ। আমি তা'কে দেখিছি বটে কিন্তু সে আমাকে দেখেনি; হ্যাঁ—তুমি আমার কথা তা'কে কিছু বোলো না বা আমার নাম-টাম কার সামনে কোরো না।

গিরি। কেন তোমার সঙ্গে আগেকার চেনা আছে নাকি ?

সুরেশ। হ্যাঁ ; আমি ওর কিছু ধারি, সে ঋণ শোধ না দিয়ে দেখা দেব না।

গিরি। হ্যাঁ তুমি ধার বই কি ! তোমার-ই কত লোকে ধারে, তুমি —কারুর কিছু ধার না।

সুরেশ। হ্যাঁ রে পাগলি ধারি বই কি, তা' নাহ'লে টাকার জন্যে বছর দুই ধ'রে বর্ম্মার জঙ্গলে জঙ্গলে ফিরি।

গিরি। ওঃ। তুমি বর্ম্মায় গেছলে। তাই এ্যাদ্দিন আসতে পারনি? হ্যাঁ দাদা আমার জন্যে সেখান থেকে কিছু নিয়ে এলে না ?

সুরেশ। এনিছি বই কি।

গিরি। কই দাও,—কি এনেছ ?

সুরেশ। তোর বর!

গিরি। যাও (সলজ্জভাব)

সুরেশ। আচ্ছা রাধে, তোর এই মোহিবাবুকে কি রকম মনে হয় ?

গিরি। কে জানে।

সুরেশ। "কে জানে" কি রকম ?

গিরি। ও কেন আমার দিদিকে বে কর্ব্বে ?

সুরেশ। ও না কল্লে এদের ভেতর আরো কত বর জুটতো ; রূপ গুণ বিদ্যা ঐশ্বর্য্য তোমার দিদিরতো কিছুর-ই অভাব নেই।

গিরি। তা' জুটতো জুটতো,— ও কেন বে কর্ব্বে ?

সুরেশ। সে কি রাধে—সর্ব্বনাশ! তুই নিজে মোহিতকে ভাল-বেসেছিস নাকি ?

গিরি। না-না-না ভালবাসা কি তা' আমি জানি নি, ওঁকে দেখলে আমার ভয় করে।

সুরেশ। কেন তোমায় কখন-ও কিছু বলেছে না কি ?

গিরি। না না কিছু না—কিন্তু তবু কে-জানে কেন আমার ভয় করে !

সুরেশ। তা'হ'লে চল্ আমার সঙ্গে চল্, এখানে আর থেকে কাজ নেই।

গিরি। না এখন যাবনা,——আর দিন কতক বাদে।

সুরেশ। এই বে-টা হ'য়ে গেলে ?

গিরি। বে !—হ্যাঁ—কেন ও দিদিকে বে করবে ?

সুরেশ। আচ্ছা ওর সঙ্গে যদি তোমার দিদির বে বন্ধ ক'রে দিতে পারি ?

গিরি। (আহ্লাদে করতালি দিয়া) পার না কি ? তা'হ'লে বেশ হয়—বেশ হয়—বেড়ে মজা হয় !

সুরেশ। রাধে, আমার একটি কাজ কর্ত্তে পার্ব্বি ?

গিরি। পার্ব্বো না ! তোমার জন্যে আমার জাত-কুল ধর্ম্ম সব বজায় রয়েছে, আর তোমার একটা কাজ কর্ত্তে পার্ব্বো না !

সুরেশ। কিন্তু কাজটা একটু শক্ত, এতে তোমার বড় ধৈর্য্য রক্ষা কর্ত্তে হবে, হয়তো একটু মিষ্টি চাতুরীর-ও প্রয়োজন।

গিরি। তুমি বল না আমি প্রাণপণ চেষ্টা ক'রে দেখবো ; আমি কখনও কারুর কোন কাজ কর্ত্তে পাইনি, একবার একটা কাজ পেলে বাঁচি !

সুরেশ। রাধে তুমি বল্লে তোমার দিদির কাছে অনেক লেখা-পড়া শিখেছ, কিন্তু আমি জানি যে আর এক শিক্ষাস্থলে,—দুঃখের পাঠশালায়—তোমার যা' শিক্ষালাভ হয়েছে সে শিক্ষা সে জ্ঞান কোন কালেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাওয়া যায় না ; আজ আমি তোমার সেই শিক্ষার পরীক্ষা নেব।

গিরি। নাও দাদা নাও।

সুরেশ। আচ্ছা, তা'হ'লে যদি তুমি আমার কথা শুনে কাজ কর অই মোহিতটাকে আমি খুব জব্দ ক'রে দিতে পারি।

গিরি। (সোদ্বেগে) জব্দ কি ? তা'তে কি ওঁর কোন রকম অনিষ্ট—

সুরেশ। হ্যাঁ ও মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক, ওর নাম মোহিত নয় ;—তা' ছাড়া ওর আর এক বিবাহ আছে।

গিরি। হ্যাঁ সে সবাই শুনেছে, কিন্তু সে স্ত্রী-তো ওর বেঁচে নেই ছেলে-বেলাই মরে গেছে।

সুরেশ। মিথ্যে কথা! সে বালিকার ও কখন কোন খবর নেয়-ওনি, কোন খবর রাখেও না, সে বেচারীর তোমারই মত দশা।

গিরি। আহ্যহা! তা'—তা'—তা'—হ'লে আমার তো একথা দিদিকে এখুনি বলা উচিত।

সুরেশ। ওকে পুলিশের হাতে দিলেই তোমার দিদি সব টের পাবেন।

গিরি। না না পুলিশে দিয়ে কাজ নেই, বরং তুমি লুকিয়ে ওঁর সঙ্গে দেখা কর, তোমায় দেখ্‌লে সবই বুঝতে পারবেন, তখন সাবধান হ'বার জন্যে নিজেই পালিয়ে যাবেন।

সুরেশ। কেন রাধে! এ রকম লোককে শাসিত করা অবশ্যই উচিত ; আর তোমার মনই তো তোমায় বলে দিয়েছে ও তোমার শত্রু, নইলে ওকে দেখলে তোমার ভয় করবে কেন ?

গিরি। না শত্রু নয়—তা' কেমন করে বলি, আমার সঙ্গে খুব সম্ভ্রম রেখে কথা ক'ন,—আমার অবস্থা শুনে ওঁর প্রাণে যে দুঃখ হয় তা'ও বোঝা যায়।

সুরেশ। ওর প্রাণ আছে! তুমি বিশ্বাস কর রাধে ওর প্রাণ আছে ?

গিরি। তা' আমি কেমন ক'রে জানবো, আমি পাড়াগাঁয়ে মানুষ হইছি সহরের ধরণ-ধারণ অনেক নতুন রকম দেখছি সব তো বুঝতে পারিনা।

সুরেশ। সবাইকে ফাঁকি দিয়ে যে কেবল নিজে সুখ-ভোগ কর্ত্তে ইচ্ছে করে, যে বাপের নয় মা'র নয় ভা'য়ের নয় ভগ্নীর নয় ভার্য্যার নয়,——কেবল অহং! ফাঁকা জাঁক ফাল্‌তো বাহাদুরী দেখিয়ে দায়িত্ব-শূন্য সর্ব্বগ্রাসী-বিলাস-ভোগ-ই যা'র অভিলাষ তা'র আবার প্রাণ আছে!

গিরি। তোমার ও-সব কথা আমি বুঝতে পারি না সুরেশ-দা, আমার যে ওঁকে দেখলে ভয় করে বলেছি সে বোধ হয় আমি দুর্ব্বল ব'লে, তা'তে ওঁর দোষ কি? (কিঞ্চিৎ নীরব থাকিয়া) না না সুরেশ-দা, না না সুরেশ-দা! মোহিতবাবুকে নিয়ে থানা-পুলিশ ক'রে কাজ নেই; তুমি দিদিকেও রক্ষা কর ওঁকেও রক্ষা কর, ওঁকে এখান থেকে আস্তে-আস্তে সরিয়ে দাও।

সুরেশ। যে নিষ্ঠুর হ'য়ে তোমার দিদির এই ক্ষতি কত্তে যাচ্ছে, যে প্রবঞ্চক তাকে তুমি শাস্তি দিতে দেবে না?

গিরি। না। তোমার পায়ে-পড়ি সুরেশ-দা রাগ ক'রনা, আমি কি ব'লে ফেল্লুম!—সুরেশ-দা তোমার মতন উঁচু-মন পৃথিবীতে ক'জনের আছে ভাই? আর এও-তো হ'তে পারে যে ছেলেবেলা থেকে মোহিতবাবু কারুর কাছে তেমন একটা ভালবাসা পান নি তা'ইতে নিজেই নিজেকে একটু-একটু ভালবাসতে-বাসতে শেষ প্রাণের সমস্ত ভালবাসাটা আপনাকে-ই দিয়ে ফেলেছেন।

সুরেশ। রাধে আমায় সত্যি বল্‌বি মোহিতের জন্যে তোর প্রাণে এ কাতরতা কেন?

গিরি। একি—কাতরতা? তুমি যখন বলছো তখন তা'ই।

সুরেশ। লুকুসনি আমায় সত্যি করে বল্; দেখ্ আমি তোর মা'র পেটে জন্মাইনি বটে রাখে—————

গিরি। না না তা'র চেয়ে ঢের বেশী! মা'র-পেটের ভাই ভাব-ও করে আড়ি-ও করে, আদর-ও করে ঝগড়া-ও করে, মায়ের কোল নিয়ে কাড়াকাড়ি করে, আর তুমি আমায় কেবল যত্ন ক'রেছ, কেবল স্নেহ ক'রেছ; এখানকার মা-বাপের দেওয়া নয় তুমি আমার পরমেশ্বরের দেওয়া দাদা!

সুরেশ। তবে আমার কথার উত্তর দাও।

গিরি। কি উত্তর দেব—আমি যে কিছু বুঝতে পারছি নি দাদা;—আচ্ছা সেই যে বলে এক রকম রাজসাপ আছে সে যদি বেরিয়ে কোন পাখীর দিকে চায় তা'হ'লে সে পাখী মর্বো জেনেও আর পালাতে পারে না আস্তে-আস্তে নিজে এগিয়ে সাপের মুখের কাছে যায় আর সাপ তা'কে খেয়ে ফেলে,—একি তাই?

সুরেশ। কিম্বা পতঙ্গ যেমন প্রদীপের ওপর গিয়ে পড়ে!

গিরি। সুরেশ-দা!

সুরেশ। সে যাক্, শোন যা বলছিলুম, তোমার স্বামীর সন্ধান পেয়েছি, নন্দর সঙ্গে আমার দেখা হ'য়েছিল।

গিরি। (সবিস্ময়ে চমকিত হইয়া) য়্যাঁ!—সে কি বেঁচে আছে?

সুরেশ। প্রাতঃবাক্যে!

গিরি। এবার যা'কে বে করেছে তা'কে দেখেছ? সে কি খুব সুন্দরী?

সুরেশ। হ্যাঁ তা'র স্ত্রী সুন্দরী বটে।

গিরি। সুরেশ-দা এইবার তুমি একটি বিয়ে কর, তোমার পায়ে পড়ি দাদা বিয়ে কর।

সুরেশ। (ঈষৎ হাস্যে) কেন ?

গিরি। তা'হ'লে আমি গিয়ে তোমার সংসারে থাকি। আমি ঘর-কন্নার কাজ সব জানি তোমায় কিছু ভাবতে হবে না, আর বৌ'কে আমি কুটোটি নাড়তে দেব না। (একটু পরে) আচ্ছা তা'র এবারকার বৌ কি বেশ লেখা-পড়া জানে ?

সুরেশ। তুই আপনি-ই কেন জিজ্ঞেস ক'রে দেখিস না।

গিরি। আমি! আমি কা'কে জিজ্ঞেস কর্বো ?

সুরেশ। মোহিতবাবুকে।

গিরি। (ঘোর বিস্ময়-বিহ্বলা) য়ঁ্যা—এ্যা—এ্যা—এ্যা!

সুরেশ। রাধে— (দৃঢ়তরভাবে) রাধে! রাধে!

গিরি। (সজোরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) দাদা! দাদা!

সুরেশ। স্থির হও রাধে সামলে নাও,—ওকি!

গিরি। না না কিছু নয়, আমি বেশ আছি। (অতি ব্যস্ততাসহ) আমায় এখান থেকে নিয়ে চল সুরেশ-দা, শিগ্‌গির নিয়ে চল; যদ্দিন না তুমি সংসার কর তদ্দিন এই পাড়াতেই একজন বৃদ্ধলোক আছেন তাঁ'কে সবাই ঠাকুরদাদা বলে তাঁ'র বাড়ীতে আমায় রেখে এস, তিনি বড় ভাল বড় ধার্ম্মিক লোক, দুঃখী ব'লে আমাকেও তিনি খুব স্নেহের চক্ষে দেখেন।

সুরেশ। এখন তো বুঝ্‌তে পার্‌লে তোমার সতীন হয় নি তবে আবার পালাতে চাচ্ছ কেন ?

গিরি। দিদির——মোক্ষদা-দিদির সঙ্গে তো———

সুরেশ। এই বিয়ের ব্যাপার তোমায় বন্ধ করতে-ই হবে, নইলে এই দু'বৎসর ধরে আমাদের বৌ যে তোমায় এত যত্ন ক'রেছেন তা' সমস্ত ভুলে এই বিপদে তুমি তাঁ'কে ফেলে পালাবে ?

গিরি। না না তবে আমি যাই দিদিকে সব——না না আমি পার্বো না, বড় লজ্জা করে,—তুমি গিয়ে দিদিকে সব বল।

সুরেশ। হঠাৎ না। তুমি অনুরোধ না কল্লেও তোমার স্বামীকে আমি ফৌজদ্দরীতে ফেলতুম না, কিন্তু আপনা-আপনির ভেতর ওকে কিছু শিক্ষা দিতেই হবে, আর সেই সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের বৌ-ঠাকরুণের-ও যা'তে একটু চৈতন্য হয় তা'ও চেষ্টা ক'রে দেখ্‌বো ; কিন্তু তা'র জন্যে তোমার বুদ্ধি তোমার ধৈর্য্য আর তা'র সঙ্গে তোমার স্ত্রীজাতি-সুলভ সরল চাতুরী আমার প্রধান ভরসা ; বল তুমি আমার সহায় হবে তো—মনের জোর ঠিক রাখতে পার্বে তো ?

গিরি। আমিও ওঁকে চিন্তে পারিনি, উনিও আমায় চেনেন না, কিন্তু—

সুরেশ। কিন্তু কি ?

গিরি। বোধ হয় এখন আর আমায় তত তাচ্ছিল্যের চ'ক্ষে দেখেন না।

সুরেশ। আর সতি! বোধ হয় তুমিও পতির সকল অপরাধ ভুলে যেতে প্রস্তুত ? তা' দেখ খুব সাবধান, এ সব কোন কথা এখন যেন আকার-ইঙ্গিতেও প্রকাশ না হয়, অথচ আর সময় নেই বিলম্ব কল্লেও চলবে না। তুমি যে ঠাকুরদা ম'শায়ের কথা বল্লে তাঁ'কে আমি চিনি, তাঁর ওখানেই আমি যাচ্ছি তাঁ'র পরামর্শ নিয়ে যা' করা উচিত তোমায় এসে বলবো।

গিরি। তা' দাদা—আমি পাঁড়াগেঁয়ে মেয়ে—আমি ও-সব লেখা-পড়া-শেখা চাতুরী—তা' আমি—তা' আমি——

সুরেশ। দেখ হাতে পেয়ে স্বামীকে আবার হারিও না ; শুধু হারাণো নয়, পথভ্রান্ত স্বামীকে স্ত্রী-ই সুপথে আন্‌তে পারে ; আর মনে রেখ বৌ-ঠাকরুণের স্নেহের ঋণ তোমায় পরিশোধ কত্তেই হবে।

(প্রস্থান)

গিরি। কে আমার ভেতরে আছে ? কে সে পাখীটি যে আমার মনের কাণে-কাণে বলে দিয়েছিল যে ঐ মোহিতবাবুটি তোর কেউ ? শত্রু কি মিত্র তা' খুলে ব'লতো না, তবু কেবল বলেছে কেবল বলেছে যে এই মহাজনতার ভেতর ও-ই তোর কেউ! আহা জ্ঞানের অভিমানে সেই পাখীটির ঠোঁট দু'খানি কেন মানুষে চেপে ধরে ? তাঁকে ছেড়ে রাখলে, তা'কে কথা কইতে দিলে আর তো কোন গোল থাকে না! বল্ পাখী বল্ এখন আমি কি করি ? মন তোর পায়ে পড়ি তুই আর পাঁচ-জনের ধার-করা কথা নিয়ে আমায় উপদেশ দিসনি! একটী বার,—আমায় জীবনের এই বিষম সন্ধিস্থলে একটী বার তুই আমার সেই পল্লীগ্রামের কুটীরে ফিরে চল্—আর সেই পাখীটি আমায় কি কত্তে বলে শুনে বল্!—কিন্তু সুরেশ-দার কথা শুনে এখন সব চেপে রেখে শেষ একেবারে পাঁচজনের সামনে দিদিকে অপ্রস্তুত করা, তাঁ'কে লজ্জা দেওয়া কি ভাল ? তাঁ'র এত যত্নের প্রতিদান কি ——ও কি ও ? ছি! ছি! ছিঃ মন! বুকের ভেতর ব'য়ে বেড়াচ্ছি আর একটা কথা রাখলিনি, পাখীকে না কথা কইতে দিয়ে আপনি পণ্ডিতি আরম্ভ কল্লি, তর্ক তুল্লি ? ধিক্ ধিক্ তোকে! বল পাখী বল আমাকেই বল আমি তোমার কথা শুন্‌বো, (কিঞ্চিৎ নীরব থাকিয়া) হ্যাঁ ঠিক! ঠিক-ইতো! এই যে জোটা-জোট এই যে অঘটন-ঘটন একি আমি করিছিলুম না আমার জন্যে আর কেউ ভেবে-চিন্তে চেষ্টা করে করেছিল ? সমস্ত পৃথিবীটা পড়ে থাকতে সুরেশ-দা আমাকে এই খানেই বা রেখে গেলেন কেন ? আর আমার স্বামীও যে এঁদের বাড়ী এসে মেশামিশি কর্‌বেন তা' আমার কথা ওদিকে যা'ক সুরেশ-দাও কখন স্বপ্নেও ভাবেন নি! হ্যাঁ পাখী হ্যাঁ, আমি তোরই

কথা শুনলুম, স্রোতে গা ঢেলে দিলুম, যখন যা-হবার, যা'রপর যা' হবার হবেই,—আমি কে? বেশ কথা পাখী বেশ, এ ঘটনা যে ঘটায় সে-ই কর্ত্তা! সে যদি ভাসিয়ে নে যায় ভেসেই যাব, কূলে তুলে দেয় কূলে উঠ্‌বো, আর ডোবায় যদি ডুবেই যাব! না পাখী আর আমি চেষ্টাও কর্বো না তর্কও কর্বো না বুদ্ধিও চালাবো না— যখন যা' করাবি কর্বো, যখন যা বলাবি বলবো!

(মোহিতের প্রবেশ।)

মোহিত। (সচকিতে) একি আপনি! ইনি কোথায়? (গিরিবালা অবগুণ্ঠন টানিয়া গমনোদ্যতা।) চ'লে যাচ্ছেন কেন? সে দিন থেকে তো আমার সামনে আপনি বা'র হ'ন।

গিরি। এখানে —আর—কেউ নেই———

মোহিত। ইনি কোথায়?

গিরি। কিনি?

মোহিত। এই ইনি—এই তিনি—এই আপনার দিদি?

গিরি। আমার দিদি? কেন আপনার কি কেউ নয়?

মোহিত। হ্যাঁ—না—আমার-ও; তিনি আমার হ'লে তুমিও আমার বড় আপনার হবে গিরিবালা; তোমার দিদির সঙ্গে আমার বিবাহ হ'লে তুমি আমায় দাদা বলে ডাক্‌বে তো?

গিরি। কেন আপনাদের কি দিদির সঙ্গে দাদার বিয়ে হয়?

মোহিত। আহা আপনার প্রাণে এমন কবিতা আছে তা' আমি জানতেম না।

গিরি। চোদ্দয়-চোদ্দয় মিল হলেইতো পদ্য হয় শুনেছি, দিদির সঙ্গে দাদার বিয়ে——ওটা কি "চতুষ্পদী"?

মোহিত। আহা! আপনি কি চতুরা!

গিরি। না সর্ব্বস্ব হারিয়ে ফতুরা!

মোহিত। বাস্তবিক আপনার দুঃখের কথা শুন্‌লে আমার প্রাণে বড় কষ্ট হয়!

গিরি। বড় বাধিত হলেম!

মোহিত। উঃ! আপনার স্বামী কি পাষণ্ড!

গিরি। আপনি কি আমায় পতিনিন্দা শোনাবার জন্যে ডেকে দাঁড় করালেন?

মোহিত। আশ্চর্য্য! সেই বর্ব্বরকে এখন-ও আপনি পতি বলে মনে করেন?

গিরি। যা'র সঙ্গে বিবাহ হয়েছে তা'কে পতি বলে মনে কর্‌বোনা তো কি বাড়ীর সরকার-মশাই মনে কর্‌বো?

মোহিত। সরকার-মশাই কি! সে গর্দ্দভ আপনার অই শতদল-কোমল পায়ে জুতো পরাবার পর্য্যন্ত উপযুক্ত নয়!

গিরি। ওকি কথা ছি! আমার সোয়ামী কি মুচী?

মোহিত। মুচী? সে হাড়ী! চণ্ডাল! চামার!

গিরি। আমি আপনার কি করেছি যে আমায় চণ্ডালের স্ত্রী হাড়ীর স্ত্রী যা'-তা' বলছেন?

মোহিত। আপনাকে বলছি! আপনাকে আমি দেবী অপেক্ষাও অধিকতর আরাধ্যা মনে করি! বিবাহের পর যা'র সঙ্গে আপনার কখন-ও দেখা হয় নি যে ইতর যে পাপিষ্ঠ যে পিশাচ আপনাকে একেবারে পরিত্যাগ ক'রে গেছে সে আবার আপনার পতি কি!

গিরি। আপনি নিতান্ত অন্যায় বলছেন না, কিন্তু তবু সে বেচারীকে আপনি গাল দিচ্ছেন তা'তে কে-জানে আমার মনটা কেমন কচ্চে।

মোহিত। আশ্চর্য্য মন স্ত্রীলোকের! এমন নরাধম স্বামীর ওপরে-ও মমতা থাকে! আচ্ছা সে বেঁচে আছে কি না তা'র কখন কোন সংবাদ পাননি?

গিরি। কে আমায় সংবাদ দেবে?

মোহিত। সে মরেছে!

গিরি। বালাই!

মোহিত। বালাই কি? সে না মলেও মরেছে, তা'র মরাই উচিত। হায় হায় আপনি যদি বিধবা হ'তেন!

গিরি। আমার সোয়ামী এখানে উপস্থিত থাকলে কখন-ই আপনি এ সব কথা বল্‌তে পাত্তেন না।

মোহিত। সে মূর্খ পাজী বানরাধম এখানে থাকলে আমি তার মুখে আগুন জ্বেলে দিতুম।

গিরি। আর সেই রোসনায়ে—সেই আলোয় দাঁড়িয়ে আপনি সদ্য-বিধবা মোক্ষদাসুন্দরীকে বিবাহ কর্ত্তেন!

মোহিত। (অপ্রস্তুতভাবে) অন্যায় হয়েছে, না না অন্যায় হয়েছে; আপনাকে কোন কথা বলবার আমার অধিকার কি! না না বেঁচে থাক—আপনার স্বামী বেঁচে থাক;—তবে সে নিতান্ত অভাগা নইলে আপনার মতন স্ত্রীকে যত্ন ক'রে আদর ক'রে পূজা ক'রে নিজের জীবন অমৃতময় কর্ত্তে পেলে না!

গিরি। আমি তাঁর জীবন অমৃতময় কি বিষময় কি কর্ত্তেম তা' আপনিই বা জানলেন কেমন ক'রে, তিনি-ই বা জানতেন কেমন ক'রে, আমি-ই বা জানবো কেমন ক'রে?

মোহিত। পূর্ণিমার চন্দ্র-কিরণ কি কা'কেও অসুখী কর্ত্তে পারে?

গিরি। পারে বৈকি।

মোহিত। সে কি!—কা'কে?

গিরি। কেন,—চোরকে!

মোহিত। (স্বগত) মোক্ষদা স্ফুট-কবি, কিন্তু অস্ফুট-কবি গিরিবালা যেন আরো মিষ্ট!

গিরি। আমি তো দেখি পৃথিবীতে একজনের যা' অমৃত অন্যের তা' বিষ, যা'তে একজনের সুখ তা'তে অন্যের অসুখ; এই দেখুন না, আপনি আজ সুখের সাগরে ভাসছেন, আপনার মন আহ্লাদে নাচছে, কিন্তু অকলঙ্ক চন্দ্রের মত দিদির স্বামী যদি আজ বেঁচে থাকতেন তা'হ'লে আপনার এ সুখ এ আহ্লাদ কোথায় থাকতো।

মোহিত। গিরিবালা!

গিরি। ম'শাই!

মোহিত। বিধবা-বিবাহ কি মন্দ?

গিরি। আকাশ-পিদ্দিম কি চাঁদ!

(প্রস্থান।)

মোহিত। এ তো জেলসি! পরিষ্কার জেলসি! নইলে আমি মোক্ষদাকে বিবাহ কর্ত্তে যাচ্ছি বলে আমায় ভৎর্সনা কর্বে কেন? উঃ আমি কচ্চি কি! স্ত্রীহত্যা কর্ত্তেই কি আমার জন্ম! প্রথমে মোক্ষদাকে মালুম, এই গিরিবালা—ওকে-ও বোধ হয় বা মেরে ফেলি! তা' আমার দোষ কি? আমার এই রমণী-মোহন-মূর্ত্তি কিছু আমি নিজে গড়িনি, আর কবি বলে যে প্রসিদ্ধ হইছি তা'ও কিছু পরিশ্রম ক'রে লেখা-পড়া শিখে নয়। আচ্ছা জল মিষ্টি না তেষ্টা মিষ্টি?—তেষ্টা-ই মিষ্টি, কেন-না পিপাসা না থাকলে তো আর জল মিষ্টি লাগে না; মোক্ষদা-রূপ বরফজলের গেলাস এখন আমার হাতে তা-ই আর তা'র জন্যে তত তেষ্টা নেই; কিন্তু গিরি-

বালার রূপ আমার চোখে এখন যেন উছলিতা যমুনা, তা'ইতে ঝাঁপিয়ে পড়ে ডুবে থাকতে ইচ্ছা কচ্ছে! আচ্ছা সমাজ-সংস্কারের প্রোগ্রামের ভেতর বিধবা-বিবাহের সঙ্গে বহু-বিবাহ, অন্ততঃ দুই বিবাহ মিশ খাইয়ে দেওয়া যায় না? মোক্ষদা প্রভাত সূর্য্য আর গিরিবালা শান্ত জ্যোৎস্না! লোকেনবাবু তোমার ব্যায়রাম আরাম হ'তে আমি তোমায় স্বার্থপর বলেছিলুম, এখন মরেছ,—আজ বলি তুমি আমার শনি!

(**প্রস্থান।**)

(গিরিবালার পুনঃ প্রবেশ।)

গিরি। মিষ্টি! সত্যি মিষ্টি! বড় মিষ্টি! এ মিষ্টি কেবল নিজে-নিজেই বোঝা যায় কেউ কাউকে বোঝাতে পারে না!

(**প্রস্থান।**)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

ঠাকুরদাদার বাটী।

ঠাকুরদাদা ও সুরেশ।

ঠাকুরদা। তা'হ'লে বোধ হয় তোমার ভাজ-ঠাকরুণের ওখানে খাওয়া-দাওয়া চলবে না?

সুরেশ। আজ্ঞে না। জল-টল এমন খেয়েছি, তবে অন্নটা কখন—

ঠাকুরদা। বটেইতো বটেইতো, উচ্চবংশে জন্মে আপনার মর্য্যাদা কেন খোয়াতে যাবে! তা'হ'লে এ ক'টা দিন আমার এখানেই

যা শাক-পাত জোটে দু'জনে এক সঙ্গেই খাওয়া-দাওয়া যাবে, কি বল ?

সুরেশ। আজ্ঞে সে তো ঘরের কথা।

ঠাকুরদা। না ও "ঘরের কথাটা" বাজারে কথা, কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার সত্যি ঘরের কথা, তোমার মাতামহ-তে আমাতে এক সঙ্গে প্রায় বত্রিশ বৎসর জার্ডিনের বাড়ী কাটিয়েছি, বুঝলে ? দীনু মুখুর্য্যে মহাশয় আমার চেয়ে বয়সে কিছু বড় ছিলেন, আহা সে রকম সুরসিক পুরুষ আর এখন দেখা যায় না!

সুরেশ। আজ্ঞে আপনি যখন অনুমতি কচ্চেন আমি এ ক'দিন আপনার-ই পাতের প্রসাদ পাব।

ঠাকুরদা। ওহে সুরত ভায়া——

সুরেশ। আজ্ঞে আমার নাম সুরেশ।

ঠাকুরদা। হ্যাঁ হ্যাঁ সুরেশ-ভায়া তুমি একটা প্রকাণ্ড বোঝা নাবিয়ে দিয়ে আমার মনটা যে আজ কি হাল্‌কা ক'রে দিলে তা আর কি বলব, ক'দিন ভাল করে নিদ্রাই হয় নি ; তোমায় বোল্‌বো কি সন্ধ্যা-আহ্নিকটায় পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ মন দিতে পাত্তেম না। লোকেন-ছোঁড়াটাকে ছেলে-বেলা থেকেই ভালবাসতেম, চরিত্রটি বড় নির্ম্মল ছিল, আর আমার মনে হয় ভগবানের ওপর ভক্তিও ছিল, তবে সৎগুরু পায়নি এই জন্যেই খাদ্যাখাদ্যের অনাচার গুলোকেই ধর্ম্ম বলে মনে কর্ত্তো, তা' আমি অত ধর্ত্তেম না, ভাবতেম একটু বয়েস পাকুক তখন আপনার ভুল আপনিই বুঝতে পারবে। তা'ছাড়া তাঁ'র নাম বড় সোজা জিনিষ নয়, ও ঢং ক'রে ডাকতে-ডাকতেও ক্রমে তন্ময়ত্ব এসে পড়ে!

সুরেশ। মেজদাদা যে একেবারে ঢং করেই ডাকতেন তা' আমার

বোধ হয় না, তবে অল্পভোগী এজন্মে খালি পরিশ্রম আর টাকা রোজগার করেই গেলেন!

ঠাকুরদা। সকলেই তা'ই কচ্চি! শ্যাল-কুকুরে যেমন একটা মস্ত মড়া পেলে দশদিনের খোরাক জোগাড় করিছি বলে মনে-মনে আহ্লাদ করে, আমরাও তেমনি প্রপৌত্তুরের পর্য্যন্ত চাল-ডাল কেনবার পয়সা জমিয়ে বড়মানুষ ব'লে গর্ব্বিত হই;—কেবল পশুধর্ম্ম কেবল পশুধর্ম্ম! ক'জন মানুষ আপনার ভেতরকার দেবতাকে জাগিয়ে তোলে বল!

সুরেশ। যা' আজ্ঞে কল্লেন।

ঠাকুরদা। যাক, আচ্ছা মোহিত-ছোঁড়াটার সম্বন্ধেতো তুমি আমাকে নিশ্চিন্ত ক'রে দিলে দেখছি, কিন্তু আজ-কালকার বাজারে হাবাতের তো আর অভাব নেই, তা'র ওপোর আমাদের নাত-বোয়ের হাতে এখন অনেক টাকা, মোহিতের বদলে অন্য বর-ও তো জুটতে পারে?

সুরেশ। আমার বোধ হয় এই উত্তেজনার মুখে এমন একটা বাধা পেলে বৌ-ঠাকরুণের পাগলামীর মোহটা-ও কেটে যেতে পারে। যাই হোক ঈশ্বর এখন আমাদের হাতে যে উপায়টী দিয়েছেন তা'র কাজতো আমরা করি তা'র পর তিনি স্রোত যে দিকে ফেরাবেন সেই দিকেই ফিরবো।

ঠাকুরদা। বাঃ বাঃ—বেশ বলেছ; বালক তুমি তোমার কাছেও আজ আমি জ্ঞানলাভ কর্লেম।

সুরেশ। ওকি কথা! আমায় অপরাধী করেন কেন?

ঠাকুরদা। না হে না—তুমি জাননা, তুমি বড় ভাল ছেলে, তোমার সকল কাজ-ইতো দেখছি পরের জন্যে, এই গিরিবালা মেয়েটী

তোমার প্রতিবেশী বইতো নয় ;—মেয়েটী বড় লক্ষ্মী, বড় শান্ত ; আশীর্ব্বাদ করি ওর পুণ্যে যেন ওর স্বামীর-ও সুমতি হয়।

সুরেশ। (নেপথ্যে দেখিয়া) কে একটী ভদ্রলোক এদিগে হন্ হন্ ক'রে আসছেন ?

ঠাকুরদা। কে ?—ও নিতাইচরণ ! নিতাই একটু পাগলাটে কিন্তু লোকটি বড় ভাল, তবে ওর সামনে এখন আমাদের ঐসব কথা কিছু ভেঙ্গে-চুরে কাজ নেই। (নিতাইচরণের প্রবেশ) কি নিতাই-চরণ ! নেমন্তন্ন কত্তে বেরিয়েছ না কি ?

নিতাই। আজ্ঞে হ্যাঁ ইজ্ দি।

ঠাকুরদা। আমার এখানেও কি সেই মৎলবে ?

নিতাই। আজ্ঞে আপনাকে ইজ্ দি জানাচ্চি, ৺নিতাই চরণ ঘোষালের ইজ্ দি গঙ্গালাভ হয়েছে, আপনি গিয়ে দাঁড়িয়ে ইজ্ দি শ্রাদ্ধটা করিয়ে দেবেন।

ঠাকুরদা। বালাই বালাই—তোমার গঙ্গালাভ হ'তে যাবে কেন নিতাই !

নিতাই। ঠিক, ঠিক ইজ্ দি, আমার গঙ্গালাভ হ'বে কেন ? আমার পাপা-লাভ—হাঁসপাতাল-লাভ—গলায়দড়ি-লাভ ইজ্ দি হ'য়েছে !

ঠাকুরদা। কি ব্যাপারটা বল দিকিন নিতাই ? তোমাদের ও-বাড়ীতে আজ এতো ঘটা আর তোমার একি ভাব ? বলি ভোজের ভেয়ানটা চড়ালে কে ? পেলেটী না দিগম্বর চাটুয্যে ?

নিতাই। ঠাকুরদা ইউ আর ইজ্ দি-ও তামাসা ! আপনি ইজ্ দি তামাসা কচ্চেন ?

ঠাকুরদা। তামাসা কচ্চি কই আর ভাই, তামাসা দেখছি !

নিতাই। তামাসা দেখছেন ? আপনি ইজ্ দি তামাসা দেখছেন !

বৌমার ইজ্‌ দি সর্ব্বনাশ হচ্চে আর আপনি ইজ্‌ দি—আপনি ইজ্‌ দি—উঃ! ভয়ঙ্কর ইজ্‌ দি আশ্চর্য্য! ঠাকুরদা আপনার ইজ্‌ দি—আপনার ইজ্‌ দি না দেবতার মতন মন! আপনাকে ইজ্‌ দি না আমি ভিখিরীর ছেলেকে কোলে কত্তে ইজ্‌ দি দেখিছি! লোকেন বাবুর, মাই ধর্ম্ম-ফাদার লোকেন বাবুর মৃত্যু-সংবাদে আপনি ইজ্‌ দি না কেঁপে উঠেছিলেন—থর্-থর্ থর্-থর্ ইজ্‌ দি ফর্ টেন্ মিনিট!

ঠাকুরদা। মৃত্যু-সংবাদে কে না কাঁদে নিতাই? কিন্তু বিবাহ কি আমোদ কর্বার বিষয় নয়?

নিতাই। Of course! if natural is the marriage! কিন্তু—this, this marriage—is it the gentleman? এ বিবাহ কি ভদ্রতা?

ঠাকুরদা। কেন হে নিতাই রামকমলবাবু বাইশ-বছরের বিধবা-মেয়ের বিয়ে দেননি ব'লে অত চটে ছিলে তখন, আর তোমার ও-বাড়ীর বউ-মার বয়স তো পঁচিশ-ছাব্বিশের বেশী হবে না।

নিতাই। রামকমলবাবু ইজ্‌ দি হু ইজ্‌ মাই? তাঁ'র সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি? আর এ যে আমার ইজ্‌ দি রাইট্-রেভারেণ্ড অন্ন-দাতা ফাদার্স ওয়াইফ্; বাবার স্ত্রী—বাবার স্ত্রী ইজ্‌ দি—মা—মা! কেন ইজ্‌ দি আপনি বুঝতে পারছেন না? Can I is the see mother marriage? ছিঃ ইজ্‌ দি! ছিঃ ইজ্‌ দি! মা'র বিয়ে—ছিঃ ইজ্‌ দি!

ঠাকুরদা। তবে দেখতে পাচ্চো নিতাই তোমারও কাছারীর পোষাক আছে?

নিতাই। এঁ্যা!

ঠাকুরদা। বলি সমাজ-সংস্কারটা কেবল রামকমলবাবুর-ই কাছারীর পোষাক নয়, নিজের হাঁড়িতে কাটী প'ড়লে অনেককেই ও পোষাক ছাড়তে হয়,—না ?

নিতাই। আচ্ছা ঠাকুরদা এখন বাবু ইজ্‌ দি কোথায় ?

ঠাকুরদা। কোথায়—তা'কি কেউ ব'লতে পারে ?—তবে আমরা ব'লে থাকি পরলোকে !

নিতাই। (সুরেশকে দেখাইয়া) ইনি ইজ্‌ দি কে ?

ঠাকুরদা। কে এই সুরেশবাবুর কথা ব'লচ ? ইনি আমাদের লোকেনের পিসতুতো ভাই।

নিতাই। তবে আপনি ইজ্‌ দি বৌ-মাকে এ কাজে ক্ষান্ত হ'তে ব'লচেন না কেন ?

সুরেশ। যিনি বলেন যে আমি আবার বিবাহ না কল্লে আমার মৃত স্বামীর আত্মা ভয়ানক কষ্ট পাবে তাঁকে কি আর বোঝান যায় ?

নিতাই। আর পরলোক থেকে স্ত্রী ইজ্‌ দি আবার একজনকে বিয়ে ক'চ্চে দেখতে পেলে আত্মা বুঝি ইজ্‌ দি ধেই-ধেই ড্যান্সিং ? তা'র ওপোর বর কিনা স্যাট্‌ ইজ্‌ দি ভ্যাগাবণ্ড্‌ মোহিত ! কে ইজ্‌ দি চেনে ওকে ? কোথায় ইজ্‌ দি ওর বাড়ী ? নেভার ইজ্‌ দি বাপের নাম বলেছে, পুঁজি-পাটা ইজ্‌ দি কেবল পোইটী ! ইজ্‌ দি কবিতা বংশ ? ইজ্‌ দি কবিতা জাত-কুল ? ইজ্‌ দি কবিতা বাস্তু-ভিটে—বিষয়-আশয় ? এক কথায় ইজ্‌ দি কবিতায় পেট ভরে ? I ask is the ? জিজ্ঞেস is the, Tell me is the ?

সুরেশ। তা' আমাদের বউ-ঠাকরুণের তো আর টাকার অভাব নেই !

নিতাই। That is the, that is the ! ঐখানেই ইজ্‌ দি, সমাজ-

সংস্কার! ঐখানেই ইজ্ দি বিধবা-বিয়ে! Not is the বিধবা-বিয়ে, বট্ বিয়ে is the Iron-chest লোহার সিন্দুক! কোম্পানীর কাগজের সঙ্গে ইজ্ দি বিয়ে, গাড়ী-ঘোড়া ফেটিংয়ের সঙ্গে ইজ্ দি বিয়ে!

ঠাকুরদা। নিতাই, কে তোরে পাগল বলে!

নিতাই। অল্ দি দাগাবাজ জোচ্চোরস্! ঠাকুরদা আমায় ইজ্ দি বল, তোমার পায়ে পড়ি ইজ্ দি বল, যখন পরলোক থেকে বাবু ইজ্ দি দেখতে পাবেন যে বৌ-মা ঐ ষ্টুপিড ভ্যাগাবণ্ড্ ক্যাড্যা-ভারাস্ মোহিতের গলায় ইজ্ দি মালা দিচ্চেন তখন তাঁর আত্মা কি কর্বে ইজ্ দি? স্বর্গে আফিম্ ইজ্ দি কি পাওয়া যায়? স্বর্গে কি আড়কাঠা ইজ্ দি আছে? স্ত্রীর বিবাহ ইজ্ দি দেখলে মরা-স্বামীর আত্মা স্বর্গে ইজ্ দি গলায় দড়ী দিয়ে ঝুলতে পারে কি—Can is it?

ঠাকুরদা। তা'র ওপোর নিতাই যখন সকল শাস্ত্রেই বলে যে স্ত্রী অর্দ্ধাঙ্গ, মৃত্যুর পর পরলোকে আবার স্ত্রী-পুরুষে মিলন হয়।

নিতাই। That is the! Serious is the case! দু'টো স্বামী হ'লে পরলোকে কে ইজ্ দি স্ত্রীকে পাবে? ইজ্ দেয়ার ইজ্ দি হাই-কোর্ট ইন্ দি স্বর্গে? ফাষ্ট মর্ট্‌গেজি ইজ্ দি ফাষ্ট পজেসন্।

সুরেশ। মহাশয়তো দেখছি এ বিবাহের বিলক্ষণ বিরুদ্ধে তবে——

নিতাই। বিরুদ্ধে!—ভেরি মচ্ ইজ্ দি বিরুদ্ধে! নইলে "সুরঙ্গিনী" ইজ্ দি রিজাইন্?

ঠাকুরদা। সে কি নিতাই চাকরী ছেড়ে দিয়েছ না কি?

নিতাই। ইয়েস্ ইজ্ দি; ওরাই ইজ্ দি সব তো যোগাড় ক'রে বৌ-মাকে ইজ্ দি পাগল ক'রেছে, আর ওদের অন্ন ইজ্ দি

আমি খাই ! বেঁচে থাক্ ইজ্ দি ট্রামওয়ে, কণ্ডক্টরি ইজ্ দি কর্ব্বো।

ঠাকুরদা। তবেতো ওদের সঙ্গে তোমার সমস্ত সম্পর্কই ঘুচে গেছে,—বালাই গেছে।

নিতাই। হোয়্যাব্ ইজ্ দি বালাই গেছে ! টাকার চাকরী ইজ্ দি-রিজাইন্, কিন্তু বাবুর বাড়ীর ইজ্ দি চাকরী,—বৌমার চাকরী—কৃতজ্ঞতার চাকরী, ভালবাসার চাকরী, সেখানে ইজ্ দি নো রিজাইন, can not resign যতক্ষণ প্রাণ ইজ্ দি নট্ রিজাইন্ !

ঠাকুরদা। নিতাই, গিন্নী থাকলে তোকে আমি পুষ্যিপুত্তুর নিতুম !

নিতাই। ইউ আর্ ইজ্ দি ঠাকুরদা আমার বরাবর লভার্ !

ঠাকুরদা। ইস্ কথায়-কথায় বেলা অনেক হয়েছে, এস স্থরেশবাবু খাওয়া-দাওয়ার উদ্যুগ করা যাক, নিতাই তুমিও আজ এইখানেই দু'টি খেয়ে নাও না।

নিতাই। আজ্ঞে ইজ্ দি। (যাইতে যাইতে) হোয়াই নট্ বৌমা ইজ্ দি মোহিতটাকে পুষ্যিপুত্তুর নেন !

(সকলের প্রস্থান।)

তৃতীয় দৃশ্য।

রাস্তা।

(মোহিতের প্রবেশ।)

মোহিত। সেই যে বলে সোজাসুজি মানুষ রাত্রে বিছানায় শুতে গেলুম, সকালে ঘুম-ভেঙ্গে শুনি যে আমি একেবারে জগৎ বিখ্যাত, আমার দেখছি ঠিক তা'ই ঘটেছে ! কবিতার আদর ক'জন করে ?

কবি বলে আমায় ক'জন্ চিনতো? কিন্তু আলিপুরের নামজাদা উকীল লোকেন চক্রবর্ত্তীর বিধবার সঙ্গে আমার বিবাহের কথা যেই স্থির হয়েছে অমনি ইংরিজি বাঙ্গালা সকল কাগজে টি-টিকার পড়ে গেছে! দু'এক-খানা বাঙ্গালাকাগজে একটু-আধটু ঠাট্টা একটু-আধটু নিন্দে বেরিয়েছে বটে, কিন্তু বিজ্ঞাপনের হিসেবে সে ঠাট্টা সে গালাগালির মূল্য যে কি তা' আমিই মনে-মনে বুঝতে পাচ্চি! উঃ! আর আমায় কন্‌গ্র্যাচুলেট্ ক'রে চিঠি টেলিগ্রাম-ই আসছে কত! বাস্তবিক আজ আমার চেয়ে সুখী আমার চেয়ে ভাগ্যবান কে? কিন্তু সেই পাড়াগেঁয়ে মেয়েটা যা'র সঙ্গে আমার সেই কুসংস্কারপূর্ণ বিবাহ হয়েছিল সে যদি বেঁচে থাকে? যদি কোন রকমে সন্ধান পেয়ে এরপর আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়—তা'হ'লে ;——ওঃ ওঃ ওঃ কোন্ অর্ব্বাচীন পরশ্রীকাতর,——মনুষ্য জাতির কোন্ শত্রু——এই "কিন্তু" কথাটা ভাষার ভেতর প্রবেশ করিয়েছিল! স্বার্থ-সাধনার, আত্মোন্নতির পথে বিষম শত্রু ঐ "কিন্তু"! "কিন্তু-ই" মানুষকে নিশ্চিন্ত হ'তে দেয় না। আবার আর এক "কিন্তু" রূপে আমার সম্মুখে দাঁড়িয়েছে ঐ গিরিবালা! মাতালের মদের পিপাসার ন্যায় মোক্ষদা-লাভের তৃষ্ণা আমায় উন্মাদ করেছিল, কিন্তু শীতল——অতি সুশীতল নির্ম্মল জলের ন্যায় গিরিবালার সরল মাধুরী আমার সুরা-দগ্ধ রসনাকে যেন ব্যাকুল করে তুলেছে! কি এ? মোক্ষদার রূপ বিদ্যা কবিত্ব ঐশ্বর্য্য আমার কল্পনা-রাজ্যে সব সাজিয়ে দেখছি, কিন্তু এই সমস্ত সুখ-সম্ভোগের মধ্যে একটা কি ভয়ানক অভাব আমার মনকে যেন একেবারে কাঙ্গাল ক'রে ফেলেছে! মনে হচ্চে যে আমার এই কাঙ্গাল মনকে রাজা কত্তে পারে একমাত্র সেই কাঙ্গালিনী গিরিবালা!

(রমেশের প্রবেশ।)

রমেশ। এই যে মোহিত বাবু! Accept my Congratulations: বাস্তবিক আপনার এই সুখে আমরা সকলেই আনন্দিত।

মোহিত। আজ্ঞে আপনার সৌজন্যে বড় বাধিত হলুম।

রমেশ। তবে চল্লুম, জানেন তো দাঁড়াবার যো নেই।

(রমেশের প্রস্থান।)

মোহিত। আমি সুখী তা'র সন্দেহ নেই, তবে—

(একজন ভদ্রলোকের প্রবেশ।)

ভদ্র। মোহিতবাবু যে? বেশ বেশ আপনার কি সৌভাগ্য।

মোহিত। আজ্ঞে হ্যাঁ বাধিত হলেম,—ধন্যবাদ।

(ভদ্রলোকের প্রস্থান।)

মোহিত। কিন্তু সেই সুখ বড় পরিষ্কার, বড় পরিচ্ছন্ন হ'ত যদি——

(শিবু সাহেবের প্রবেশ।)

শিবু-সা। Hallo মোহিত old chap h'd'do? Lucky dog eh!

মোহিত। Thank you Mr. Ray.

শিবু-সা। Well ta—ta. (প্রস্থান।)

মোহিত। যদি সেই সঙ্গে-সঙ্গে আমার স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নারূপিণী——

(দুইটী মহিলার প্রবেশ।)

১ম-মহিলা। নমস্কার মোহিত বাবু।

মোহিত। নমস্কার।

২য়-মহিলা। মহাশয় আমিও নমস্কার করি।

১ম-মহিলা। আপনার কি সৌভাগ্য!

মোহিত। আজ্ঞে হ্যাঁ—ধন্যবাদ।

২য়-মহিলা। বাস্তবিক মোহিতবাবু মোক্ষদাদেবী আপনাকে বিবাহ কর্বেন আপনার কি সৌভাগ্য !

মোহিত। আজ্ঞে হ্যাঁ—ধন্যবাদ !

উভয়ে। তবে চল্লেম।

(মহিলাদ্বয়ের প্রস্থান।)

মোহিত। সেই স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না-রূপিণী কৃষ্ণলোচনা—

(বঙ্গচন্দ্রের প্রবেশ।)

বঙ্গচন্দ্র। ইসে ইসে মোহিতবাবুরে দেখিনা ? আপনকার বোরই সৈভাগ্য বোরই সৈভাগ্য !

(প্রস্থান।)

মোহিত। কৃষ্ণলোচনা স্মেরবদনা, ললনাকুল-ললামস্বরূপা——

(তোৎলা-প্যারীর প্রবেশ।)

তোৎলা। মো-মো-মো-মো-মো-মোহিত বা-আ-বু না, আপ-পা-পা-পা পানার কি সৌ-সৌ-সৌ-সৌ-সৌ-ওও—সৌ-ভা——

মোহিত। ভাগ্য !——আজ্ঞে হ্যাঁ বাধিত হলুম Thank you।

(তোৎলার প্রস্থান।)

মোহিত। ললাম-স্বরূপা আরাম-দায়িনী,——সেই——

(খোনা-নেপালের প্রবেশ।)

খোনা। আঁরে মোঁহিঁতবাঁবু যেঁ ? কি সৌভাঁগ্য কি সৌভাঁগ্য ! আঁপনার নাঁকি মোঁক্ষদা ঠাঁকুরুণের সঁঙ্গে আঁজ বিঁবাঁহ ?

মোহিত। আজ্ঞে হ্যাঁ বড় বাধিত হলুম, ধন্যবাদ ধন্যবাদ ! আপনার কোথায় কাজ আছে না ?

খোনা। হ্যাঁ এঁই কাঁশীপুঁরেঁ ;—চঁলুম চঁলুম।   (প্রস্থান।)

মোহিত। সেই বারিদ-বরণ-চঞ্চল-চিকুরধারিণী, রূপ-গুণ-মোহিত মোহিত-মনোহারিণী——

(খোঁড়া-লোচনের প্রবেশ।)

খোঁড়া। এই যে মোহিত বাবু আপনার কি সৌভাগ্য আপনার কি সৌভাগ্য !

(প্রস্থান।)

(একে একে লাবণ্য, বিভাস, মিনি, মহালক্ষ্মী, চারুবালা ও পুষ্পমালার প্রবেশ।)

লাবণ্য। এই যে মোহিতবাবু এখানে, I congratulate you, আপনার কি সৌভাগ্য !

মোহিত। আজ্ঞে হ্যাঁ। Thank you.

বিভাস। I congratulate you মোহিতবাবু, আপনার কি সৌভাগ্য !

মোহিত। Thank you, বড় বাধিত হলেম।

মিনি। বড় সৌভাগ্য আপনার মোহিত বাবু, বড় সৌভাগ্য !

মোহিত। ধন্যবাদ মহাশয়া, ধন্যবাদ।

মহালক্ষ্মী। মোহিতবাবু আপনার সৌভাগ্যে আমরা বড়ই আনন্দিত হয়েছি !

মোহিত। আজ্ঞে হ্যাঁ মহাশয়া, Thank you, বড় বাধিত হলুম ; (স্বগত) এত ভেবে-চিন্তে এমন সুন্দর সলিলকিটা আরম্ভ কল্লুম তা' এই সৌভাগ্যের জ্বালায় দেখছি শেষ কর্ত্তে দিলে না !

চারু। মোহিতবাবু মহাশয় আপনার বড়ই সৌভাগ্য !

মোহিত। বেঁচে থাক বাছা——বড় বাধিত হলেম !

পুষ্প। মোহিতবাবু আমিও বলি আপনার বড় সৌভাগ্য।

মোহিত। আজ্ঞে হ্যাঁ বাধিত হলুম।

মহিলাগণ। তবে আমরা আসি আবার দেখা হবে,—আপনার বড়ই সৌভাগ্য—বড়ই সৌভাগ্য!

(মোহিত ব্যতীত সকলের প্রস্থান।)

মোহিত। যা'র দরশনে, যা'র আলাপনে, যা'র কটাক্ষহীন অপাপ-দৃষ্টি, যা'র বিম্বাধর-বিগলিত সরল সুধা-বৃষ্টি—(নেপথ্যে দেখিয়া) এই যে আর একজন সৌভাগ্য আসচেন! না সলিলকিটা একটু থাক, সৌভাগ্যগুলো ঢুকে যা'ক তা'রপর যা' হয় দেখা যাবে। আচ্ছা কেবল আমার-ই সৌভাগ্য? আর যা'র সঙ্গে আমার বিবাহ হবে তা'র কি কিছুই নয়? সে কি কেবল আমায় অনুগ্রহ কচ্চে? আমার-ই সৌভাগ্য—আমার-ই সৌভাগ্য! (জনৈক পথিকের প্রবেশ।) এই যে! কি মহাশয় অমনি-অমনি চলে যাচ্চেন যে? আমার সৌভাগ্যটা শুনিয়ে গেলেন না?

পথিক। আজ্ঞে?

মোহিত। বলি আসুন সেক্‌হ্যাণ্ড্ করুন, আমার কি সৌভাগ্য বলুন, আমি থ্যাঙ্ক ইউ বলি, বড় বাধিত হয়েছি বলি শুনে যা'ন।

পথিক। সর্ব্বনাশ! সবে চত্তির মাস—এখনও জষ্টীর রোদ্দুর সাম্‌নে! (প্রস্থান)

মোহিত। লোকটা পাগল, আমায় পাগল মনে করে গেল!

(নিতাইয়ের প্রবেশ।)

নিতাই। ইস্ মোহিতবাবু ইজ্ দি এখানে যে?

মোহিত। কেও নিতাইবাবু? আপনিও কি আমার "কত সৌভাগ্য" তা'ই বলতে এয়েচেন নাকি?

নিতাই। সৌভাগ্য! আপনার ইজ্ দি আবার সৌভাগ্য? আমি দুগ্গোমণির ইজ্ দি হাতের ঝাড়ু খাই কিন্তু তা'র ইজ্ দি ভাত খাই না, খাবার প্রত্যাশা ইজ্ দি রাখি না বুঝলেন, গতর ইজ দি খাটিয়ে খাই।

মোহিত। আপনি কি বলচেন?

নিতাই। কেন ইজ্ দি আপনি এ বিবাহ কত্তে যাচ্চেন?

মোহিত। দেশের জন্য! সমাজের জন্য! দুঃখিনী অবলার দুঃখ দূর কর্বার জন্য আমি আত্ম-বিসর্জ্জন কর্ত্তেও প্রস্তুত!

নিতাই। ভেরি গুড্ ইজ্ দি! আমাদের পাড়ায় ইজ্ দি এক ভদ্র-লোক, নিখুঁৎ সুন্দরী ইজ্ দি মেয়ে, লেখা পড়া ইজ্ দি রান্না বান্না ইজ্ দি, সৌখীন সেলাই,—সব ইজ্ দি জানে; ফিপ্‌টিন ইজ্ দি ইয়ার, পনর বছর ইজ্ দি বয়েস; ব্রাহ্মণ নট ইজ্ দি বড় মানুষ, কেউ ইজ্ দি তা'র মেয়েকে বিবাহ কর্ত্তে চায় না; কাম্, আসুন তা'র মেয়ে ইজ্ দি বিয়ে ক'রে ব্রাহ্মণের জাত রক্ষে ইজ্ দি করুন।

মোহিত। জাত আবার কি! মেয়ের বে' না দিলে কি জাত যায়?

নিতাই। আচ্ছা জাত চুলোয় ইজ্ দি যাক্; মেয়েটীর মুখ দেখলে বুক ইজ্ দি ফেটে যায়, তা'কে ইজ্ দি বে' ক'রে সুখী করুন, আমি ইজ্ দি সব বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি।

মোহিত। য়্যাঁ—য়্যাঁ—

নিতাই। য়্যাঁ—য়্যাঁ! হোয়াট ইজ্ দি য়্যাঁ—য়্যাঁ—য়্যাঁ? আসুন, কাম্, আত্ম ইজ্ দি বিসর্জ্জন! অবলা ইজ্ দি উদ্ধার!

মোহিত। দেখুন নিতাইবাবু——

নিতাই। নিতাইবাবু ইজ্ দি ঢের দেখেচেন! বৌ-ঠাকরুণের গাড়ি

জুড়ি, হীরের চুড়ি, টাকার ঝুড়ি সব ইজ্ দি নিতাইবাবু দেখেছেন! বুঝেছেন অবলা ইজ্ দি উদ্ধার!

মোহিত। ছিঃ ছিঃ নিতাই বাবু আপনি কি মনে করেন আমি টাকার লোভে বিবাহ কর্ত্তে যাচ্ছি?

নিতাই। কিঞ্চিৎ মাত্র ইজ্ দি না!

মোহিত। প্রেম! প্রণয়! গভীর ভালবাসা! হৃদয়ের আকুল পিপাসা!

নিতাই। ভালবাসা! হোয়াট্ ইজ্ দি? কবে থেকে ইজ্ দি?

মোহিত। প্রথম দর্শনেই—সে আজ প্রায় তিন বৎসর হ'ল; মোক্ষদা-দেবীকে ভালবেসে—তাঁ'র সেই রূপরাশি বক্ষের ভেতর লুকিয়ে রেখে আজ প্রায় তিন বৎসর যে আমি কি যন্ত্রণা সহ্য করিছি! আপনার সঙ্গে আপনি যুদ্ধ ক'রে——

নিতাই। মোহিত বাবু মোহিত বাবু——

মোহিত। আমি যে কিরূপ ক্ষত বিক্ষত——

নিতাই। মোহিত!

মোহিত। কি—কি বলচেন?

নিতাই। বেগ্ ইওর ইজ্ দি পার্ডন!

মোহিত। না না আমি রাগ করিনি, আমার কাছে আপনার মাপ চাইতে হবে না।

নিতাই। হবে না! একশ'বার ইজ্ দি আমায় মাপ চাইতে হবে। Beg your is the pardon! তোমায় বাবু ইজ্ দি বলিচি তা'র জন্যে Beg your is the pardon! তোমায় আপনি ম'শাই বলিচি তা'র জন্যে Beg your is the pardon! তোমায় "ভদ্রলোক" ইজ্ দি মনে করিচি তা'র জন্যে Beg your is the pardon! তোমার সঙ্গে ইজ্ দি বসিচি, তোমায় ইজ্ দি

ছুঁয়েছি, একসঙ্গে ইজ্‌ দি খেয়েচি, তোমার মুখ ইজ্‌ দি দেখিছি এখনও দেখছি, তা'র জন্যে Beg your is the pardon! য়্যাঁ! কোথাকার-কে ইজ্‌ দি তুমি,—ভদ্রলোক বিশ্বাস ক'রে ইজ্‌ দি বাড়ীর ভেতর ঢুকতে দিয়েছিলেন, নিজের স্ত্রীর সঙ্গে ইজ্‌ দি পর্য্যন্ত কথা কইতে দিয়েছিলেন, আর তুমি ইজ্‌ দি কিনা মুখে ভগ্নী ইজ্‌ দি বলতে আর মনে মনে তাঁ'র রূপরাশি ইজ্‌ দি!—O you is the, you is the—তোমায় কি আর বলবো—না না—Beg—beg—beg your is the pardon!

(প্রস্থান।)

মোহিত। (কিঞ্চিৎ স্তম্ভিতভাবে নিরুত্তর থাকিয়া) মূর্খ! বাঙলা-কাগজ লিখে খায়,—আমার মহান গরীয়ান স্বর্গীয়ান কবি-প্রণয়ের অর্থ ও কি বুঝবে!

(প্রস্থান।)

চতুর্থ দৃশ্য।

লোকেনের বাটী।

বিবাহ-সভা।

(মোক্ষদা ও মহিলাগণ।)

বিশ্বাস। তা' অমিয়া এতে তোমায় সকলেই প্রশংসা কচ্চেন; আর তুমি ভাল কাজ ক'চ্চ কি মন্দ কাজ ক'চ্চ তা'র প্রমাণ তো তোমার কাছেই রয়েছে, লোকেনবাবুর মৃত্যুর পর তুমি ক'খানাই বা কন্‌ডোলেন্স্‌ লেটার পেয়েছিলে? আর এই তোমার দ্বিতীয়-

পতি-গ্রহণের সংবাদে তোমার আনন্দে আনন্দ প্রকাশ ক'রে রাশি রাশি পত্র আসছে তা'ত' দেখতে পাচ্চ।

মোক্ষদা। তা' সত্য, আমি একা সব পত্রের উত্তর দিতে পারিনি তা'ই গিরির ওপোর অনেকগুলো চিঠি নকল ক'রে দেবার ভার দিয়েছি।

মহালক্ষ্মী। "ভওয়ানীপুর হিন্দুহিতৈষিণী পর্দ্দা-ক্লব" থেকে পর্য্যন্ত তোমার এই বিবাহে আনন্দ প্রকাশ করে কনগ্র্যাচুলেশন এসেছে।

মোক্ষদা। শুধু কন্‌গ্র্যাচুলেশন কেন? তাঁ'রা ম্যারেজ-প্রেজেণ্ট বলে ঐ ভবানীপুরের কারিকর দিয়ে প্রস্তুত করিয়ে একটী রূপোর সাবিত্রীমূর্ত্তি আমায় পাঠিয়ে দিয়েছেন; so nice—quite a love of a tiny toy!

লাবণ্য। এর ভালি-মন্দর কথাই যে কেন উঠছে তা' তো আমি বুঝতে পারি না; স্বামী মরে গেলে আবার বিবাহ কর্বো এতো সহজ কথা কোয়াইট্‌ ন্যাচারল্‌, জুতো ছিঁড়ে গেলে আবার নতুন জুতো ফরমাজ্‌ দিইনা? ঘোড়া ম'রে গেলে আবার নতুন ঘোড়া কিনিনা? বাড়ীর ভাড়াটে উঠে গেলে আবার নতুন ভাড়াটে বসাই না? তবে আমার ইচ্ছে ছিল যে ১লা এপ্রেল যে জাহাজ খানা বিলেত থেকে এসে পৌঁছুবে সেটা দেখে যা' কিছু স্থির কল্লেই ভাল হ'ত।

মোক্ষদা। কেন?

লাবণ্য। ও জাহাজে অনেকগুলি ভাল ভাল ছোক্‌রা ব্যারিষ্টার-ট্যারিষ্টার হ'য়ে ফির্‌চেন, তা'র মধ্যে অবিবাহিত—ব্যাচিলর-ই বেশী; বিশেষতঃ গুরমুখ সিং বলে যে শিখ ছোকরাটী Roman Law-এ Gold medal খানা পেয়েছিলেন তিনি ঐ জাহাজেই আছেন।

মোক্ষদা। ঐ খানটায়—ঐ খানটায় তোমরা ঠিক আমায় বুঝতে পাচ্চ

না লাবণ্য ; এ বিবাহ আমি প্রণয়ের জন্য-ও কচ্চি না, কোন লাভা-লাভ দেখে-ও কচ্চি না। আমার সেই প্রিয়তম, সেই আমার প্রেমতরঙ্গ-বিহারী অর্দ্ধাঙ্গ, আমার দেহান্তের পর এই স্ত্রী-আত্মার সহিত যে পুরুষ-আত্মার মিলন হবে, আমি সেই—সেই মৃতপতির সেই ডিয়ারেষ্ট লোকেন—তাঁর তৃপ্তির জন্যেই এত শীঘ্রই মোহিত-বাবুকে স্বামী-পদে নিযুক্ত কর্ত্তে প্রবৃত্ত হয়েছি!

বিভাস। ওঃ! (ঈষৎ হাস্য)

The instances that second marriage move,

Are base respects of thrift but none of love.

মহালক্ষ্মী। মোহিতবাবু যে হ্‌ইজ্‌ব্যাণ্ড হবার নিতান্ত অনুপযুক্ত আমি তা' বলি না, তবে ইংরিজিটে তত ভাল——

মোক্ষদা। আমি মনে করেছি বিবাহের পর ওঁকে একবার বিলেত পাঠিয়ে দেব।

মিনি। বেশ বেশ, তা'হলে আর কোন গোল থাকবে না ; বছর-খানেক বিলেত ঘুরে এলে শুধু ইংরিজি শেখা নয় আমাদের সভ্য-সমাজে ওঁর একটা পোজিসন্‌ও ঠিক হ'য়ে যাবে।

লাবণ্য। তোমার এই বিবাহের পর ভাই মোক্ষদা তুমি গিরির একটা যা-হয় কিছু কর, ওর এখন আর ততটা পাড়াগেঁয়ে ভাব নেই, অনেকটা সভ্য হয়ে এসেছে ; ওর সে স্বামী বেঁচে আছে কি না কে জানে, আর যদিই থাকে সে তো ওকে ডাইভোর্স্ ক'রেই গেছে।

মহালক্ষ্মী। ডাইভোর্স্ কিসের? তা'র সঙ্গে তো ওর সম্পূর্ণ বিবাহ-ই হয়নি, কেবল সম্প্রদান হয়েছিল মাত্র।

মোক্ষদা। সেটা আমি অনেকদিন-ই ভাবচি ; আমি গিরির-ও বিবাহ দেব, বিধুর-ও একটী বিবাহ দেব ; তবে গিরির সম্বন্ধে Advocate

general-এর opinionটা নিয়ে কাজ কল্লেই ভাল হয়।

লাবণ্য। Municipalityর solicitorএর opinion হ'লে হবে না, তা'হ'লে সেটা আমি অমনি আনিয়ে দিতে পারি, ফি লাগে না।

মোক্ষদা। তোমাদের সঙ্গে কথা কচ্চি বটে, কিন্তু আমার মনটার ভেতর আজ এক-একবার যেন কেমন কচ্চে! হর্ষ কি বিষাদ, আশা কি ভয় কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না!

লাবণ্য ও বিভাস। ও কিছু না—কিছু না।

মোক্ষদা। কাল রাত্রে আমি তাঁকে স্বপ্ন দেখেছি, যেন অতি বিষণ্ণ নয়নে আমার পানে চেয়ে—চেয়ে—চেয়ে, বল্লেন ;——

Bid her instant wed
And quiet dedicate her remnant life
To the just duties of an humble wife.

বিভাস। তবে আর কি, তিনি নিজে এসেই অনুমতি দিয়ে গেছেন, আর ভাবনা কিসের ?

মোক্ষদা। O my Loken! Dear—dearest—darling husband that was! তোমার ভারত, যে ভারতকে তুমি তোমার মক্কেলের চেয়েও ভালবাসতে, সেই ভারতের উন্নতির জন্য, যে বঙ্গের বিধবা ভগ্নীদিগের জন্য তুমি দ্বারে দ্বারে ভগ্নীপতি অন্বেষণ করে বেড়াতে, সেই বঙ্গের উদ্ধারের জন্যই,—আর তোমার, হে প্রিয়তম ভূতপূর্ব্ব স্বামী! তোমার মুখ-রক্ষা কর্বার জন্যই আমি আবার পতিপরিগ্রহ কর্ত্তে যাচ্ছি! তুমি অনুমতি দাও—হে আত্মাময় স্বামী তুমি অনুমতি দাও, পতি-অনুমতি না পেলে আমি কখন-ই দ্বিতীয়-পতি সুখে সুখী হ'তে পার্বো না।

গীত।

দেহ অনুমতি, দেহ অনুমতি।
ওহে পরলোকগত মম প্রিয়তম পতি ॥
তোমারি মরণে, তোমারি স্মরণে,
তোমারি দেশের দুর্গতি-হরণে,
নব-বর বরণে হে করি সমাজের গতি ॥
অন্ধ হিন্দু-মন করি পরিষ্কার,
তুমি (ই) শিখা'লে প্রেমে নব-সংস্কার,
তব প্রেম-পুরস্কার ত্বরা দেবে দেখ সতী;—
করি পুনঃ পাণি-দান তব স্বাস্থ্য-পান করিবে দম্পতী ॥

(রাজর্ষি মনোমোহন মাইতি ও অন্যান্য সংস্কারকগণের প্রবেশ)

মাইতি। ভোঃ—ভোঃ—ভগ্নীঃ—তোমার প্রেমের প্রজ্বলিত উৎসাহ-অগ্নিতে মেহগ্নি কাষ্ঠের ইন্ধন নিক্ষেপ কর্ত্তে এই মহাপাতকী পাপাত্মা-ই আদেশ লাভ করেছেন।

মহিলাগণ। কি বিনয়! কি বিনয়! রাজর্ষির কি গরীয়সী দীনতা!

বঙ্গচন্দ্র। ইসে রাজর্ষির অই বাইক্যের মধ্যি একডা ব্যাস-কুট রইছে; এহানে মহাপাতকী কিনা মহাপুরুষ এবং পাপাত্মা কিনা পুণ্যাত্মা এই রূপ অর্থ উপলব্ধি কর্তি হইব।

শিবু সাহেব। We men are but sinning bipeds!

তোত্‌লা-পেয়ারী। আ—আ—আ—মা—মা—মা—মা—

খোনা-নেপাল। রাঁ।

তোৎলা। হ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁ—আম্—আম্—আমরা—পা—পা—পা—

খোনা। পীঁ।

তোৎলা। পাপ্পীই তো—ব—ব—ব—বটে।

মাইতি। মানব মাত্রেই পাপী, আমরাও পাপী—তবে আমরা পবিত্র পাপী!

খোনা। কিঁ চঁমৎকাঁর সঁভাঁই সঁজ্জিঁতঁ হঁয়েঁছে!

শিবু-সা। The lady looks charming in her bridal dress!

বঙ্গচন্দ্র। শিবু-সাব্ সইত্যাই কইছেন, ঐদ্যকার পাত্রীর ন্যায় সুসজ্জিতা সুন্দরী কেহ কুত্রাপি দর্শন করেন নাই!

মোক্ষদা। আপনারা কেন আমাকে লজ্জিতা কচ্চেন! আপনাদের পদার্পণে দীন-ভবন পবিত্র হ'ল! রাজর্ষির দর্শনে দীনার নয়নে অমৃত-বৃষ্টি হচ্ছে!

খোনা। মিঁৎ-কঁনেঁরাঁ-ও সেঁজেঁছেঁন বেঁশ!

তোৎলা। ঠি—ঠি—ঠি—ঠি—ঠিক।

মাইতি। পাত্র এখনও উপস্থিত হ'ন নাই? মোক্ষদা-দেবী আজ যা'কে চিরবাধিত কর্বেন সে সৌভাগ্যবান জীব এখন কোথায়?

মহালক্ষ্মী। তিনি বিবাহের জন্য সজ্জিত হচ্ছেন শীঘ্রই উপস্থিত হবেন।

মাইতি। আজ আমার কেন এখানে আর্ভিবাব, কি জন্য আমি এ ভবনে উদীয়মান, তাহা বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন; আজ ভারতের ইতিহাসে একটী লোহিতাক্ষর দিবস! বঙ্গের বিধবা আর দীন-বেশা রুক্ষকেশা পরলোকগত-পতিপদ-পিপাসিতা কাঙালিনী নহে! দেখ দেখ ভারত! দেখ দেখ বঙ্গ! তোমার বিধবা-যুবতীরা আবার সুচিকণ সুরঞ্জিত শাটী-পরিধান করিয়া কম-কায়ার সৌন্দর্য্য পরিস্ফুট করিতেছেন! আবার ব্রেস্‌লেট্ নেক্‌লেস্ ইয়ারিং-এ চারু-অঙ্গ অলঙ্কৃত করিয়া স্বর্ণকারের শিল্পের উন্নতি সাধন করিতেছেন! কুন্তলীন, কেশরঞ্জন, ম্যাকেসার, অপেরা-অয়েলে জলদজাল-নিভ—নিভ—নিভ—

তোৎলা। কুন্—কুন্—কুন্—

খোনা। কুঁন্তল।

মাইতি। হ্যাঁ-হ্যাঁ—অপেরা-অয়েলে জলদ-জাল-নিভ কুন্তল-দল যোজন-গন্ধা কবরী-কমলে পরিণত—পরিণত——

খোনা। কঁরিঁতেঁছেঁন।

মাইতি। আর আমার ন্যায় অধম নরাধম এই ঘোরতর বৃষোৎসর্গ কর্ম্মে——

খোনা। নাঁ—নাঁ—মঁহাঁযঁজ্ঞে।

মাইতি। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই নরমেধ্যযজ্ঞে পরিচালক রূপে দুক্ষীত হওতঃ এখানে দণ্ডায়মানীত হইয়া বলিতেছি ;——

গীত।

কর কর আরোহণ প্রেমের স্যন্দনে।
অর্চ্চিয়া আমারে ফুল-হারে চর্চ্চিয়া চরণ চন্দনে॥
উড়াব গগনে ঝঞ্চা বাত্যা, মিলাব প্রণয়ে দুইটী আত্মা,
বেগুনে বড়িতে মিলিত যথা হয় রন্ধনে॥
বিদূষী বিধবা রূপে চক্ চক্,
পতি হবে তা'র অতি বিদূষক,
আশীষে আমার দুলিবে দোঁহে উদ্বাহ-উদ্বন্ধনে॥

(বিবাহ-বেশে সুসজ্জিত মোহিতের প্রবেশ।)

মহিলাগণ। উলু-উলু-উলু-উলু! (শঙ্খধ্বনি)

শিবু-সাহেবাদি। হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে!
হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে!

শিবু। (সুরে) He is a jolly good fellow—Tara—ra—la—
Tara—ra—la—la—la—la——

বঙ্গ। আসেন ভাইগ্যবান!

তোৎলা। ভা—ভা—ভা—ভা—গ্যবান—মো—মো—মো—মো—

খোনা। ——হিঁত বাঁবুঁ কিঁ ভাঁগ্যঁবান!

মহালক্ষ্মী। মোহিতবাবু আপনার সৌভাগ্য দেখে আজ অনেক পুরুষের-ই হিংসা হচ্চে!

লাবণ্য প্রভৃতি। সত্যই আপনি ভাগ্যবান—সত্যই আপনি ভাগ্যবান!

মোহিত। (স্বগত) অসহ্য! এ একপ্রকার অপমান! (প্রকাশ্যে) কবিতামঞ্জরি! কালিদাসি! আপনাকে জীবন-সঙ্গিনী-রূপে লাভ কল্লে আমি যে ভাগ্যবান হ'ব এ কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি, কিন্তু তা' ব'লে কি যেখানে-সেখানে, পথে-ঘাটে, সভাতলে, আমায় "ভাগ্যবান" "ভাগ্যবান", "তোমার কি সৌভাগ্য" "তোমার কি সৌভাগ্য", ব'লে খেপান——

তোৎলা। খ্যাপ্—খ্যাপ্—খ্যাপ্—

খোনা। খ্যাঁপাঁনো কিঁ মোঁহিত বাঁবুঁ?

বঙ্গ। ইসে আপনারে খেপাইছে কেডা? ঐ ত্যাহেন আপনকার খ্যাপন দেখে বগ্নীরা হাস দিছেন; মোহিত বাবুর মতন সৈভাগ্য হইলে আমি-তো আহ্লাদে গলায় দরি লাগায়ে খাজুর গাছে ঝোলতাম।

লাবণ্য। আপনি ভাগ্যবান বল্লে খ্যাপেন নাকি মোহিত বাবু?

বিভাস প্রভৃতি। মোহিত বাবু ভাগ্যবান—মোহিত বাবু ভাগ্যবান!

মিনি। রাজর্ষি! কাণ-মলে দেওয়াটা কি পৌত্তলিকতা? উলু-দেওয়া শাঁক-বাজান বরণ-করা এ সব তো অনুমতি আছে, এখন আপনি

আদেশ দিলেই বরের কাণে কতটা রবার আছে আমরা টেনে পরীক্ষা ক'রে দেখি!

মোহিত। কি! আপনারা মহিলা সে জন্য আমি কোমলতার সম্মান দিতে প্রস্তুত, কিন্তু তা' ব'লে—আমি কি যে সে বর? আপনারা প্রকাশ্য সভায়—কবি-রাজেন্দ্রের—কবি-শর্দ্দূলের কাণে পাক দিতে চা'ন? যে কাণে কল্পনা দেবী মধুর ফিস্-ফিসে——

মাইতি। (মহিলাদিগের প্রতি) আমি উভয়কে পবিত্র রজ্জুতে বন্ধন করবার পর আপনারা বরের লাঙ্গুল-আরোপণ কর্ণমর্দ্দন বদনে চূর্ণ-মসী প্রদান প্রভৃতি যে সকল নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ কর্ত্তে ইচ্ছা করেন করিতে পারেন; এক্ষণে পবিত্র কার্য্য আরম্ভ হোক। শ্রীমতী মোক্ষদা দেবি! আপনি এই শ্রীমান মোহিতমোহন রায়কে পতি-পদে নিযুক্ত করিতে প্রস্তুত আছেন?

মোক্ষদা। আছি।

পুরুষগণ। মধু!—মধু!—মধু!

মাইতি। শ্রীমতী মোক্ষদা দেবি! আপনি যাবজ্জীবনের জন্য এই শ্রীমান মোহিতমোহন রায়ের ভরণ-পোষণ ও লালন-পালনের ভার লইতে প্রস্তুত আছেন?

মোক্ষদা। আছি।

পুরুষগণ। (উচ্চরোদনে) মধু!—মধু!—মধু!

মাইতি। শ্রীমান মোহিতমোহন রায়! আপনি এই শ্রীমতী মোক্ষদা দেবীকে পত্নীরূপে বরণ কর্ত্তে প্রস্তুত আছেন?

মোহিত। আছি বলবো?

মহিলাগণ। মধু!—মধু!—মধু!

মাইতি। আপনি এই শ্রীমতী মোক্ষদা দেবীকে যাবজ্জীবন মান্য

কর্ত্তে—ওঁর আজ্ঞা-পালন কর্ত্তে প্রস্তুত আছেন ?

মোহিত। আজ্ঞে——

মহিলাগণ। মধু! মধু! মধু!

মাইতি। রেজিষ্টার কোথায়,—তিনি এখনও আসেন নি ?

বিভাস। রমেশবাবু তাঁকে আনতে গেছেন, এখুনি এসে পড়বেন।

মাইতি। সাক্ষী কে কে হবে ?—সারদা বাবু কোথায় ?

লাবণ্য। তাঁ'র বড় মাথা ধরেছে তা'ই একটু গিয়ে শুয়েছেন।

মোহিত। বাড়ীর আর কাউকে ত' এখানে দেখতে পাচ্ছি না।

লাবণ্য। কা'কে খুঁজচেন—মাধাকে না রঘুয়াকে ?

মিনি। সরকার-মশাইকে খুঁজচেন কি মোহিত বাবু ?

মোহিত। না—এই স্ত্রীলোকদের মধ্যে—

বিভাস। ও হো আহ্লাদীকে খুঁজচেন ? তা' সে যে রান্নাঘরের কাজে আছে, আর বিধু বাসর সাজাচ্ছে।

মোহিত। আর সেই চিরদুঃখিনী,—পাজ্যাধমের পত্নী সেই গিরিবালা দেবী ? কৈ তিনি ত' এসে একবারও আমার এই পবিত্র আনন্দে আনন্দ কল্লেন না ?

লাবণ্য। বোধ হয় গিরি শুনেছে যে আপনি ভাগ্যবান বল্লে খেপে ওঠেন সেই ভয়ে আসে নি।

মহালক্ষ্মী। সত্যি——গিরিকে দেখছি নি কেন গা ?

মোক্ষদা। তা'র আজ বিকেল থেকেই কেমন বুকটা ধড়ফড় কচ্চে তা'ই আমি একটু পাথার নীচে শুতে বলিচি। গিরিকে ঠাকুরপো নিতে এয়েছেন, বোধ হয় আমাদের এখানে সে আর বেশী দিন থাকবে না।

মোহিত। এঁ্যা——সে কি ?

(নিতাইয়ের প্রবেশ।)

নিতাই। সারদা-মামা ইজ্ দি কাঁদছেন, ভয়ানক ইজ্ দি কাঁদছেন !

মোক্ষদা। (সোদ্বেগে) কেন কেন বেশী অসুখ হয়েছে না কি ?

নিতাই। বাবুর জন্যে ইজ্ দি কাঁদচেন—বলছেন আজ বাবুকে কেবলই মনে পড়চে তাই ইজ্ দি কাঁদচেন ! আমার চোখ ইজ্ দি মরুভূমি, বাবার জন্যে নট্ এক ফোটা ইজ্ দি জল !

মোক্ষদা। (সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক) উঃ—

বিভাস। অমিয়া—অমিয়া !

মোক্ষদা। না না কিছু না, আমি তাঁ'র-ই প্রীতি কার্য্য কচ্চি এতে আর দোষ কি ?

মোহিত। এমন শুভদিনে চক্ষের জল ফেলে অমঙ্গল করা কি সারদা-বাবুর সুবিবেচনার কার্য্য হচ্চে ?

মোক্ষদা। বাবু সারদাকে ছেলে-বেলা থেকে ভালবাসতেন,—বড়ই ভাল বাসতেন !

(সন্ন্যাসীবেশে লোকেনের প্রবেশ।)

লোকেন। বাবু আর কা'কে তা'র চেয়েও বেশী ভালবাসতেন মোক্ষদা ?

মোক্ষদা। আমাকে ! (দেখিয়া সভয় বিস্ময়ে) একি !—এ কে !—এ কে !—(পতনোন্মুখ মোক্ষদাকে মহালক্ষ্মীর নিজ বক্ষে ধারণ)

মোহিত। (সভয়ে) একি প্রেতাত্মা ? লো—লো—লো—লোকেন বাবুর প্রেত—আ—আ—আমি—কিছু—করিনি—এ—বি—বি—বি—বাহ—না—না—

বঙ্গ। (সভয়ে) রাজর্ষি অপরাধ লইবন না ;—এত্রী রুল হ্যাজ্ ইট্স্ এক্সেপ্সন ; এইক্ষণ আমরা একবার রাম নামটা কইরে

ভূতের হাত হইতে উদ্ধার হই, পরে না হয়—ইসে অনুতাপ করা যাইব। রামচন্দ্র—রামচন্দ্র—

শিবু। র‍্যামা—র‍্যামা!

তোৎলা। রা—রা—রা—রা—ম—ম—ম—

খোনা। রাঁমঁ চঁন্দর—রাঁমঁ চঁন্দর!

গোঁড়ালোচন। রাম্—রাম্—রাম্; রাম্—রাম্—রাম্।

মাইতি। (কম্পিতস্বরে) ঘিরে দাঁড়াও—ঘিরে দাঁড়াও—তোমাদের রাজর্ষি আমি—আমায় ঘিরে দাঁড়াও। নচেৎ মনোমোহন মাইতির জীবনের বুঝি ইতি হয়!

লোকেন। (সাশ্চর্য্যে) এ কি! মোক্ষদা অমন হয়ে পড়লেন কেন? এখানে এত লোকজন কিসের জন্য? ওঁরা আমায় দেখে অমন কচ্চেন কেন?

নিতাই। (আবেগে) বাবু বাবু! ইউ ইজ্ দি মরে গেছ, বাঘে ইজ্ দি খেয়েছে! কিন্তু নেভার ইজ্ দি মাইণ্ড, ইফ্ বাবু ইজ্ দি ভূত, ভূত-ই আমার বাবু—ভূত-ই আমার বাবা! আই ডোণ্ট্ কেয়ার ইজ্ দি ভূত!

(পদতলে পতন।)

লোকেন। ও—বুঝিছি বুঝিছি, আমার মৃত্যু সংবাদ এসেছিল।

নিতাই। বাবা টেল্ মি ইজ্ দি, আর ইউ ইজ দি বেঁচে আছ অর্ আর্ ইউ ইজ্ দি ভূত? আই ডোণ্ট্ কেয়ার ইজ্ দি, আমি তোমার সেই আবাগের-ব্যাটা ভূত নিতাই ইজ্ দি!

মোক্ষদা। (প্রকৃতিস্থ হইয়া) এ কি!—কি হল!—কৈ?—ঐ যে ঐ যে এখনও দাঁড়িয়ে! সন্ন্যাসীর বেশ! বাবু—বাবু! হৃদয়েশ্বর! ও কি স্বর্গের বেশ?

লোকেন। মোক্ষদা আমি মরিনি।

মাইতি। আমি ও কথা বিশ্বাস করি না।

নিতাই। হোয়াট্ ইজ্ দি!

মাইতি। ভাগলপুর থেকে ধনেন্দ্রবাবু নিজে চিঠি লিখেছিলেন, ধনেন্দ্রবাবু মিছে কথা কবার লোক ন'ন।

(ঠাকুরদা, রমেশ ও সারদার প্রবেশ।)

ঠাকুরদা। কি মাইতি রাজর্ষি! ধনেন্দ্রবাবু মিছে কথা কন না বলে লোকেনকে না মলেও মরতে হবে?

মাইতি। সত্যের অনুরোধে—অবশ্য!

ঠাকুরদা। (লোকেনকে দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া) দাদা! দাদা! আমার মন বলতো তুই বুড়োর বুকটা জুড়ুতে আবার আসবি!

লোকেন। ঠাকুরদা—ঠাকুরদা সে অনেক কথা সব বলচি;—রমেশ ভাল আছ? সারদা তুই কেমন ছিলি?

সারদা। বাবু! বাবু! কেমন ছিলুম জানিনি কিন্তু এখন আমি ভালর চেয়েও ভাল আছি!

(সারদা ও রমেশের লোকেনের পদতলে প্রণাম।)

ঠাকুরদা। লোকেন কোথায় লুকিয়েছিলি ভাই?

লোকেন। ঠাকুরদা আমায় বাঘে খায়নি, পাহাড়ে বেড়াতে গিয়ে ল্যাণ্ড্-স্লিপ্ হ'য়ে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেছলুম, জ্ঞান হওয়ার পর দেখি আমি এক গুহায় তৃণশয্যায়, আর এক নবীন সন্ন্যাসী,—প্রশান্ত নয়ন, দেব জ্যোতিরুজ্জ্বলবদন আমার পার্শ্বে বসে শুশ্রূষা কচ্চেন! তাঁ'র কৃপায় কেবল আমার দৈহিক স্বাস্থ্যলাভ হয়নি, ঠাকুরদা! ঠাকুরদা! তিনি আমার হৃদয় ধুয়ে দিয়েছেন! আমার

স্পৃহং মুছে ফেলে দিয়েছেন। ঠাকুরদা, তুমি উজ্জ্বল-শীতল অগ্নি অনুভব কর্ত্তে পার? আমার সেই গুরু, সেই তারণ-কর্ত্তা যুবা-যোগীর উপদেশ অগ্নির ন্যায় জ্বলন্ত, চন্দনের ন্যায় শীতল! ব্রজেশ আর আমি এই সংসারে কলহের দালালী ওকালতী কর্ব্বো না। ঠাকুরদা আমি আরাম পেয়েছি—সুখ পেয়েছি—মজা পেয়েছি! ঠাকুরদা টাকায় মজা নেই, বাড়ী জুড়ি গাড়ী আধিপত্য কিছুতে-ই মজা নেই;—মোক্ষদা তোমাতে-ও মজা নেই, যদি না আমি যে প্রেমে মজেছি তুমিও সেই প্রেমে মজো।

মোক্ষদা। বাবু! বাবু!

মাইতি। স্বীকার করে নেওয়া গেল যে আপনি সমাংস-শোণিত লোকেন বাবু, কিন্তু জিজ্ঞাসা কার গোটাকতক দিন একটা ছাই মাথা ভণ্ড-ভিখিরীর সঙ্গে থেকে আপনার এতদিনের বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান দেশানুরাগ সকলই কি উৎসন্ন গিয়েছে?

লোকেন। কেন?

মাইতি। আপিান আজ এখানে এমন সময় কেন এসে উপস্থিত হলেন?

ঠাকুরদা। মাইতি মশাই কি আজ তোমাকে ওঁর ওখানে নেমন্তন্ন করে ছিলেন লোকেন? তা'হ'লে তোমার সেখানে না গিয়ে নিজের বাড়ীতে আসা বড় অন্যায় হয়েছে বটে।

লোকেন। মনমোহনবাবু আপনি কি বলচেন আমি ভাল বুঝতে পাচ্চিনি।

মাইতি। আপনি-ই না লোকেন-বাবু সমাজ-সংস্কারের একজন প্রধান নেতা? আপনি-ই না বালিকা-বিবাহ নিবারণ বিধবা-বিবাহ প্রচলনের বিশেষ পক্ষপাতী? আর আজ কিনা আপনি ভারত-

উদ্ধারের বঙ্গমাতা উদ্ধারের,——চলে যান—ফিরে যান আপনি—আপনি মরেছেন! আপনার বেঁচে থাকবার কোন অধিকার নেই! উন্নতিশীলা সুশিক্ষিতা মহিলা আপনার ভূতপূর্ব্বা স্ত্রীর এই বিধবা-বিবাহ বন্ধ করবার——

লোকেন। সেকি—সেকি! মোক্ষদা কি আবার বিবাহ কত্তে যাচ্ছিল নাকি? আমার বাড়ীতে আজ কি বিবাহ-সভা! আমার স্ত্রীর বিবাহ?

ঠাকুরদা। ভায়া দেখে নাও—দেখে নাও, বেঁচে থাকলে-ই দেখতে হয়! বাপের বিয়ে অনেকেই অনেককে দেখায়, কিন্তু আপনার স্ত্রীর বিবাহ চক্ষে দেখা বড় যে-সে পুণ্যের কর্ম্ম নয়!

লোকেন। ঠাকুরদা আমি তিরস্কারের উপযুক্ত পাত্র! মোক্ষদা—

নিতাই। বউ-ঠাকরুণের কিছু না ইজ্ দি দোষ! হি ইজ্ দি আপনি খুসী হবেন বলেই দিস্ বিবাহ ইজ্ দি কর্ত্তে যাচ্ছিলেন, আর ঐ বরাখুরে মোহিত ইজ্ দি—টাকার লোভে ইজ্ দি——

মোহিত। সাবধান নিতাইবাবু! আমি টাকার লোভে এ কাজ কচ্ছিলেম? পবিত্র প্রেম! কবিতাময় পবিত্র প্রেম——

নিতাই। চোপরাও ইজ্ দি! বাবুর মুখের ওপর বউ-ঠাকরুণের নামে ইজ্ দি প্রেম! ইউ আঁটকুড়ির ব্যাটা ইজ্ দি—বেহায়া ইজ্ দি——

মোক্ষদা। (লোকেনের নিকট অগ্রসর হইয়া) বাবু—বাবু! তুমিই আমায় শিখিয়েছিলে, তুমিই আমায় বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে কত কথা—

লোকেন। ঠিক ঠিক মোক্ষদা, তোমার কোন দোষ নেই; তোমার হাত থেকে রামায়ণ মহাভারত কেড়ে নিয়ে আমি বায়রণ দিয়ে-

ছিলুম, সোসাইটি-নভেল দিয়েছিলুম ; ইংরিজির ডোবায় নিজে ডুবে তোমাকেও ডুবিয়েছিলুম। যা' হ'বার হ'য়ে গেছে,—এখন মোক্ষদা আমার নিজের গায়ের দুর্গন্ধে নিজে অস্থির হ'য়েছি—মা গঙ্গার পবিত্র সলিলে না ডুব দিলে এ দুর্গন্ধ যাবে না ; কিন্তু তোমায় ছেড়ে যেতে আমার মন চাচ্চে না, তুমি আমার সঙ্গে গঙ্গাস্নান কর্বে কি মোক্ষদা ?

মোক্ষদা। তুমি আমায় বড় ভালবেসেছ—আমি আবদারে-আবদারে তোমায় জ্বালাতন করিছি তুমি হাসি-মুখে সহ্য করেছ, তুমি নিজের ভাবনা একদিনের তরে ভাবনি আমিই তোমার সমস্ত ভাবনা হয়ে বসে ছিলুম, আমার সুখের জন্য তুমি দেহপাত করেছ। আপনাকে ভুলে তুমি অন্যকে সুখী কর্বার জন্য প্রাণ ঢেলে দিয়েছিলে তাই বুঝ্‌তে পাচ্চি তুমি অতুল সুখে সুখী হয়েছ, এইবার আমায় নতুন শিক্ষা প্রদান কর, তোমায় সুখী কর্ত্তে শেখাও, তা হ'লে বোধ হয় আমিও সুখী হব।

(ডাক্তার গুণধরের প্রবেশ।)

গুণধর। লোকেন বাবু লোকেন বাবু! আপনি বেঁচে উঠেছেন ? কেমন রমেশ বাবু, কেমন সারদা বাবু, আমার কথা ঠিক হলো ? Lancet কখন মিথ্যে লেখে! statistics কখন ভুল হতে পারে! আপনি হচ্চেন Hundreth case, কাজেই বেঁচে গেছেন। ওঃ আমি দু-দুটো কল ভাঁড়িয়ে আপনার বাঁচা-খবর পেয়ে ছুটে এসেছি ;—গুড্‌বাই। (কিছুদূর গিয়া প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক) সারদা বাবু আজকের এ কল-এর বিলটাও তা'হ'লে পাঠিয়ে দেব।

(প্রস্থান।)

মাইতি। হা ভারতমাতা—হা বঙ্গমাতা—হা ভগ্নী—হা ভ্রাতঃ—হা বিধবা ভ্রাতা! (স্বদলসহ প্রস্থান।)

মোহিত। কিন্তু—কিন্তু—আমার কি হবে? আমি যে—আমি যে—একূল-ওকূল—জাতকূল—

লোকেন। তা'ইতো মোহিতবাবু ব্যাপার কি সব খুলে বল দিকিন?

ঠাকুরদা। ব্যাপারটা আর কি, তোমার পুরণো জুতো-জোড়াটা ওঁর পায়ে হয় কিনা পরখ করে দেখছিলেন। ওকি নিতাই তুমি পেছোন-ফিরে দাঁড়ালে যে?

নিতাই। বেগ্ ইওর্ ইজ্ দি প্বার্ডন—ব্যাড্ ইজ্ দি ম্যান্! ওর মুখ ইজ্ দি দেখতে নেই;—বলে কি-না বউ-ঠাকরুণের রূপরাশি ইজ্ দি! বলে কি-না ক্ষত-বিক্ষত ইজ্ দি!

লোকেন। বটে বটে মোহিতবাবু! তুমি আমার মোক্ষদাকে এত ভালবাসতে?

মোহিত। কিন্তু আমার যা-হোক একটা নিষ্পত্তি না হলে—

রমেশ। আপনার নিষ্পত্তি আমিই করে দেব এখন; লোকেনবাবু-ই ওকালতী ছেড়ে দেবেন বলেচেন আমি তো আর ছাড়ছিনি; স্বামী জীবিত থাকতে তা'র স্ত্রীকে বিবাহ কর্ত্তে যাওয়া—তা'তে সেই স্ত্রীর হাতে অনেক টাকার সম্পত্তি—এটা ভাল করে আমায় দেখতে হবে পিনাল কোডের ক'টা সেক্সন্ আপনার ওপর খাটে।

মোহিত। ও হো—হো! কবিতাকুঞ্জ-নাসিনি!

সাঙ্গ হ'ল স্বপ্ন-রঙ্গ, সত্য-দৈত্য ক'রে ব্যঙ্গ,
ভেঙ্গে গেল ঘুমঘোর সুখের নিশির।

ঠাকুরদা। কি লাভ হইলে ইথে তোমার পিসির?

(সুরেশের প্রবেশ।)

সুরেশ। এই যে পেয়েছি, (মোহিতের প্রতি) একি নন্দ বাবু যে! তুমি এখানে?

নিতাই। হু ইজ্ দি নন্দ বাবু?

সুরেশ। এই আপনাদের মোহিতবাবুকে জিজ্ঞাসা করুন না কার নাম নন্দ বাবু?

মোক্ষদা। নন্দবাবু!

সুরেশ। তোমায় ক'দিন খুঁজে বেড়াচ্ছি হে নন্দবাবু আর তুমি এখানে লুকিয়ে আছ?

লোকেন। কি সুরেশ তুমি কোথেকে? মোহিতবাবুর সঙ্গে কি তোমার পরিচয় আছে নাকি?

সুরেশ। না দাদা আমি মোহিতবাবু বলে কা'কেও চিনিনি, তবে ঐ বাবুটীর নাম যখন নন্দলাল ছিল তখন ওকে জানতুম।

মোহিত। আমার যদি পঁচিশটে নাম থাকে তা' তোমার কি?

রমেশ। ওঁর বিশেষ কিছু নয়, তবে যে সব মহাপুরুষদের দশ-বারটা নাম থাকে পুলিস তাঁদের সকল ক'টা নাম-ই সরকারী-খাতায় লিখে রাখবার জন্য ব্যস্ত হ'ন!

মোহিত। কি পুলিস পুলিস করেন, পুলিস আমার কি কর্বে?

নিতাই। তোমার কবিতা ইজ্ দি শুনবে আর কি কর্বে? "লুকায়ে চোরের প্রায়" ইজ্ দি!

সুরেশ। বলি নন্দলাল বস্তিপুরের দীনুঘোষালকে মনে পড়ে?—আর তাঁর মেয়ে রাধারাণী?

মোহিত। সে—সে—সে—সে—কে?

সুরেশ। তোমার স্ত্রী গো স্ত্রী! যা'কে ধর্ম্মসাক্ষী করে বিবাহ

করেছিলে, তা'র পর মিছিমিছি যা'র মরার কথা রটিয়ে দিয়ে এখানে এসে জমেছো ; সেই কাঙালিনীকে সঙ্গে করে আজ ক'দিন আমি তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছি।

ঠাকুরদা। সে কি! হ্যাঁ হে মোহিতবাবু না নন্দবাবু, তোমার স্ত্রী বেঁচে আছেন?

সারদা। এক স্ত্রী বেঁচে আর Scoundrel তুমি আমার ভগ্নীকে—

রমেশ। Clear sessions case,—seven years R. I.

নিতাই। উঃ বাবা What is the! এ আগা গোড়া is the poetry!

মোক্ষদা। ঠাকুরপো সে দুঃখিনী এখন কোথায়?

সুরেশ। আমি বাইরেই রেখে এসেছি—আনবো?

মোক্ষদা। চল আমিও যাই সঙ্গে করে নিয়ে আসি।

সুরেশ। না না বৌ-দি তুমি থাক আমিই আনচি!

(প্রস্থান।)

মোহিত। না না না এখানে আনতে হবে না।

নিতাই। না না না এখানে এনো না, লাট-সাহেব ইজ্ দি হুকুম দিচ্চেন!

(দীর্ঘাবগুণ্ঠিতা গিরিবালাকে সঙ্গে লইয়া সুরেশর পুনঃ প্রবেশ)

সুরেশ। মেজ-দাদা এই অবগুণ্ঠিতা বালিকাটীকে দেখেচেন? ইনি ঐ ভদ্রলোকের স্ত্রী! উনি ভদ্রলোক! ভদ্রসমাজে মেশেন! আপনাকে কবি বলে গর্ব্ব করেন! সমাজ-সংস্কারক বলে পরিচয় দেন! আর আপনার পিতৃ-মাতৃ-জ্ঞাতি-বিহীনা স্ত্রী আজ এই কয় বৎসর মাথার ওপোর দুটো গোলপাতা কোলে দু'বেলা দু'খানা কলাপাতা পেয়েছে কিনা খবর রাখেননি!

সকলে। আহা হা! আহা হা!

নিতাই। ড্যাম্ ইজ্ দি!

সুরেশ। কাঙ্গালিনী পরের বাড়ী পরের অন্নে পরের যত্নে এই কয়েক-বৎসর আপনার চরিত্র রক্ষা করে লুকিয়ে নীরবে চোখের জল ফেলে দিন কাটিয়েছে, তা'তেও একদিনের তরে স্বামি-নিন্দা করেনি বা উদ্দেশে স্বামীকে কটু বলেনি।

মোক্ষদা। (গিরিবালার নিকটে গিয়া) আহা! সতি! সতি! এ ধৈর্য্য, এ স্থৈর্য্য, এ স্বামি-ভক্তি তুমি কোথায় শিখেছিলে? লাবণ্য, অমিয়া, মহালক্ষ্মী দিদি আমরা আবার শিক্ষিতা বলে গর্ব্ব করি!

মহালক্ষ্মী। সে কথা আমি ঠিক বলতে পারিনি, কিন্তু মোহিতবাবু যে খুব অন্যায় কার্য্য করেছেন তার আর সন্দেহ নাই।

মোহিত। দেখ সুরেশবাবু ও কি একটা সাজিয়ে-গুজিয়ে এনেছ? ওসব আমার কাছে চলছে না; আমি সে স্ত্রীর মুখ কখনও দেখিনি কখন দেখবও না! আর আমি এখানে থাকতে চাই না।

(প্রস্থানোদ্যত।)

সারদা। (ত্বরিত নিকটে গিয়া হস্তধারণ পূর্ব্বক) যাবে কোথায়?

রমেশ। (অগ্রসর হইয়া অন্য হস্ত ধারণ পূর্ব্বক) যাবে কোথায়? লোকেনবাবুর মৃত্যু সংবাদের পর থেকেই আমি ক্যালক্যাটা পুলিশ কোর্টে বেরুচ্চি,—যাবে কোথা?

নিতাই। পুলিশ—পুলিশ ইজ্ দি!

মোহিত। অ্যাঁ সে কি! সত্যি সত্যি আপনারা পুলিসে দেবেন না কি? আমার কেউ নেই! এখানে আমার কেউ নেই? কেউ আমার দিকে নয়? (সাশ্রু-নয়নে সকলকে নিরীক্ষণ)

নিতাই। (রুদ্ধ-কণ্ঠে ব্যথা-বিগলিত স্বরে) চোপরাও ইজ্ দি!

মোহিত। (সরোদনে) নিতাই বাবু—নিতাই বাবু!

নিতাই। চোপরাও ইজ্ দি! নো ইজ্ দি কান্না! বাবু বাবু বেগ ইওর পার্ডন ইজ্ দি, ওকে মাপ ইজ্ দি করুন—মাপ ইজ্ দি করুন। আমি কান্না ইজ্ দি দেখতে পারি না!

রমেশ। না না Duty towards society—সমাজের প্রতি কর্ত্তব্য পালন কর্ত্তে হবে। আসুন সুরেশবাবু একে টেনে নিয়ে যাই পুলিশে।

গিরি। (করুণা-তরল কণ্ঠে) ওগো না গো আমার যা-হয় হবে, ওঁকে পুলিশে দিও না! দিদি! দিদি!

মোক্ষদা। একি! কেও? (গিরিবালার অবগুণ্ঠন উন্মোচন) এ কি! গিরি—গিরি! গিরিবালা!

মহিলাগণ। গিরিবালা! গিরিবালা!

লোকেন। গিরিবালা তুমি মোহিতের স্ত্রী?

মোহিত। এ্যা একি! কি হ'ল! পুলিশ নয়? জেল নয়? একটা পাড়াগেঁয়ে ভূতুড়ে মেয়ে নয়? গিরিবালা—গিরিবালা! আমি পাষণ্ড, নরাধম, পিশাচ,—মিথ্যাবাদী, পরদারলোলুপ, পরধন-লোলুপ পিশাচ, আমার স্ত্রী গিরিবালা! (ঠাকুরদার পদে পতিত হইয়া) ঠাকুরদা বলুন বলুন এ সব সত্যি না স্বপ্ন? (লোকেনের হস্ত ধরিয়া) লোকেনবাবু বলুন এ সত্যি না স্বপ্ন? (সুরেশকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক) সুরেশ ভাই বল একথা সত্যি না স্বপ্ন? (মোক্ষদার পদতলে জানু পাতিয়া) মা কবিকুলরাণী সরস্বতী-স্বরূপিণি বল একথা সত্য না স্বপ্ন!

গিরি। (একান্তে) উঃ! তা'ই ভাতার এত মিষ্টি! তাই ভাতার এত মিষ্টি!

মোক্ষদা। গিরি! গিরি!

গিরি। দিদি! দিদি! তোমার স্নেহের ধার আমি মলেও শোধ দিতে পার্ব্বো না।

মোক্ষদা। গিরি! ভগ্নীর স্নেহের আবার ঋণই বা কি শোধই বা কি? তখন তোমার বিবাহে আনন্দ হয়নি ঘটা হয়নি, আজ আমি আবার তোমার ঘটা করে আমোদ করে বিবাহ দেব, এক-গা গহনা পরিয়ে সাজিয়ে বে দেব! তোমার মা-বাপ নেই আপনার বোন নেই, কিন্তু তোমার মোক্ষদা-দিদি তোমাকে দুঃখিনীর মতন শ্বশুর-বাড়ী পাঠাবে না, তুমি স্বামীর ঘরে বিষয় নিয়ে যাবে। (লোকেনের দিকে চাহিয়া) বাবু—

লোকেন। তার আর কথা আছে মোক্ষদা, এতে কি আর আমার অনুমতি নিতে হয়।

ঠাকুরদা। বাঃ ভায়া, তোমার সেই পাহাড়ে-সন্ন্যাসীর হজমী-গুলির তেজ আছে বটে! শুধু তোমার নয়,—নাৎ-বউ, এই মোহিত না নন্দ আর এখানে যিনি-যিনি আছেন সকলের-ই পেটে এত দিন যে সব পুঁথি-গত বিদ্যা গজ্‌-গজ্‌ কচ্ছিল আজ তা' অনেকটা হজম হয়ে গেল।

সুরেশ। কি রাধে! আর যে আমার সঙ্গে কথা-টতা কচ্চিসনি? বলিছিলি আমি একটা বে-থা কল্লে তুই আমার বউকে কত যত্ন কর্বি, ছেলে-পুলে মানুষ কর্বি,—এখন কি বলিস?

গিরি। তা' তুমি বে করে বৈকি,—অ দিদি তুমি সুরেশ-দাদার একটা কনে ঠিক করে—

(বিধুর প্রবেশ।)

বিধু। মা বাবু বাঘের পেট হইতে বাহির হইয়া বাড়ী ফিরিয়াছেন

শুনিয়া আহ্লাদদিদি আহ্লাদে তাড়াতাড়ি এখানে আসিবার জন্য সিঁড়িতে নামিতে নামিতে পায়ে কাপড় জড়াইয়া হুড়-মুড় করিয়া পড়িয়া গিয়াছে কিন্তু সে উঠিতেছে না বলিতেছে আমি মরিয়া গিয়াছি আর উঠিতে পারিব না

সারদা। আহ্লাদী পড়ে গেছে? চল চল আমি দেখছি।

(সারদা ও বিধুর প্রস্থান।)

লাবণ্য। মোহিতবাবু——না না নন্দবাবু আপনি যে আর কথা-টতা কচ্ছেন না, গিরি লজ্জায় এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে কাছে যান।

মোহিত। (গিরিবালার সম্মুখে জানু পাতিয়া)

এ পরাণ চিরি চিরি, তোমারে দেখাব গিরি,

কোমল চরণতলে নত করি শির।

ঠাকুরদা। বধূ লাভ হ'ল আজ নন্দর পিসির॥

নিতাই। Beg your pardon is the, মোহিতের সঙ্গে ইজ্‌ দি আমার ঝগড়া ছিল, নন্দ বাবুর সঙ্গে ইজ্‌ দি নয়। You are is the গিরিবালা-মা'র বর, Your is the beg your pardon! ঠাকুরদা আজ আমার ইজ্‌ দি, আমার ইজ্‌ দি—কি বল্‌বো আমার দুর্গোমণি, না না মিসেস দুর্গেশনন্দিনী ইজ্‌ দি বিধবা-বিয়ের অবস্থা প্রাপ্ত হ'বে—নইলে আমার আজ আহ্লাদে ইজ্‌ দি মরে যেতে ইচ্ছে কচ্ছে! (মহিলাগণের প্রতি) আপনারা এমন সময় ইজ্‌ দি,—একটু অনুগ্রহ ইজ্‌ দি করে,——একটা গান ইজ্‌ দি— একটু প্যাথেটিক্‌ রকম ইজ্‌ দি—

লাবণ্য। ভেরি গুড্‌ ইজ্‌ দি—

মহিলাগণের গীত।

হলো না ইজ্‌ দি নতুন বন্দোবস্ত।
সদর তশীল কল্লে দাখিল না হ'তে ঐ সূর্য্যি অস্ত॥
দু'খানি ইজ্‌ দি সরেশ জমিদারী,
নাই বাঁকী-খাজনার ডিগ্রিজারি,
সেটা ইজ্‌ দি কিস্তি কিস্তি হস্তগত বাজে আদায় মস্ত।
মালিক ছিল ইজ্‌ দি গর-হাজির,
তাই নীলেম ডাকছিল নাজির,
(তখন) মজা ইজ্‌ দি, মজা ইজ্‌ দি, মজা ইজ্‌ দি, ইজ্‌ দি,—
হঠাৎ হাত-বদলের ঢোল ইজ্‌ দি হলো নিরস্ত;—
দেখ দেখ খাস-দখল ক'রে ইজ্‌ দি বসেছে দুই গেরস্ত॥

যবনিকা পতন।